ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-282 ■ 12 July, 2026 ■ আগরতলা ১২ জুলাই, ২০২৬ ইং ■ ২৭ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ভারত-নিউজিল্যান্ড সম্পর্কের 'ওয়াকা'

যৌথ যাত্রা ও পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতীক ঃ প্রধানমন্ত্রী

অকল্যান্ড, ১১ জুলাই (আইএএনএস)।। ভারত ও নিউজিল্যান্ডের সম্পর্ক স্মৃতি, বন্ধুত্ব, অভিন্ন মূল্যবোধ এবং পারস্পরিক অঙ্গীকারের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিউজিল্যান্ডের ঐতিহ্যবাহী মাওরি শব্দ 'ওয়াকা' (ক্যানো)-র উল্লেখ করে এই সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

শনিবার অকল্যান্ডে 'কিয়া ওরা মোদি' শীর্ষক এক বর্ণাঢ্য প্রবাসী ভারতীয় সমাবেশে নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লাক্সনের উপস্থিতিতে ভাষণ দিতে গিয়ে মোদি বলেন, ১৪০ কোটি ভারতবাসীর শুভেচ্ছা নিয়ে তিনি নিউজিল্যান্ডে এসেছেন। একই সঙ্গে গত ৪০ বছরের মধ্যে প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিউজিল্যান্ড সফরের সুযোগ পাওয়াকে তিনি নিজের সৌভাগ্য বলে উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ভারত-নিউজিল্যান্ড সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে স্মৃতি, বন্ধুত্ব, মূল্যবোধ এবং অঙ্গীকার। এই সম্পর্ককে সবচেয়ে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে নিউজিল্যান্ডের একটি ঐতিহ্যবাহী শব্দ 'ওয়াকা'। এটি শুধু একটি নৌকা নয়, এটি আমাদের যৌথ যাত্রা ও পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতীক। আজ এই 'ওয়াকা' নতুন যাত্রা শুরু করছে। আমাদের সামনে সম্ভাবনার বিশাল সমুদ্র, আর অনুকূল বাতাস ও ঢেউ আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে।"

তিনি বলেন, এই যাত্রা সফল হবে বলে তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। "মোদি বলে নয়, আপনাদের প্রত্যেকেই এই যাত্রার প্রকৃত চালক," বলে প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশে মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর বক্তব্যের সময় সভাস্থল 'মোদি, মোদি' এবং 'ভারত মাতা কি জয়' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে।

নিউজিল্যান্ডের বিভিন্ন শহরে বসবাসকারী ভারতীয়দের ভূয়সী প্রশংসা করে মোদি বলেন, "অকল্যান্ড থেকে ওয়েলিংটন, ক্রাইস্টচার্চ থেকে কুইন্সটাউন নিউজিল্যান্ডের প্রতিটি প্রান্তে বসবাসকারী ভারতীয় সম্প্রদায় আমাদের এই যৌথ যাত্রার গুরুত্বপূর্ণ অংশ।"

তিনি নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লাক্সন, সে দেশের সরকারের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি লেবার পার্টির উপস্থিত সদস্যদেরও ধন্যবাদ জানান। তাঁর মতে, এটি ভারত-নিউজিল্যান্ড সম্পর্কের প্রতি দুই দেশের রাজনৈতিক মহলের সর্বদলীয় সমর্থনের প্রতিফলন এবং কিউই-ভারতীয় সম্প্রদায়ের অবদানের স্বীকৃতি। এর আগে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে ভারতীয় ☛৫ এর পাতায় দেখুন

জঙ্গলে নাবালিকার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১১ জুলাই ।। ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরের ইরানি থানার অন্তর্গত হিরাছড়া এডিসি ভিলেজ এলাকায় এক নাবালিকার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। শনিবার সকালে জঙ্গলের ভেতর থেকে ১৬ বছর বয়সী দশম শ্রেণির ছাত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মৃত নাবালিকা পূর্ব ইরানি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। শুক্রবার সকালে স্কুলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হলেও সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়ি ফিরে না আসায় পরিবারের পক্ষ থেকে ইরানি থানায় একটি ☛৫ এর পাতায় দেখুন

ভিয়েতনামে ভারতীয় পর্যটকবাহী স্পিডবোট উল্টে মৃত্যু অন্তত ১৫

হ্যানয়, ১১ জুলাই (আইএএনএস) ।। ভিয়েতনামের ফু কুয়ক দ্বীপের কাছে ভারতীয় পর্যটকদের নিয়ে যাওয়া একটি স্পিডবোট উল্টে যাওয়ার ঘটনায় অন্তত ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে জানানো হয়েছে। এছাড়া ২১ জনকে উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ভারতের দূতাবাস জানিয়েছে, দুর্ঘটনার সঠিক কারণ এবং হতাহতদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য এখনও জানা যায়নি। স্থানীয় প্রশাসন জোরকদমে তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।

হ্যানয়ে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস এক্স-এ এক পোস্টে জানিয়েছে, কয়েক ঘণ্টা আগে ফু কুয়ক দ্বীপের কাছে ভারতীয় পর্যটকদের বহনকারী একটি নৌযান দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উদ্ধার অভিযান চলায় ঘটনার বিস্তারিত তথ্য এখনও সংগ্রহ করা হচ্ছে।

দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সহায়তা এবং তথ্য দেওয়ার জন্য হো চি মিন সিটিতে ভারতের কনস্যুলেট জেনারেলে একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। ☛৫ এর পাতায় দেখুন

জলাবদ্ধতা ও বন্যার ঝুঁকি প্রবণ এলাকা চিহ্নিত করে উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই ।। আগরতলার টিআইএফটি"র ওয়াররুমে আজ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সভাপতিত্বে বর্ষাকালীন দুর্যোগ মোকাবিলা, রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলা এবং আগরতলা শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনে এক উচ্চ পর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে রাজ্যের সার্বিক দুর্যোগ মোকাবিলা ব্যবস্থার প্রস্তুতি, বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা, সম্ভাব্য বন্যা পরিস্থিতিতে করণীয় এবং আগরতলা শহরকে স্থায়ীভাবে জলাবদ্ধতামুক্ত করার লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সভার শুরুতে নগরউন্নয়ন দপ্তরের সচিব মিলিন্দ রামটেকে আগরতলা শহরের বন্যা ও জলাবদ্ধতা পরিস্থিতি, বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা, নিকাশি ব্যবস্থা, নদী-খাল, পাম্পিং স্টেশন প্রস্তাবিত উন্নয়নমূলক উদ্যোগ এবং বর্ষাকালীন দুর্যোগ মোকাবিলায় গৃহীত প্রস্তুতি সম্পর্কে তুলে ধরেন। এরপর বিভিন্ন দপ্তরের সচিব ও উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ সংশ্লিষ্ট ☛৫ এর পাতায় দেখুন

বরখাস্ত হওয়া আমলারা বিরোধীদের সরকারি তথ্য দিচ্ছেন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই ।। চাকুরী থেকে বরখাস্ত হওয়া আমলা বিরোধীদের সরকারি তথ্য পাচার করছেন। ওই তথ্যের ভিত্তিতে বিরোধীরা সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়েছেন। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বরখাস্ত ওই আমলাদের দিকে আঙুল তুললেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ☛৫ এর পাতায় দেখুন

২০ বছরেও সংস্কারহীন রাস্তা, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই ।। চড়িলাম ব্লকের চেছুড়িমাই গ্রাম পঞ্চায়েতের বালুয়াছড়ি এলাকার দীর্ঘদিনের বেহাল রাস্তা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। শনিবার সকালে রাস্তার দুরবস্থার কথা তুলে ধরে দ্রুত সংস্কারের দাবি জানান তারা।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, প্রায় ২০ বছর ধরে রাস্তাটির কোনো সংস্কার হয়নি। বিশেষ করে বর্ষাকালে কাদা ও জল জমে চলাচল প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে অনেককে জুতো হাতে নিয়ে রাস্তা পার হতে হয়। বাজারে যাওয়া থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজকর্মেও চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন স্থানীয়রা।

বাসিন্দাদের দাবি, রাস্তার বেহাল অবস্থার কারণে আত্মীয়-স্বজনদেরও এলাকায় আসতে অনীহা দেখা দিয়েছে। নিমন্ত্রণ করলেও অনেকেই শুধুমাত্র রাস্তার দুরবস্থার কথা ভেবে আসতে চান না। এতে সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠান আয়োজনেও সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রতিটি নির্বাচনের আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা রাস্তা সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিলেও ভোট শেষ হওয়ার পর সেই প্রতিশ্রুতি আর বাস্তবায়িত হয় না। ফলে বছরের পর বছর ধরে দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

এলাকাবাসী অবিলম্বে রাস্তাটি সংস্কারের দাবি জানিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, দ্রুত কাজ শুরু না হলে তারা বৃহত্তর গণআন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন। দীর্ঘদিনের এই সমস্যা সমাধানে প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দ্রুত হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন তারা।

বন্যায় মনু নদীর বাঁধে ভাঙন

আতঙ্ক, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মেরামতের কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১১ জুলাই ।। ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তের জিরো পয়েন্টে লাটিয়াপুড়া গ্রামের কাছে মনু নদীর পাড়ের বাঁধে ভাঙন শুরু হওয়ায় এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত কয়েকদিনের প্রবল বৃষ্টিতে মনু নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। শনিবার ভোরের পর নদীর জলস্তর কিছুটা স্বাভাবিক হতে শুরু করলেও সীমান্তবর্তী এলাকায় মনু নদীর পাড়ের বাঁধ দুর্বল হয়ে ভাঙতে শুরু করে। খবর ছড়িয়ে পড়তেই কৈলাসহর মহকুমাজুড়ে উদ্বেগ তৈরি হয়।

পরিস্থিতির খবর পেয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছান ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক মেঘা জৈন, দুই অতিরিক্ত জেলাশাসক, কৈলাসহরের মহকুমাশাসক, তিনজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ঊনকোটি জেলার গভর্নমেন্ট প্লিডার সন্দীপ দেবরায়, বন্যা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, অতিরিক্ত মহকুমাশাসকসহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা।

বিএসএফের পক্ষ থেকে স্থানীয় প্রশাসনকে বাঁধের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করা হয়। এরপর প্রশাসনিক আধিকারিকরা সীমান্তবর্তী এলাকায় গিয়ে পরিস্থিতি পরিদর্শন করেন। সঙ্গে সঙ্গেই বন্যা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে জরুরি ভিত্তিতে বাঁধ শক্তিশালী করার জন্য মাটি ফেলার কাজ শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

তবে কাজ শুরু করতে গিয়েও নতুন সমস্যার মুখে পড়তে হয় প্রশাসনকে। বাঁধের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হওয়ায় ভারী যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ফলে মাটি নিয়ে যাওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া কেটে রাস্তা তৈরি করার প্রয়োজন হয়। দিল্লির অনুমতি ছাড়া সীমান্তের বেড়া কাটার অনুমতি না থাকায় বিষয়টি উচ্চ পর্যায়ে জানানো হয়। পরে অনুমতি পাওয়ার পর কাঁটাতার কেটে মাটি ফেলার কাজ শুরু করা হয়। ☛৫ এর পাতায় দেখুন

টমটম ও জিপ চালকের মধ্যে সংঘর্ষে রাধানগর-মোহনপুরে যান চলাচল বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই ।। টমটম চালক ও জিপ গাড়ি চালকদের মধ্যে সংঘর্ষের জেরে রাধানগর-মোহনপুর সড়কে যান চলাচল বন্ধ করে দিলেন গাড়ির চালকরা। শনিবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ওই সড়কসহ রাধানগর-খোয়াই-কমলপুর সড়কেও যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে।

জিপ গাড়ির এক চালকের অভিযোগ, তিনি রাধানগর থেকে যাত্রী নিয়ে মোহনপুরের উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় কামালঘাট ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় কয়েকজন টমটম চালক তার গাড়ি আটক করে মারধর করেন। শুধু তাকেই নয়, একইভাবে আরও কয়েকজন যান চালকের ওপর হামলা চালানো হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

এই ঘটনার প্রতিবাদে কমান্ডার গাড়ির চালকরা রাস্তায় নেমে যান চলাচল বন্ধের সিদ্ধান্ত নেন। তাদের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে বাস গাড়ির চালকরাও শনিবার থেকে যান চলাচল বন্ধ করে দেন। চালকদের দাবি, এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তারা যান চলাচল ☛৫ এর পাতায় দেখুন

ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ

পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রকাশের দাবি প্রদেশ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই ।। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর একাধিকবার বিনিয়োগকারীদের ত্রিপুরায় আনা হয়েছে এবং বিভিন্ন সময়ে বিজনেস কনক্লেভের আয়োজন করা হয়েছে। কিন্তু সেইসব উদ্যোগের বাস্তব ফলাফল সম্পর্কে সরকার এখনও পর্যন্ত কোনো বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেনি। সমস্ত তথ্য রাজ্যবাসীর সামনে তুলে ধরা উচিত। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই দাবি জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী, এসসি ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান নিরঞ্জন দাস এবং যুব কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি নীলকমল সাহা। প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, দেশের অর্থনীতি বর্তমানে গভীর সংকটের মধ্যে রয়েছে এবং বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রিপোর্টেও তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, এই পরিস্থিতিতেও সরকার "ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ"-এর মতো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করছে, অথচ বাস্তবে শিল্প ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি।

তিনি বলেন, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর একাধিকবার বিনিয়োগকারীদের ত্রিপুরায় আনা হয়েছে এবং বিভিন্ন সময়ে বিজনেস কনক্লেভের আয়োজন করা হয়েছে। কিন্তু সেইসব উদ্যোগের বাস্তব ফলাফল সম্পর্কে সরকার এখনও পর্যন্ত কোনো বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেনি। তাঁর প্রশ্ন, ওইসব সম্মেলনের মাধ্যমে কত শিল্প স্থাপিত হয়েছে, কত টাকা বিনিয়োগ এসেছে এবং কতজনের কর্মসংস্থান হয়েছেসেসব তথ্য রাজ্যবাসীর সামনে তুলে ধরা উচিত। ☛৫ এর পাতায় দেখুন

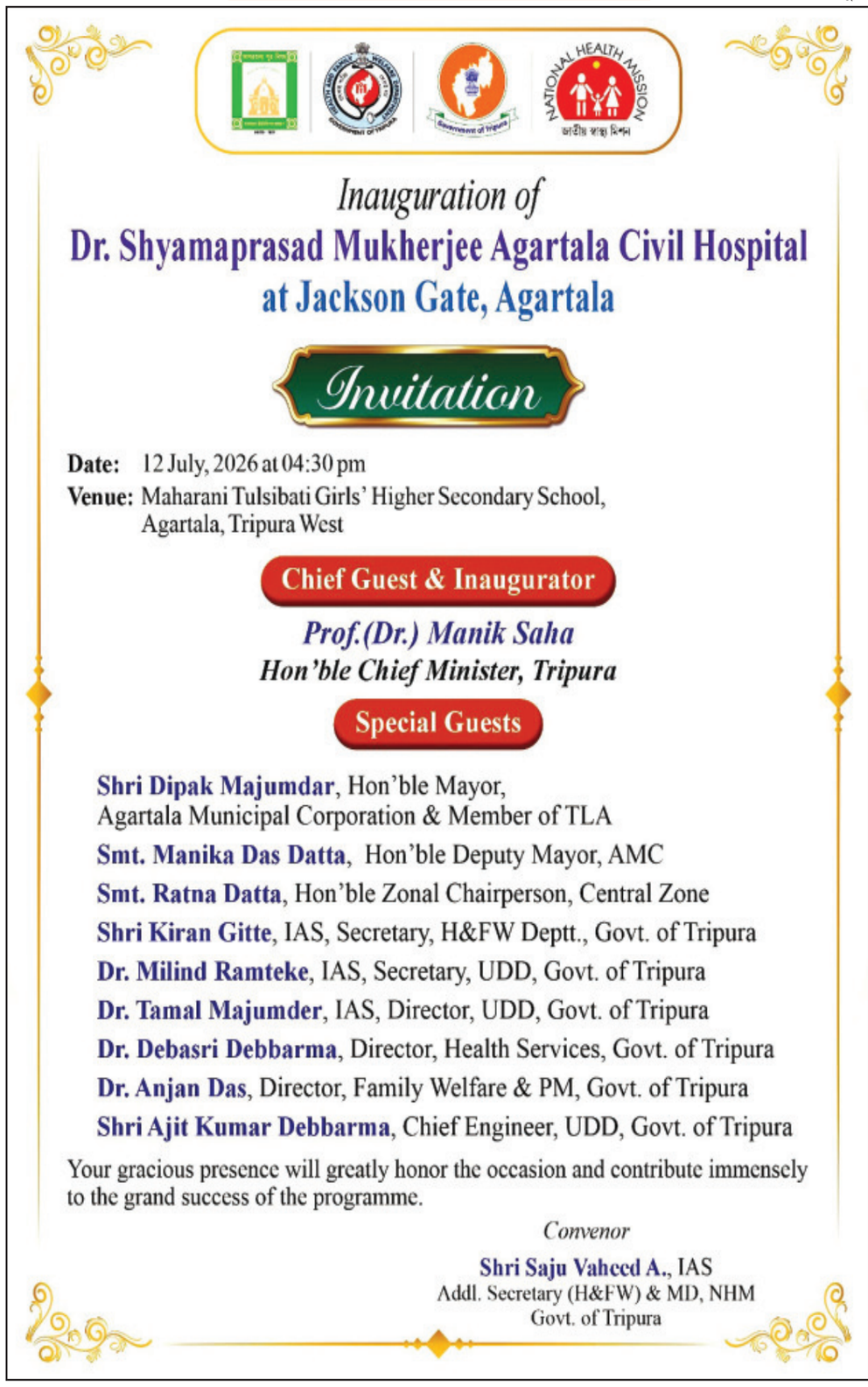

জাগরণ
আগরতলা ১২ জুলাই, ২০২৬ ইং
২৭ আষাঢ়, রবিবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

চোরাচালান বাড়িতেছে

ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চল সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান নতুন খবর নয়। ইদানিং সীমান্ত এলাকায় দিনদুপুরে চারাচালান কারবার, দেখিলে তাজ্জব হইয়া যাইতে হয়। প্রতিদিন লরি করিয়া ডাল, লবন, গরু ও অন্যানা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ওপারে বাংলাদেশে চলিয়া যাইতেছে, ওপার থেকে আসিতেছে বিদেশি দ্রব্য, মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল, বিএসএফ বা সীমান্তে কোনও নজরদারির অস্তিত্ব আছে বলিয়াই মনেই হয় না। ফলে সীমান্ত এলাকাগুলিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পাইতেছে, বাড়িতেছে অপরাধ প্রবণতাও। সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে বেকার যুবকরা এই অপরাধ জগতের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। সামাল দেওয়া কঠিন হইয়া পড়িবে। অথচ রাজ্য সরকার কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছে না।ত্রিপুরা ও বাংলাদেশে সীমান্ত এলাকার সমস্যার সমাধানে কিছু বাস্তব অসুবিধাও রহিয়াছে। দু"পারের মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতি এক, একই রকমের মানুষ বাস করিয়া সীমান্তের দুপারে। ফলে সীমান্ত পার হইলেই চোরাচালানকারীদের চেনা ও ধরা দুইই শক্ত। সীমানা পার হইলেই নিত্য প্রয়োজনীয় বহু জিনিসের দাম উল্লেখযোগ্য ভাবে বেশি। ফলে এপারের একদল অসাধু ব্যবসায়ী চক্র গড়িয়া উঠিয়াছে, অধিক মুনাফা লাভের আশায় বিভিন্ন দ্রব্য পাচার করিয়া দিতেছে। ওপারে বাংলাদেশে, যেখানে গ্রামের মাঝ দিয়া সীমান্ত রেখা, যেখানে নদী বা খালকে সীমানা করিয়া দেশ বিভাগ হইয়াছে, সেখানে মূল্যস্তরের বৈষম্য থাকিলেও চোরাকারবার রোখা মুশকিল, নৈতিক অবক্ষয় ও দেশাত্মবোধের অভাবে এই বাস্তব পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটিতেছে। এই চোরা পথ দিয়াই বাড়িতেছে অনুপ্রবেশ, ওপারের সামাজিক, অর্থনৈতিক বিপর্যস্ত অবস্থায় বাঁচিবার তাগিদে পাড়ি জমাইতেছে ওপারের বহু পরিবার গড়িয়া উঠিয়াছে নতুন করিয়া কলোনি, যাহার অধিকাংশ অধিবাসী ওপার থেকে আসা, আসিলে বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে টুকরো করিয়া ধর্মমত ভিত্তিক দেশ বিভাগই এর জন্য দায়ী বলিয়া মনে করিতেছেন পর্যবেক্ষক মহল, প্রতিবেশি বাংলাদেশ বা রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশে বৈষম্য থাকিলে এর থেকে স্থায়ী ভাবে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। কাঁটা তারের বেড়াও ঠেকাইতে পারিবে না। তাছাড়া নজরদাররাও যখন টাকায় বশ, তখন এসব বন্ধ হওয়াও অলীক কল্পনা মাত্র। ক্রমবর্ধমান চোরাকারবারের সঙ্গে সামগ্রিক ভাবে সীমান্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে গরু চুরি, ডাকাতি ও খুন, সামগ্নিক ভাবে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিও ভাঙিয়া পড়িয়াছে, তাই সর্বত্র কেবলমাত্র প্রশাসনিক কঠোরতা দিয়া এই বিষবৃক্ষের মুলোৎপাটন সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর সীমান্তে অপরাধীদের রাজত্ব ও প্রায় পাল্টা প্রশাসন গঠনে তেমন উদ্বিগ্ন নয়। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অপরাধ জনিত ঘটনা, অনুপ্রবেশ শুধু ত্রিপুরা সহ উত্তরপূর্বাঞ্চলের স্থিরতাকেই নয়, পূর্বাঞ্চলের প্রতিবেশি রাজ্য ঝাড়খণ্ড, বিহারেও সামাজিক সংঘাত তীব্র করিয়াছে।চোরাকারবারীদের দাপটে আগামী দিনের রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করিবে উত্তর পূর্বঞ্চলের রাজ্যগুলিতে। এই অস্থিরতা থেকে জন্ম নিয়াছে দীর্ঘস্থায়ী উগ্রপন্থা। নাগা উগ্রপন্থীদের মতো আজ অসম, ত্রিপুরা, মণিপুর, মিজোরাম উগ্রপন্থী সমস্যায় জর্জরিত, উগ্রপন্থার পদধ্বনি শোনা যাইতেছে অরুণাচল প্রদেশ ও মেঘালয়েও। জাতি সংঘাত সাম্প্রদায়িক বিভাজন, অনুপ্রবেশ ও সীমান্তে চোরাকারবার অসম, ত্রিপুরা, মেঘালয়ের অর্থনীতিকে বিপাকে ফেলিয়া দিতেছে।উত্তর পূর্বের সমস্ত উগ্রপন্থীদের মদত দিচ্ছে চিন ও পাকিস্তান, পাকিস্তানী গুপ্তচর চক্র আইএসআই অপারেট করিতেছে বাংলাদেশ, নেপাল, মায়ানমার থেকে। মায়ানমার সীমান্ত দিয়া মণিপুরে ঢুকিতেছে নেশার দ্রব্য অস্ত্র। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর বিস্তারিত তথ্য জানিয়েও চুপচাপ, মণিপুরের মোরেতে চোরাকারবার বিদেশি অস্ত্র আমদানির সীমান্তে চোরাচালান আজ দেশের সামনে এক স্থায়ী রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার সংকট তৈরি করিয়াছে, যাহার ভয়াবহতা দিন দিন বাড়িতেছে বলিয়াই মনে করিতেছেন পর্যবক্ষেক মহল।ত্রিপুরাসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সাম্প্রতিক সময়ে চোরাচালান ও অবৈধ অনুপ্রবেশের ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ২০২৫ এবং ২০২৬ সালের শুরু পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর রাজনৈতিক অস্থিরতা এই পরিস্থিতির পেছনে মূল কারণ হিসেবে কাজ করিতেছে।

সাম্প্রতিক প্রধান চোরাচালান আইটেম বর্তমানে ত্রিপুরা এবং পার্শবর্তী রাজ্যগুলোতে প্রধানত তিন ধরনের চোরাচালান সবচেয়ে বেশি দেখা যাইতেছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চল এখন 'নিউ গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল' (ভারত-বাংলাদেশ-মিয়ানমার করিডোর) হিসেবে পরিচিতি পাইতেছে। বিশেষ করিয়া ইয়াবা ট্যাবলেট, হেরোইন এবং ব্রাউন সুগার মিয়ানমার থেকে মনিপুর ও মিজোরাম হইয়া ত্রিপুরায় প্রবেশ করিতেছে।ত্রিপুরার ৮৫৬ কিমি দীর্ঘ সীমান্তের অনেক জায়গায় এখনো কাঁটাতারের বেড়া নাই, বিশেষ করিয়া নদী ও পাহাড়ি এলাকায় সীমান্তএলাকায় অপরাধ বাড়িয়া যাওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের সন্দেহজনক কার্যকলাপ সম্পর্কে পুলিশ বা বিএসএফ-কে দ্রুত অবহিত করিবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে।

শতবর্ষে মহাশ্বেতা দেবী
ব্রাত্যজনের স্বর ও বিপন্ন সময়ের দর্পণ..

সুনীল মাইতি
(সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক)

শতবর্ষের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কোনো লেখক কতটা প্রাসঙ্গিক; সে বিচার কেবল তাঁর সাহিত্য কীর্তির খতিয়ান দিয়ে হয় না; বরং বিচার্য হয় বর্তমান সময়ের সংকটগুলি উন্মোচনে তাঁর দর্শন কতটা পথ দেখাতে পারছে। ২০১৬ সালের ২৮শে জুলাই মহাশ্বেতা দেবী যখন ইহলোক ত্যাগ করেন; তখন তিনি রেখে গিয়েছিলেন এক সুদীর্ঘ লড়াইয়ের ইতিহাস। আর আজ; ২০২৬ সালে তাঁর জন্মশতবর্ষে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত রুঢ় এক সত্যের মুখোমুখি হতে হয়মহাশ্বেতা দেবী আজ শুধু প্রাসঙ্গিক নন; বোধহয় তাঁর নিজের সময়ের চেয়েও আজ বেশি অপরিহার্য।

যে 'উন্নয়ন' ও 'বিশ্বায়ন'-এর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন কলম এবং লাঠি দুই-ই ধরেছিলেন; আজ তার নখদন্ত আরও বেশি ধারালো। প্রান্তিক মানুষের উচ্ছেদ; কর্পোরেট পুঁজিপতিদের জল -জঙ্গল-জমিনের দখলদারি এবং ক্ষমতার অলিন্দে ব্রাত্যজনের কণ্ঠরোধের যে নকশা তিনি তাঁর সাহিত্যে এঁকে ছিলেন; আজকের ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্ব যেন তারই এক সম্প্রসারিত রঙ্গমঞ্চ। মহাশ্বেতা দেবী কোনো ড্রয়িং রুমের শৌখিন সাহিত্যিক ছিলেন না; তিনি ছিলেন ধূলো-কাদা- রক্তের লেখিকা। তাই শতবর্ষ তাঁর মূল্যায়ন কোনো চর্বিতচর্বন স্তুতি নয়; বরং একবিংশ শতাব্দীর বিপন্নতার প্রেক্ষাপটে তাঁর অম্লান উপযোগীতারই পুনঃপাঠ।

মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ইতিহাসের পুনঃনির্মাণ এবং প্রান্তিক মানুষের ইতিহাসের কেন্দ্রে নিয়ে আসা। 'হাজার চুরাশির মা' (১৯৭৪)উপন্যাসে নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে এক মায়ের আত্মানুসন্ধানের মধ্য দিয়ে তিনি দেখিয়েছিলেন কিভাবে রাষ্ট্রযন্ত্র তার নিজের সন্তানদের গ্রাস করে। সুজাতার সেই আর্তনাদ আজ ২০২৬ সালেও কাশ্মীর থেকে ছত্রিশগড়; কিংবা মণিপুরের কোনো কোণায় সমানভাবে প্রতিধ্বনিত হয়।

আবার অন্য পিঠে; 'অরণ্যের অধিকার' (১৯৭৭) উপন্যাসে বিরসা মুন্ডার উলগুলানের ইতিহাসকে যেভাবে তিনি পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন; তা কেবল ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধিতা ছিল না। তা ছিল জল; জঙ্গল আর জমির উপর আদিবাসীদের চিরন্তন অধিকারের দলিল। আজ যখন ছত্রিশগড়ের হাসদেও অরণ্য কর্পোরেটে স্বার্থে কেটে সাফ করা হয়; কিংবা নিয়মগিরি পাহাড়ে খনি মাফিয়ার দাপট বাড়ে; তখন বিরসা মুন্ডা কিংবা চন্ডী বাস্কেদের লড়াই আর কাল্পনিক থাকে না। মহাশ্বেতা দেখিয়েছিলেন; তা এক বহমান নদী; যেখানে শোষিতের সংগ্রাম কখনো ফুরিয়ে যায় না।

আজকের পৃথিবীতে 'ইকো -ফেমিনিজম' বা 'পরিবেশ-নৃতত্ব' নিয়ে অ্যাকাডেমিক স্তরে প্রভূত চর্চা হয়। মহাশ্বেতা দেবী কোনো তাত্ত্বিক বুলি না আউড়েই সত্তরের দশক থেকেই এই লড়াই লড়েছেন। তার 'স্তন্যদায়িনী' 'দ্রৌপদী' বা 'শিকার' (যার উপর ভিত্তি করে মৃণাল সেনের 'মৃগয়া' চলচ্চিত্র)- এর মতো গল্পগুলিতে প্রকৃতি এবং নারী শরীরকে একই সমান্তরালে রেখে শোষণের রূপরেখা স্পষ্ট করা হয়েছে।

মহাশ্বেতার উপন্যাসে অরণ্য কেবল গাছপালার সমষ্টি নয়; তা আদিবাসী জনজীবনের সংস্কৃতি ও বেঁচে থাকার ফুসফুস। বর্তমান সময়ে বিশ্বজুড়ে জলবায়ু উদ্বাস্তু (Climate RefugeeS) এবং উন্নয়নজনিত উচ্ছেদের সমস্যা তৈরি হয়েছে; মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'ক্ষুধা' 'জল' বা 'অপারেশন'? বসাই টুডু' উপন্যাসে বহু আগেই তার পূর্বাভাস দিয়েছিলেন।

লিলিপুটদের দেশে তিনি ছিলেন এক দানবীয় সততার নাম। খেড়িয়া শবর; লোধা সম্প্রদায়কে যেভাবে তিনি 'ক্রিমিনাল ট্রাইবস' বা অপরাধ প্রবণ জনজাতির তকমা থেকে মুক্ত করবার জন্য আইনি ও সামাজিক লড়াই লড়েছিলেন; তা আজ 'দলিত ও আদিবাসী' অধিকার আন্দোলনের প্রধান চালিকাশক্তি। মহাশ্বেতা দেবীর গদ্য ছিল একপ্রকার সুশীলতার পরিপন্থী। তিনি ভদ্রলোকীয় বাংলা ভাষার মোড়ক ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর ভাষায় ছিল রাঢ় বাংলার রুক্ষ মাটি; সাঁওতাল- মুন্ডা শবরদের কথ্য ভাষা; আমলাতান্ত্রিক পরিভাষা ও তীব্র শ্লেষের এক অভূতপূর্ব মিশ্রণ।

"আমি কোনোদিন কল্পনা দিয়ে লিখি না। আমার লেখার উপাদান সংগ্রহ হয় মানুষের জীবন থেকে; তাঁদের লড়াই থেকে।' ——মহাশ্বেতা দেবী

এই যে মাটির কাছাকাছি থাকা; তথাকথিত এলিট সাহিত্যিকসুলভ দূরত্ব বজায় না রাখা এটাই মহাশ্বেতাকে অনন্য করে তুলেছে। আজ যখন সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় এক ধরনের কর্পোরেট মোলায়েম ভাব বা 'পলিটিক্যাল কারেক্ট নেস' - এর বাড়বাড়ন্ত; তখন মহাশ্বেতার সেই খসখসে; ধারালো এবং আপসহীন ভাষা আমাদের মেরুদন্ড সোজা করতে শেখায়। তিনি আমাদের মনে করিয়ে দেন যে; সাহিত্যের কাজ পাঠককে কেবল আরাম দেওয়া নয়; তাকে অস্বস্তিতে ফেলা; তাকে প্রশ্ন করতে বাধ্য করা।

মহাশ্বেতা দেবীর 'দ্রৌপদী' (দোপদি মেঝেন) গল্পটির প্রাসঙ্গিকতা স্তব্ধ করে দেওয়ার মতো। রাষ্ট্রীয় ও পুরুষতান্ত্রিক হিংসার শিকার দোপদি যখন সমস্ত বস্ত্রহীন লাঞ্ছনা ছুঁড়ে ফেলে খোদ সেনা নায়কের সামনে নগ্ন দেহে বুক চিতিয়ে দাঁড়ায় এবং বলে "খুন করতে পারিস; কিন্তু কাপোড় পরাবি কি করে?"-- তখন তা কেবল একটি গল্পের ক্লাইম্যাক্স থাকেনা। তা হয়ে উঠে বিশ্বজুড়ে নির্যাতিত নারীদের প্রতিরোধের আন্তর্জাতিক প্রতীক।

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যখন আমরা হাথরাস; আরজি কর কিংবা মণিপুরের নারীদের ওপর হওয়া প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক হিংসার নৃসংসতা দেখি;তখন দোপদি মেঝেনের সেই উলঙ্গ প্রতিরোধ ক্ষমতার ভিত কাঁপিয়ে দেওয়ার মন্ত্র হয়ে দেখা দেয়। মহাশ্বেতা দেবীর নারী চরিত্ররা কখনোই 'ভিকটিম'বা অসহায় শিকার হয়ে থেকে যায়নি; তারা শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠেছে 'সারভাইভার'ও 'রেজিস্টেন্সের' -এর প্রতীক।

মহাশ্বেতা দেবী বেঁচে থাকলে আজ তাঁর বয়স হতো একশো বছর। কিন্তু জন্মশতবর্ষের এই লগ্নে এসে কোনো স্মারক বক্তৃতা; মালা চন্দন বা অ্যাকাডেমিক সেমিনারের চত্বরে তাঁকে বন্দী করে রাখা যাবে না। কারণ তিনি নিজেই ছিলেন প্রাতিষ্ঠানিক বৃত্তির বাইরে এক মুক্ত হাওয়া।

আজকের ক্ষয়িষ্ণু গণতান্ত্রিক আবহে; যেখানে বুদ্ধিজীবীদের একাংশ ক্ষমতার চাটুকারিতায় মগ্ন কিংবা ভয়ে নীরব; সেখানে মহাশ্বেতা দেবীর অনুপস্থিতি এক মহাশূন্যতার জন্ম দেয়। কিন্তু তাঁর রেখে যাওয়া সাহিত্য ও জীবন দর্শনই সেই শূন্যতা পূরণের হাতিয়ার। শতবর্ষে মহাশ্বেতা দেবীর প্রকৃত প্রাসঙ্গিকতা এখানেই তিনি আমাদের শেখান কিভাবে ক্ষমতার চোখের দিকে চোখ রেখে সত্যিটা বলতে হয়। 'বোরো' ধানের ফলন বাড়ার দিনেও যে 'ভাত' না পাওয়া কোটি কোটি ক্ষুধার্ত মানুষ ট্রেনের লাইনের ধারে; কয়লাখনির অন্ধকারে বা অরণ্যের গভীরে ধুঁকছে; তাদের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার মহাশ্বেতা দেবীকে আমাদের রোজ পড়া দরকার। তিনি কোনো অতীত নন; তিনি বর্তমান এবং আগামী দিনের সমস্ত লড়াইয়ের এক অপরিহার্য সহযোদ্ধা।

তমলুক; পূর্ব মেদিনীপুর
মোবাইল নাম্বার-
৬২৯৫৫৩৩১০৭

সবুজ হারালে সভ্যতা বাঁচবে কি?

উজ্জ্বলকুমার দত্ত

মানুষের ইতিহাসে ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি এক অদ্ভুত আকর্ষণ বরাবরই কাজ করেছে। বহু শতাব্দী আগে নস্ত্রাদামুস তাঁর ভবিষ্যৎবাণী দিয়ে যেমন বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছিলেন, তেমনই আজকের দিনে আমরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতে চাই বিজ্ঞানের নির্ভুল বিশ্লেষণের মাধ্যমে। পার্থক্য শুধু এই- একসময় ভবিষ্যৎ ছিল কল্পনা ও বিশ্বাসের বিষয়, আর আজ তা নির্ভর করছে তথ্য, পরিসংখ্যান এবং কঠোর গবেষণার উপর।

এই প্রেক্ষাপটে নাসা ও জাপানের তোহো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক গবেষণা আমাদের সামনে এক দীর্ঘমেয়াদি কিন্তু গভীর উদ্বেগের বিষয় তুলে ধরেছে। গবেষণাটি বলছে, আগামী এক বিলিয়ন বছরের মধ্যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল থেকে অক্সিজেন ই সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। সময়টা নিঃসন্দেহে সুদূর ভবিষ্যতের মানবসভ্যতার দৈনন্দিন চিন্তার ও বাইরে। কিন্তু এই দূরের ভবিষ্যতের আড়ালেই লুকিয়ে আছে এক ভয়ংকর নিকটবর্তী সংকট।

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কাজ করা আন্তর্জাতিক এন সংস্থা আইপিসিসি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা যদি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ও রাখতে হয়, তাহলে আমাদের হাতে সময় ২০৩০ দ্রুত সাল পর্যন্ত। অর্থাৎ, এখন থেকে গোনা যায় মাত্র বা কয়েকটা বছর। এই বছরগুলির মধ্যেই নির্ধারিত হবে- পৃথিবী তার ভারসাম্য ধরে রাখতে পারবে কি কনা, নাকি আমরা এক অপ্রতিরোধ্য উষ্ণতার দিকে এগিয়ে যাব। এই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আজ গোটা পৃথিবী। কিন্তু এই প্রশ্নের জবাব খোঁজার ক্ষেত্রে এর রাজস্থান এক ভিন্ন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে- রাস্তায় রে নেমে, প্রতিবাদের মাধ্যমে।

২০২৪ সালের ১৮ জুলাই থেকে "প্রকৃতি বাঁচাও" রে আন্দোলনের সূচনা হয়। প্রথমে স্থানীয় স্তরে শুরু খ, হলেও খুব দ্রুত তা বৃহত্তর জনআন্দোলনের রূপ নেয়। আটটি জেলায় "বনধ" ডাকা হয়। সাধারণ মানুষ, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র- সবাই একত্রিত হন। ২০২৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি বিকানেরে প্রায় দেড় ন। লক্ষ মানুষের সমাবেশ এই আন্দোলনের শক্তিকে য়ে নতুন মাত্রা দেয়। হাজার-হাজার নারী কলশ নিয়ে পথে নামেন যেন এই মিছিল শুধুমাত্র প্রতিবাদ নয়, জীবনেরই এক গভীর প্রতীক বহন করছে।

এই আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল "ওরণ"-রাজস্থানের এক বিশেষ ধরনের প্রাচীন কমিউনিটি সংরক্ষিত বনভূমি। "ওরণ" কেবল গাছ পালার সমষ্টি নয়; এটি স্থানীয় মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক ঐতিহ্য এবং পরিবেশ-সংরক্ষণের এক অনন্য এর মেলবন্ধন। বহু শতাব্দী ধরে গ্রামবাসীরা এই ওরণকে পবিত্র মনে করে, এখানে গাছ কাটা তো দূরের কথা, ই কোনও প্রকার ক্ষতিও করা নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হয়। এই বনভূমিই স্থানীয় জীববৈচিত্র্যের আশ্রয়স্থল, এর পশুখাদ্যের ভান্ডার এবং মরুভূমির কঠিন ই আবহাওয়ার বিরুদ্ধে এক প্রাকৃতিক ঢাল। অর্থাৎ, ওরণ মানে শুধু বন নয়- এটি মানুষের জীবন, ল্প সংস্কৃতি ও প্রকৃতির সহাবস্থানের এক জীবন্ত প্রতীক। এরপর আসে ১১ দিনের আমরণ অনশন-ন যেখানে মানুষ নিজেদের শরীরকে বাজি রেখে দাবি বং জানায়। শেষপর্যন্ত সরকার বাধ্য হয় লিখিত নির্দেশ দিতে- ওরণ ও গোচর অঞ্চলে আর একটি গাছও কাটা যাবে না। একইসঙ্গে আইন আনার প্রতিশ্রুতিও নর দেওয়া হয়। সেই মুহূর্তে এটি নিঃসন্দেহে একটি বড় সাফল্য- জনতার জয় এবং এক অর্থে বা বিজ্ঞানেরও জয়।

কিন্তু বাস্তবের ছবি এত সহজ, এত সবল নয়। সময় পেরিয়েছে- একটি নয়, একাধিক মাস- তবু টে সেই প্রতিশ্রুত আইনের বাস্তব রূপ দেখা যায়নি আর কোথাও। কাগজে লেখা নির্দেশ যেন ফাইলের অন্ধকারেই আটকে আছে। আর ঠিক সেই সময়েই মাটির স্তরে অন্য এক নির্মম সত্য মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

গত কয়েক দিনের মধ্যেই বিকানের জেলার একাধিক এলাকায় সোলার প্ল্যান্ট নির্মাণের নামে নির্বিচারে কেটে ফেলা হয়েছে ৪০০ থেকে ৫০০ খেজড়ি গাছ। অথচ এই খেজড়ি কেবল একটি গাছ নয়- এটি মরুভূমির প্রাণস্পন্দন। শুষ্ক থর অঞ্চলে যেখানে জল অপ্রতুল, সেখানে খেজড়ি তার গভীর শিকড় দিয়ে মাটির নীচের আর্দতা ধরে রাখে, মাটিকে উর্বর করে তোলে। এর পাতা পশুখাদ্য হিসেবে অমূল্য, ডালপালা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়, আর ছায়া দেয় মানুষ ও প্রাণীকে প্রখর রৌদ্রের হাত থেকে। আরও বড় কথা, এই গাছ বাতাস থেকে কার্বন শোষণ করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে, মাটির ক্ষয় রোধ করে এবং মরুভূমিতে এক ধরনের ক্ষুদ্র বাস্তুতন্ত্র তৈরি করে, যেখানে পাখি, কীটপতঙ্গ ও অন্যান্য জীবনের সহাবস্থান সম্ভব হয়। অর্থাৎ, একটি খেজড়ি গাছ কাটা মানে কেবল একটি গাছ হারানো নয়-একটি সম্পূর্ণ জীবন্ত পরিবেশব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেওয়া। সেই কারণেই বহু প্রজন্ম ধরে এই গাছকে মরুভূমির "কল্পবৃক্ষ" বলা হয়ে এসেছে। সেই গাছগুলোই মুহূর্তের মধ্যে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। যেন ইতিহাসের দীর্ঘ শ্বাস এক ঝটকায় থেমে যাচ্ছে। খেজড়ি গাছ এই অঞ্চলের পরিবেশের অন্যতম স্তম্ভ। বিজ্ঞান বলছে, সূর্য প্রতি ১১ কোটি বছরে প্রায় এক শতাংশ করে বেশি উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। এই ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রার বিরুদ্ধে লড়াই করার অন্যতম প্রাকৃতিক উপায় হলো গাছপালা ও তৃণভূমি সংরক্ষণ করা। কিন্তু বাস্তবে আমরা উল্টো পথেই হাঁটছি গাছ কেটে নিজেদের সুরক্ষার ঢাল নিজেরাই ধ্বংস করছি। গত কয়েক বছরে দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের নামে লক্ষ লক্ষ গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। এই প্রবণতা শুধুমাত্র

পরিবেশের জন্য নয়, মানবসভ্যতার ভবিষ্যতের জন্যও বিপজ্জনক। তবুও উন্নয়নের নামে এই ধারা অব্যাহত রয়েছে। প্রশ্ন উঠছে- উন্নয়ন কি এইভাবেই হতে হবে? এর কি কোনও বিকল্প নেই? আন্তর্জাতিক স্তরে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা চলছে। জার্মানিতে "এগ্রিভোল্টেক্স" মডেল একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। এই পদ্ধতিতে সোলার প্যানেল মাটি থেকে প্রায় চার মিটার উঁচুতে বসানো হয়, যাতে নিচে গাছপালা ও ঘাস বেঁচে থাকতে পারে। ফলে একই সঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং পরিবেশ রক্ষা সম্ভব হয়। এমনকি গবেষণায় দেখা গেছে, প্যানেল ঠান্ডা থাকলে বিদ্যুৎ উৎপাদনও প্রায় ৬ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ভারতের ক্ষেত্রেও বিকল্প পথ রয়েছে। নবায়নযোগ্য শক্তি মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, রাজস্থানে এখনও প্রায় ২ লক্ষ হেক্টর প্রকৃত অনাবাদি জমি রয়েছে। সেই জমিতে সোলার প্ল্যান্ট বসানো সম্ভব। তাহলে কেন পরিবেশগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ওরণ অঞ্চলে এই প্রকল্পগুলি স্থাপন করা হচ্ছে- এই প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট নয়।

আইনগত দিক থেকেও বিষয়টি পরিষ্কার। ২০২১ সালের ২৬ জুলাই ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল নির্দেশ দিয়েছে যে ওরণ-গোচর অঞ্চলে অনারণ্য কার্যকলাপ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এই নির্দেশ লঙ্ঘন করলে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইন ১৯৭২ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনের আওতায় কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। তবুও বাস্তবে সেই আইনের প্রয়োগ খুব একটা দেখা যাচ্ছে না। এই প্রেক্ষাপটে প্রতিটি জেলায় নজরদারি কমিটি গঠন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। স্থানীয় স্তরে নজরদারি থাকলে গাছ কাটার মতো ঘটনা সহজে ধরা পড়বে এবং তার বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে। এই লড়াই অবশ্য নতুন নয়। ১৭৩০ সালে খেজড়লি গ্রামে অমৃতাদেবী বিষ্ণোই গাছ বাঁচাতে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। তাঁর সেই ঐতিহাসিক উক্তি- "মাথা কেটে গেলেও গাছ বাঁচুক"- আজও পরিবেশ রক্ষার লড়াইয়ে অনুপ্রেরণা জোগায়। বর্তমান সময়ে আমরা সেই ধরনের আত্মত্যাগ চাইছি না। আমরা চাই, আইন মানা হোক, বিজ্ঞানকে সম্মান দেওয়া হোক এবং উন্নয়নের পথে পরিবেশকে অগ্রাধিকার দেওয়া হোক। কারণ সময় খুব সীমিত। আইপিসিসি-র সতর্কবার্তার পর আমাদের হাতে আর মাত্র কয়েক বছর রয়েছে। এই সময়ের মধ্যেই যদি আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নিই, তবে ভবিষ্যতে তার ফল ভয়াবহ হতে পারে।

নাসার গবেষণা হয়তো এক বিলিয়ন বছরের হত ভবিষ্যতের কথা বলছে, কিন্তু আমাদের সামনে যে সাম সংকট, তা অনেকটাই বর্তমানের। সেই সংকট কেউ মোকাবিলার দায়িত্বও আমাদেরই। শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটা ছা খুবই সহজ- আমরা কি শুধু সূর্য্যের আলো থেকে বিদ্যুৎ চাই, নাকি সেই আলোয় বেঁচে থাকার অধিকারও চাই?

"প্রকৃতি বাঁচাও" আন্দোলন এই প্রশ্নটিকেই সামনে এনে দিয়েছে। এটি কোনও রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অস্তিত্বের প্রশ্ন। ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে বিকানেরের মুকামে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্মেলনে প্রায় ৭০০ জন পরিবেশবিদ- নেপাল-সহ চারটি দেশের প্রতিনিধি একসঙ্গে মত প্রকাশ করেন যে, শিল্প বিপ্লবের পর যে ধ্বংসের পথ শুরু হয়েছে, তার কোনও সহজ বা শর্টকাট সমাধান নেই। এই কথাগুলো আমাদের হঠাৎ এক নির্মম আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় যেখানে আমরা নিজেদেরই মুখোমুখি হই। উন্নয়ন যে প্রয়োজন, তা অস্বীকার করার কোনও অবকাশ নেই; মানুষ ভি এগোবে, তার জীবনযাত্রা বদলাবে, নতুন পথ খুলবে- এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই উন্নয়ন যদি নিজের ভিতকেই ধ্বংস করতে শুরু করে, যদি প্রকৃতির বুক চিরে নিজেরই ভবিষ্যৎকে বিপন্ন করে তোলে, তবে তাকে আর অগ্রগতি বলা যায় না- তা হয়ে ওঠে আত্মবিনাশের অন্য নাম।

এই কারণেই আজ প্রয়োজন স্পষ্ট ও দৃঢ় সিদ্ধান্তের। আইন তৈরি করাই যথেষ্ট নয়, সেই আইনকে জীবন্ত করে তুলতে হবে- মাঠে, মাটিতে, বাস্তবের প্রতিটি স্তরে। উন্নয়নের ধারণাকেও নতুন করে ভাবতে হবে- যেখানে অর্থনীতি আর পরিবেশ পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং সহযাত্রী। এমন এক পথ খুঁজে নিতে হবে, যেখানে আলো জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গে ছায়াকেও বাঁচিয়ে রাখা যায়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

পিএফ ট্রাস্টের জন্য 'অ্যামনেস্টি স্কিম-২০২৬' নিয়মিতকরণের আবেদন জানাতে ইপিএফওর আহ্বান

আগরতলা, ১১ জুলাই: কর্মচারী ভবিষ্যনিধি সংস্থা (ইপিএফও) স্বীকৃত প্রভিডেন্ট ফান্ড (পিএফ) ট্রাস্ট পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য কেন্দ্র সরকারের ঘোষিত 'অ্যামনেস্টি স্কিম-২০২৬'-এ আবেদন জানানোর আহ্বান জানিয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে আয়কর আইন, ১৯৬১ অনুযায়ী স্বীকৃত হলেও কর্মচারী ভবিষ্যনিধি ও বিবিধ বিধান আইন, ১৯৫২-এর ধারা ১৭ অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক অব্যাহতি না থাকা প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের অবস্থান নিয়মিত করার জন্য ছয় মাসের বিশেষ সুযোগ দেওয়া হয়েছে।ইপিএফও জানিয়েছে, ফাইন্যান্স অ্যাক্ট, ২০২৬-এর মাধ্যমে স্বীকৃত প্রভিডেন্ট ফান্ড সংক্রান্ত আয়কর কাঠামোকে ইপিএফ আইনের বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়েছে। ফলে ভবিষ্যতে শুধুমাত্র ধারা ১৭ অনুযায়ী অব্যাহতি প্রাপ্ত ট্রাস্টগুলিই আয়কর আইনের অধীনে স্বীকৃতি পাবে। এই অ্যামনেস্টি স্কিমের আওতায় যোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে পূর্ববর্তী সময় থেকে অব্যাহতির সুবিধা দেওয়া হবে।এই প্রকল্পটি ২০২৬ সালের ২৯ জুন থেকে কার্যকর হয়েছে এবং বিজ্ঞপ্তি জারির দিন থেকে ছয় মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।স্কিমটি মূলত দুই ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য। প্রথমত, যেসব প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই অব্যাহতি-বিহীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিয়ম মেনে চলা শুরু করেছে বা ভবিষ্যতে সেইভাবে পরিচালিত হতে চায়। দ্বিতীয়ত, যেসব প্রতিষ্ঠান অতীতের ট্রাস্টকে নিয়মিত করে ভবিষ্যতেও অব্যাহতি প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত হতে আগ্রহী।এই স্কিমের আওতায় ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অব্যাহতির স্বীকৃতি প্রদান, কর্মীসংখ্যা ও তহবিলের ন্যূনতম আকার সংক্রান্ত শর্তে ছাড়, তিন বছরের পূর্ববর্তী কমপ্লায়েন্সের শর্ত শিথিলকরণ এবং নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ সাপেক্ষে বকেয়া, ক্ষতিপূরণ ও সুদ সংক্রান্ত বিচারাধীন মামলার অবসানের মতো গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা দেওয়া হবে। অতীতে চূড়ান্ত হওয়া সংশ্লিষ্ট আদেশও বাতিল বলে গণ্য হতে পারে, যদি সদস্যদের হিসাবে আইন অনুযায়ী বা তার চেয়ে বেশি হারে জমা ও সুদ প্রদান করা হয়ে থাকে।যোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশে নির্ধারিত আবেদন জমা দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ইপিএফও কার্যালয়ে ই-মেলের মাধ্যমে আবেদন পাঠানো যাবে। এছাড়াও স্কিমে অংশগ্রহণের আগ্রহ জানিয়ে rc.exemption@epfindia.gov.in ই-মেল ঠিকানায় বার্তা পাঠানো যাবে। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব জমা দিতে হবে এবং ইপিএফ কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দিলে তিন মাসের মধ্যে বিশেষ বা কমপ্লায়েন্স অডিট সম্পন্ন করতে হবে।ইপিএফও জানিয়েছে, স্কিম সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড স্কিম ২০২৬ এর সংযোজনীর পার্ট-সি, গেজেট বিজ্ঞপ্তি জি.এস.আর ৫২৫(ই) তারিখ ২৯ জুন ২০২৬ এবং ইপিএফওর নির্ধারিত নির্দেশিকা ও প্রক্রিয়ায় পাওয়া যাবে। আবেদন গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ইপিএফও কার্যালয়।

ত্রিপুরা হকার্স ইউনিয়নের নির্বাচন ১৪ জুলাই : চূড়ান্ত তালিকায় ২০ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। আগামী ১৪ জুলাই, মঙ্গলবার আগরতলার হকার্স কর্নারে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ত্রিপুরা হকার্স ইউনিয়নের ২০২৬ সালের নির্বাচন। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এদিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলবে। সুষ্ঠুভাবে ভোট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য ভোটারদের অবশ্যই সাথে করে নিজেদের বৈধ পরিচয়পত্র হিসেবে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড অথবা ড্রাইভিং লাইসেন্সের মধ্যে যেকোনো একটি আনতে হবে। এবারের নির্বাচনে মোট ২০ জন প্রার্থী তাদের ভাগ্য নির্ধারণের লড়াইয়ে নেমেছেন, যাদের মধ্যে অভিষেক পাল, আশিস দত্ত, বিপ্লব সাহা, দীপক বনিক, দুলাল দেব, গোপাল চন্দ্র দেবনাথ, জগদীশ চন্দ্র সাহা, ঝুমন ধর, কাজল চন্দ্র লোধ, নন্দন কুমার সাহা, রাজেশ সাহা, রাজীব সাহা, রাকেশ চন্দ্র পাল, রীনা পাল, সমীর সাহা, শেখর সাহা, শিশু রঞ্জন পাল, সুবীর বনিক, সুনীল দেবনাথ এবং উৎপল দত্ত রয়েছেন। উল্লেখযোগ্য যে, এই নির্বাচনে ভোটদানের জন্য মোট ৩৭১ জন বৈধ ভোটারের তালিকা ইতোমধ্যে চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। নির্বাচন প্রক্রিয়া সুশৃঙ্খল রাখতে নির্বাচন আধিকারিক সুপ্রভাত দেবনাথের পক্ষ থেকে কঠোর নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার আধঘণ্টা পর গণনা শুরু হবে। পরিবেশ শান্ত রাখতে ভোটকেন্দ্রে মাইক বা শব্দবর্ধক যন্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। স্বচ্ছতা বজায় রাখতে অন্তর্বর্তীকালীন কোনো ফলাফল ঘোষণা না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং গণনা কেন্দ্রে কেবলমাত্র ২০ জন প্রার্থী ও অ্যাডহক কমিটির সদস্যরা প্রবেশ করতে পারবেন। নির্বাচন পরিচালনায় নির্বাচন আধিকারিকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ: ১ লক্ষ ২১ হাজার ৩০৩ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব

আগরতলা, ১১ জুলাই: দু''দিনব্যাপী ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ ২০২৬ আয়োজনে ব্যাপক সাফল্য এসেছে। অংশগ্রহণকারী বিনিয়োগকারীগণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করে ৩৪২টির বেশি সমঝোতাপত্র এবং বিনিয়োগের অভিপ্রায়পত্রে স্বাক্ষর করেছেন। প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী রাজ্যে প্রায় ১ লক্ষ ২১ হাজার ৩০৩ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে। রাজ্য ও বহি:রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রায় ২ হাজার বিনিয়োগকারী এবং ১ হাজার ২০০ এর বেশি বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি এই কনক্লেভে অংশ নেন।শিল্প দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গতকাল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বিদেশী রাষ্ট্রদূত ও কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তিনি ত্রিপুরায় বিনিয়োগের জন্য তাদের আহ্বান জানান।এরপর কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ, তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা, পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়, সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা, উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মণ বিনিয়োগকারীগণের সঙ্গে বৈঠক করেন। মন্ত্রিসভার সদস্যগণ ত্রিপুরায় বিনিয়োগ করতে তাদের প্রতি আহ্বান জানান।শিল্প দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে টিএসিসিএল ১৮,১০০ কোটি টাকা, ট্রেডা ১২,৯৮০ কোটি টাকা, পর্যটন ক্ষেত্রে ১২,৩০৩ কোটি টাকা, পরিবহণ ক্ষেত্রে ৩,০৫৬ কোটি টাকা, শিক্ষাক্ষেত্রে ৫৬৮ কোটি টাকা, উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে ৩০০০ কোটি টাকা, কৃষি ও উদ্যানপালন ক্ষেত্রে ১,৬৭৫ কোটি টাকা, মৎস্য ক্ষেত্রে ২২৮ কোটি টাকা, প্রাণীসম্পদ উন্নয়নে ২,৬৫০ কোটি টাকা, বাঁশ-রাবার ও আগর ক্ষেত্রে ১,৭০০ কোটি টাকা, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ৪০০০ কোটি টাকা, তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ১৩,২৪৮ কোটি টাকা এবং শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে ৩০০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে।এই কনক্লেভে বিভিন্ন ক্ষেত্রে একাধিক শীর্ষস্থানীয় সংস্থা অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে রয়েছে গুগল, সেলসফোর্স, আরভি (জিন্দাল গ্রুপ), পাওয়ার ফাইন্যান্স কর্পোরেশন, আম্বুজা নিওটিয়া, এটিআরআই গ্রুপ, জিআইজেড (জার্মানি), সিএসআরডি এন্টারপ্রাইজ, ম্যাকলেক, এনএলসি ইন্ডিয়া, ইসিএস রিয়েলটি প্রাইভেট লিমিটেড, সুমনদীপ বিদ্যাপীঠ, এনডিআর ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড, জে কে আরবান গার্ডেন, স্মার্ট গ্রিন অ্যাকুয়াকালচার, ভুটোরিয়া লজিস্টিকস, অঞ্জলি এক্সপোর্টস, এভি বায়োটেকস, আইওসিএল প্রভৃতি।এই কনক্লেভে বাংলাদেশ, ফিলিপাইনস, তিমোর লেস্তে, লাও পিডিআর, কাজাখস্তান, চিলি, নেপাল, উজবেকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং জাপান এক্সটার্নাল ট্রেড অর্গানাইজেশন সহ মোট ১০টি দেশের রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার ও তাঁদের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

মহারাষ্ট্র থেকে সরবরাহ কমতেই চেন্নাইয়ে পেঁয়াজের দাম ঊর্ধ্বমুখী, আরও বৃদ্ধির আশঙ্কা ব্যবসায়ীদের

চেন্নাই, ১১ জুলাই (আইএএনএস): মহারাষ্ট্র থেকে বড় পেঁয়াজের সরবরাহ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ায় চেন্নাইয়ে হঠাৎ করেই বেড়েছে পেঁয়াজের দাম। ব্যবসায়ীদের আশঙ্কা, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে সরবরাহ পরিস্থিতির উন্নতি না হলে খুচরা বাজারে পেঁয়াজের দাম আরও বাড়তে পারে।

চেন্নাইয়ের কোয়েম্বেডু পাইকারি বাজারের ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, মহারাষ্ট্রে টানা ভারী বৃষ্টির জেরে পেঁয়াজ চাষ এবং উৎপাদিত ফসল বিভিন্ন রাজ্যে পরিবহণ ব্যাহত হয়েছে। এরই প্রভাব পড়েছে তামিলনাড়ুসহ দেশের বিভিন্ন বাজারে।মহারাষ্ট্র ও কর্নাটক তামিলনাড়ুতে বড় পেঁয়াজের প্রধান সরবরাহকারী রাজ্য। সাধারণত নাসিক, পুনে ও সোলাপুরের মতো উৎপাদন কেন্দ্রগুলি থেকে প্রতিদিন কোয়েম্বেডু বাজারে ৬০ থেকে ৬৫টি ট্রাক পেঁয়াজ আসে। বর্তমানে সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৩০ থেকে ৩৫টি ট্রাকে। ফলে বাজারে সরবরাহের ঘাটতি তৈরি হয়েছে এবং পাইকারি দাম দ্রুত বেড়েছে।

ব্যবসায়ীদের দাবি, গত কয়েক দিনে পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজের দাম প্রায় ১০ টাকা বেড়েছে। কোয়েম্বেডু স্মল হোলসেল ট্রেডার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এম. মুথুকুমার জানান, কয়েক দিন আগেও পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি বড় পেঁয়াজ ২০ থেকে ২৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছিল, যা এখন বেড়ে ৩০ থেকে ৩৫ টাকায় পৌঁছেছে। এলাকার ভিত্তিতে এবং বিক্রেতাদের লাভের পরিমাণ অনুযায়ী খুচরা বাজারে দাম আরও কিছুটা বেশি।ব্যবসায়ীদের মতে, মহারাষ্ট্রে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে সরবরাহ স্বাভাবিক না হলে বাজারে অস্থিরতা আরও বাড়তে পারে। তাঁদের আশঙ্কা, আগামী দিনে পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজের দাম ৫০ থেকে ৬০ টাকা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, যার প্রভাব খুচরা বাজারেও পড়বে।

বাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বৃষ্টির সময় এ ধরনের ওঠানামা অস্বাভাবিক নয়। টানা বৃষ্টির ফলে ফসল তোলা ব্যাহত হয়, মাঠের ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং উৎপাদন কেন্দ্রগুলি থেকে পরিবহণেও সমস্যা দেখা দেয়। তবে আবহাওয়ার উন্নতি হলে এবং নতুন করে পর্যাপ্ত সরবরাহ শুরু হলে দাম আবার স্থিতিশীল হবে বলেই আশা করছেন ব্যবসায়ীরা।অন্যদিকে, পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকায় টমেটোর দাম এখনও তুলনামূলকভাবে কম রয়েছে। দেশি টমেটো প্রতি কেজি ১০ থেকে ২০ টাকা এবং হাইব্রিড টমেটো ৩০ থেকে ৫০ টাকার মধ্যে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য অধিকাংশ সবজির দামে তেমন কোনও পরিবর্তন হয়নি বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। তবে পেঁয়াজের সরবরাহ সংকট দীর্ঘস্থায়ী হলে আগামী কয়েক সপ্তাহে সাধারণ ক্রেতাদের ওপর এর প্রভাব আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে।

মেয়াদোত্তীর্ণ স্যালাইন প্রয়োগের অভিযোগ, মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের ৫ মেডিক্যাল অফিসারকে শোকজ

কলকাতা, ১১ জুলাই (আইএএনএস): গুরুতর হৃদরোগে আক্রান্ত এক রোগীকে মেয়াদোত্তীর্ণ স্যালাইন দেওয়ার অভিযোগে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে কর্মরত পাঁচ জন মেডিক্যাল অফিসারকে শোকজ নোটিস পাঠিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য দফতর। প্রাথমিক তদন্তে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ উঠতেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে।স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, যাঁদের শোকজ করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হাসপাতালের অতিরিক্ত সুপার, সহকারী সুপার, স্টোর ইন-চার্জ, সিস্টার-ইন-চার্জ এবং এক মহিলা নার্সিং অফিসার।জানা গিয়েছে, পশ্চিম মেদিনীপুরের মেদিনীপুর শহরের বিদ্যাসাগর পল্লির বাসিন্দা প্রবীণ মহিলা মানসী দে-কে গত ৫ জুলাই সকালে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকদের পরীক্ষায় তাঁর হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি ধরা পড়ে। এরপর তাঁকে পর্যবেক্ষণে রেখে স্যালাইন দেওয়া হয়।রোগীর ছেলে অভিযোগ করেন, ৫ জুলাই বিকেল থেকেই তাঁর মা বুকে জ্বালাপোড়ার কথা বলতে শুরু করেন। পরে হাসপাতালের কয়েকজন স্বাস্থ্যকর্মীর নজরে আসে যে রোগীকে যে স্যালাইন দেওয়া হয়েছে, তার মেয়াদ চলতি বছরের মার্চ মাসেই শেষ হয়ে গিয়েছিল।বিষয়টি স্বাস্থ্য দফতরের নজরে আসতেই সেদিনই পাঁচ সদস্যের একটি মেডিক্যাল অফিসারদের দল মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। ওই দল হাসপাতালের সুপার ও অধ্যক্ষের সঙ্গে বৈঠক করে ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত শুরু করে এবং পরে তাদের তদন্ত-রিপোর্ট স্বাস্থ্য দফতরের কাছে জমা দেয়।সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য দফতর সংশ্লিষ্ট পাঁচ মেডিক্যাল অফিসারের বিরুদ্ধে গুরুতর কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে শোকজ নোটিস জারি করেছে।উল্লেখ্য, ২০২৫ সালেও মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে প্রসূতি মায়েদের মেয়াদোত্তীর্ণ স্যালাইন দেওয়ার অভিযোগ ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। ফের একই ধরনের অভিযোগ সামনে আসায় বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত তদন্ত ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ করেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর।

ডিএমকে-এআইএডিএমকে জোটের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না: মন্তব্য টিটিভি দিনাকরণের

চেন্নাই, ১১ জুলাই (আইএএনএস): তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে নতুন জল্পনার সৃষ্টি করে আম্মা মাক্কাল মুন্নেত্রা কাঝাগম (এএমএমকে)-এর সাধারণ সম্পাদক টিটিভি দিনাকরণ বলেছেন, ভবিষ্যতে ডিএমকে এবং এআইএডিএমকের মধ্যে রাজনৈতিক জোট হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাঁর দাবি, রাজনীতিতে জোট আদর্শের চেয়ে পরিস্থিতির উপরই বেশি নির্ভর করে।

শনিবার মাদুরাইয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিনাকরণ বলেন, রাজনৈতিক জোটের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মানদণ্ড প্রয়োগ করা উচিত নয়।

সম্প্রতি বিদুথালাই চিরুথাইগাল কাচ্চি (ভিসিকে)-র সভাপতি থোল থিরুমাভালাভান মন্তব্য করেছিলেন, বিজেপির মোকাবিলায় ডিএমকে এবং তামিলাগা ভেট্রি কাঝাগম (টিভিকে)-র একই জোটে থাকা প্রয়োজন। সেই মন্তব্যের প্রেক্ষিতেই দিনাকরণ এই প্রতিক্রিয়া জানান।

তিনি বলেন, দেশের রাজনীতিতে বহুবার দেখা গেছে যে, নির্বাচনের সময় প্রতিদ্বন্দ্বী থাকা দলগুলিও বৃহত্তর রাজনৈতিক স্বার্থে পরে একসঙ্গে এসেছে। তাই ডিএমকে ও এআইএডিএমকের মধ্যে সমঝোতার সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণভাবে নাকচ করার কোনও যুক্তি নেই।

দিনাকরণের বক্তব্য, নির্বাচনের সময় বিরোধিতা করা দলগুলির সমর্থন নিয়ে যদি সরকার গঠন করা গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে কোনও রাজনৈতিক জোট নিয়েও আপত্তি থাকার কথা নয়।

বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, তামিলনাড়ুতে ডিএমকে-এআইএডিএমকে জোট নিয়ে যে আলোচনা চলছে, তা অমূলক নয়। কারণ, রাজনীতিতে পরিস্থিতি অনুযায়ী সমীকরণ বদলানো অস্বাভাবিক ঘটনা নয়।

তিনি আরও প্রশ্ন তোলেন, ডিএমকে জোটের অংশ থাকা দলগুলির সমর্থন নিয়ে যদি ভবিষ্যতে টিভিকে সরকার গঠন করতে পারে, তাহলে ডিএমকে এবং এআইএডিএমকে একসঙ্গে এলে আপত্তি কোথায়?

নিজের বক্তব্যের সমর্থনে দিনাকরণ তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক ইতিহাসের উদাহরণও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সি. এন. আন্নাদুরাই এবং প্রবীণ রাষ্ট্রনায়ক সি. রাজাগোপালাচারী মতাদর্শগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একসময় রাজনৈতিক সমঝোতায় এসেছিলেন।

দিনাকরণের মতে, তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক ইতিহাসই প্রমাণ করে যে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে একসময়ের মতাদর্শগত প্রতিদ্বন্দ্বীরাও এক মঞ্চে আসতে পারেন।

তিনি আরও বলেন, নির্বাচনী রাজনীতিতে স্থায়ী বন্ধু বা শত্রু বলে কিছু নেই। পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রয়োজন এবং জনসমর্থনের ভিত্তিতেই জোটের রূপরেখা নির্ধারিত হয়।দিনাকরণ বলেন, ভবিষ্যতে ডিএমকে এবং এআইএডিএমকে যদি একই রাজনৈতিক মঞ্চে আসে, তাতে অস্বাভাবিক কিছু থাকবে না। পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি যে কোনও দলকে একত্রিত করতে পারে।

কৃষকদের ঐক্যের জয়, ঋণ মকুব প্রকল্পের শর্ত প্রত্যাহারে মহারাষ্ট্র সরকার: দাবি রোহিত পাওয়ারের

মুম্বই, ১১ জুলাই (আইএএনএস): মহারাষ্ট্র সরকারের পুণ্যশ্লোক অহল্যাদেবী হোলকার ঋণ মকুব প্রকল্প-এর বিতর্কিত শর্ত প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তকে কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের বড় জয় বলে দাবি করলেন এনসিপি (শরদচন্দ্র পাওয়ার) বিধায়ক রোহিত পাওয়ার। শনিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, কৃষক, বিভিন্ন সংগঠন এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলেই সরকার এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে।

রোহিত পাওয়ার জানান, গত ২ জুন রাজ্য সরকার ৩৬,৫৮৫ কোটি টাকার ঋণ মকুব প্রকল্প ঘোষণা করেছিল, যার মাধ্যমে প্রায় ৫৬ লক্ষ কৃষক উপকৃত হওয়ার কথা ছিল। তবে তাঁর অভিযোগ, প্রকল্পটির সঙ্গে এমন কিছু জটিল ও কঠোর শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছিল, যার ফলে ৩৫ লক্ষেরও বেশি কৃষক এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় ছিলেন।

তিনি বলেন, সবচেয়ে বেশি বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল দুটি শর্তকে ঘিরে। প্রথমত, ২০১৯ সালের ঋণ মকুব প্রকল্পের সুবিধাভোগী কৃষকদের জন্য সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ছাড়ের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল। রোহিত পাওয়ারের মতে, সার, বীজ, শ্রমিকের মজুরি ও পরিবহণ ব্যয়ের লাগামছাড়া বৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কথা বিবেচনা করলে এই শর্ত অত্যন্ত অন্যায্য ছিল।

দ্বিতীয়ত, প্রণোদনা ভর্তুকি পাওয়ার জন্য প্রথমে ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪ এবং ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের মধ্যে অন্তত দু''বছর সময়মতো ফসল ঋণ শোধ করার শর্ত ছিল। পরে সরকার আরও একটি শর্ত যুক্ত করে, যেখানে ২০২৫-২৬ এবং ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের ঋণও পরিশোধ করতে হবে বলে উল্লেখ করা হয়। রোহিত পাওয়ারের দাবি, এর ফলে কার্যত চার বছরের ঋণ শোধ না করলে কৃষকেরা প্রণোদনা থেকে বঞ্চিত হতেন।

তিনি জানান, এই শর্তের প্রতিবাদে ১২ থেকে ১৪ জুন পাঁধরপুরে কৃষক ও আন্দোলনকারীরা অনশন শুরু করেন। পরে মন্ত্রী গিরিশ মহাজনের আশ্বাসে সেই অনশন সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করা হলেও প্রতিশ্রুত পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি বলে অভিযোগ।

এরপর ২৯ জুন ছত্রপতি সম্ভাজিনগরে হাজার হাজার কৃষক এলগার মর্চা-য় অংশ নেন।

রোহিত পাওয়ার বলেন, ১ জুলাই তিনি এবং কৃষক প্রতিনিধিরা মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের সঙ্গে বৈঠক করে তথ্য-প্রমাণসহ তুলে ধরেন যে, প্রকল্পের শর্তগুলি কৃষকদের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।তিনি আরও জানান, ৩ এবং ৮ জুলাই ঋণ মকুব কমিটির প্রধান প্রবীণ সিং পরদেশীর সঙ্গে বৈঠকের উদ্যোগ নেওয়া হলেও, ৮ জুলাই নির্ধারিত আলোচনায় কৃষক নেতা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকলেও সরকারি আধিকারিকরা আসেননি বলে তিনি অভিযোগ করেন। এরপর বিষয়টি বিধানসভায় বারবার উত্থাপন করা হয়।

রোহিত পাওয়ারের দাবি, শেষ পর্যন্ত এই চাপের মুখে মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ বিধানসভায় ঘোষণা করেন যে, ঋণ মকুব প্রকল্পের বিতর্কিত শর্তগুলি প্রত্যাহার করা হয়েছে।

সাংবাদিক বৈঠকের শেষে রোহিত পাওয়ার আন্দোলনে অংশ নেওয়া কৃষক, বিভিন্ন সংগঠন, রাজনৈতিক প্রতিনিধি, সংবাদমাধ্যম এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ধন্যবাদ জানান। তাঁর কথায়, আজ রাজ্যের হাজার হাজার কৃষকের দাবি সফল হয়েছে। এটি কৃষকদের ঐক্যের জয়।

শিমলার সঞ্জৌলি কলেজের কাছে ভয়াবহ ধস, ঝুঁকির মুখে একাধিক বাড়ি

শিমলা, ১১ জুলাই (আইএএনএস): হিমাচল প্রদেশের রাজধানী শিমলার সঞ্জৌলি কলেজ সংলগ্ন বোথওয়েল এলাকায় শনিবার ভোরে একটি বড় ধরনের ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে এবং অন্তত তিন থেকে চারটি বাড়ি গুরুতর ঝুঁকির মুখে পড়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার ভোর প্রায় ৪টা নাগাদ অধিকাংশ মানুষ যখন ঘুমিয়ে ছিলেন, তখন সঞ্জৌলি কলেজমুখী রাস্তার নীচের একটি রিটেনিং ওয়াল (ধারণ প্রাচীর) ধসে পড়ে। এর ফলে বিপুল পরিমাণ মাটি ও ধ্বংসাবশেষ নিচের ঢালে গড়িয়ে এসে আবাসিক এলাকায় পৌঁছে যায়। এতে কয়েকটি বাড়িতে যাওয়ার পথও সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

বাসিন্দাদের দাবি, অন্তত তিন থেকে চারটি ভবন এখন অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। তাঁদের আশঙ্কা, দ্রুত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আরও মাটি ধসে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

ভূমিধসের পর আতঙ্কিত বাসিন্দারা ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং বৃষ্টির মধ্যেই দীর্ঘক্ষণ নিরাপদ আশ্রয়ের অপেক্ষায় থাকেন। তাঁদের অভিযোগ, বারবার প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগের পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বাড়ি খালি করার পরামর্শ দেয়। কিন্তু অনেকেরই অন্য কোথাও থাকার ব্যবস্থা না থাকায় তাঁরা চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন।

স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, সকাল থেকেই কাউন্সিলর, বিধায়ক এবং মেয়রের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁদের ফোনের কোনও উত্তর মেলেনি এবং কোনও জনপ্রতিনিধিও ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেননি। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য অবিলম্বে ত্রাণ, নিরাপদ আশ্রয় এবং প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, এলাকায় একটি বেসরকারি নির্মাণ প্রকল্পের জন্য ব্যাপক পাহাড় কাটার অনুমতি দিয়েছিল পুরসভা। তাঁদের দাবি, লাগাতার বৃষ্টিতে ওই খনন করা ঢাল দুর্বল হয়ে পড়ায় শেষ পর্যন্ত এই ভূমিধসের ঘটনা ঘটে। তাই অবিলম্বে নির্মাণকাজ বন্ধ করা এবং গোটা এলাকার বিস্তারিত ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা করার দাবিও তুলেছেন তাঁরা।উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের ২৮ জুন একই এলাকায় একই ধরনের একটি ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছিল। সে সময় বিশাল পাথর ও ধ্বংসাবশেষ বাড়ির উপর ভেঙে পড়ে, যার ফলে কয়েকজন মহিলা ও শিশু আটকে পড়েছিলেন। বর্ষা মৌসুম এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে থাকায় আগামী দিনে আরও ভূমিধসের আশঙ্কায় আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা প্রশাসনের দ্রুত ও কার্যকর হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন।

সন্ত্রাসবাদ দমন, সাইবার নিরাপত্তায় সহযোগিতা আরও জোরদারে সম্মত ভারত-নিউজিল্যান্ড

অকল্যান্ড/নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই (আইএএনএস): সন্ত্রাসবাদ দমন, সাইবার নিরাপত্তা এবং উদীয়মান নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সহযোগিতা আরও গভীর করার অঙ্গীকার করল ভারত ও নিউজিল্যান্ড। শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লাক্সনের বৈঠকের পর প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে।

ভারতের বিদেশ মন্ত্রক (এমইএ)-এর প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা জোরদারে আঞ্চলিক এবং বহুপাক্ষিক মঞ্চে দুই দেশ আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে। পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদ, সাইবার নিরাপত্তা এবং সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা ইস্যুতে নিয়মিত সংলাপ ও সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়েও একমত হয়েছে উভয় দেশ।

দুই প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাসবাদের সব ধরনের রূপ ও প্রকাশের, বিশেষ করে সীমান্ত-পার সন্ত্রাসবাদের, তীব্র নিন্দা করেন। ২০২৫ সালের ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে সংঘটিত জঙ্গি হামলা এবং একই বছরের ১০ নভেম্বর নয়াদিল্লির লালকেল্লার কাছে সন্ত্রাসবাদী হামলারও কড়া নিন্দা জানিয়ে তাঁরা বলেন, এই হামলার জন্য দায়ীদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।

যৌথ বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণের পাশাপাশি সন্ত্রাসে অর্থায়নের নেটওয়ার্ক, নিরাপদ আশ্রয়স্থল এবং অনলাইন-সহ সব ধরনের সন্ত্রাসী অবকাঠামো ধ্বংস করার ওপর জোর দিয়েছেন দুই নেতা। এছাড়া সন্ত্রাসবাদ ও উগ্রপন্থা মোকাবিলায় সহযোগিতা আরও বাড়াতে কাউন্টার-টেররিজম সংক্রান্ত যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ (জেডব্লিউজি) গঠনের জন্য সমঝোতা স্মারক (এমওএ) স্বাক্ষরকে স্বাগত জানানো হয়েছে। এর মাধ্যমে তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে উঠবে।

ভারত ও নিউজিল্যান্ড আন্তঃদেশীয় ও সংগঠিত অপরাধ দমনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির মধ্যে বাস্তবভিত্তিক সহযোগিতা জোরদারের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে। মাদক পাচার, আর্থিক অপরাধ, সাইবার অপরাধ, সন্ত্রাস-সম্পর্কিত অপরাধ, মানব পাচার এবং অবৈধভাবে মানুষ পাচারের মতো অপরাধ মোকাবিলায় দুই দেশের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির মধ্যে দ্রুত আনুষ্ঠানিক সহযোগিতা চুক্তি সম্পন্ন করার লক্ষ্যেও একমত হয়েছেন দুই নেতা।

বৈঠকে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল নিয়েও মতবিনিময় করেন নরেন্দ্র মোদি ও ক্রিস্টোফার লাক্সন। তাঁরা একটি স্বাধীন, উন্মুক্ত, শান্তিপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন, যেখানে সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি সম্মান দেখানো হবে এবং নিয়মভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা বজায় থাকবে।

দুই দেশ সমুদ্রপথে অবাধ চলাচল, আকাশপথ ব্যবহারের স্বাধীনতা এবং আন্তর্জাতিক আইন, বিশেষ করে ১৯৮২ সালের রাষ্ট্রপুঞ্জের সমুদ্র আইন সনদ (ইউএনসিএলওএস) অনুযায়ী বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। পাশাপাশি নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে যৌথভাবে কাজ করার প্রতিশ্রুতিও পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে।

এছাড়া আসিয়ান-নেতৃত্বাধীন বিভিন্ন আঞ্চলিক মঞ্চ, যেমন ইস্ট এশিয়া সামিট, আসিয়ান রিজিওনাল ফোরাম এবং আসিয়ান ডিফেন্স মিনিস্টার্স'' মিটিং প্লাসে সহযোগিতা আরও জোরদারের ওপর গুরুত্ব দেন দুই নেতা। আসিয়ানের কেন্দ্রীয় ভূমিকা এবং 'আসিয়ান আউটলুক অন দ্য ইন্দো-প্যাসিফিক'-এর প্রতিও তাঁরা সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন।

Page 3_5_7- JAGARAN.pmd 2 12-07-2026, 00:40

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

কাঁচা না পাকা, ডায়াবিটিসে কোন ধরনের পেঁপে খাওয়া উচিত?

ডায়াবিটিসের চোখরাঙানি আর বয়স মানছে না। আজকাল কম বয়সিরাও ভুগছে টাইপ-২ ডায়াবিটিস। অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভাস, অলসতা, অত্যধিক মানসিক চাপ এগুলো বাড়াচ্ছে ডায়াবিটিসের ঝুঁকি। আর এই সমস্যায় ভুগলে খাওয়াদাওয়া নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। এমনকী ফল খাওয়ার বিষয়েও সাবধান থাকতে হয়। যেমন পাকা আম খুব বেশি খাওয়া যায় না। তবে পাকা পেঁপে কি খাওয়া যায়? আর কাঁচা পেঁপে, সেটা কি ডায়াবিটিসের রোগীরা খেতে পারবেন? চলুন জেনে নেওয়া যাক। ডায়াবিটিসে কি কাঁচা পেঁপে খাওয়া যায়? কাঁচা পেঁপের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কম। এতে কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট রয়েছে। তাই কাঁচা খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ বেড়ে যাওয়ার কোনও আশঙ্কা নেই। সাধারণত কাঁচা পেঁপেকে সব্জি হিসেবেই গণ্য করা হয়। তাই অন্যান্য সব্জির সঙ্গে কয়েক টুকরো কাঁচা পেঁপে রান্না করে খেলে কোনও ক্ষতি নেই। বরং এই সব্জি সহজপাচ্য। ডাল-তরকারিতে মিশিয়ে খেলে উপকারই পাবেন। কাঁচা পেঁপেতে ভিটামিন সি, ভিটামিন এ ও বিভিন্ন অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে, যা শরীরের অক্সিডেটিভ স্ট্রেস ও প্রদাহ কমাতে সাহায্য করতে পারে। ডায়াবিটিসের রোগীদের এক প্রকার উপকারই হয় কাঁচা পেঁপে খেলে।

পাকা পেঁপে খেলে কি একই উপকার মেলে?

পাকা পেঁপে খাওয়া হয় ফল হিসেবে। স্বাদেও মিষ্টি আর উপকারীও। ফাইবার রয়েছে, কিন্তু পাকা পেঁপের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স ৬০-এর আশপাশে থাকে। তাই কাঁচা পেঁপের মতো একেবারে নিশ্চিন্তে পাকা পেঁপে খাওয়া যায় না। যতই এতে ফাইবার, বিটা-ক্যারোটিন, লাইকোপেনের মতো উপাদান থাকুক, তাও পরিমাণের দিকে নজর দিতেই হবে। যদিও পাকা পেঁপেও ডায়াবিটিসের স্বাস্থ্যের জন্য ভীষণ উপকারী।

ডায়াবিটিসে পাকা পেঁপে খাবেন কী ভাবে?

পাকা পেঁপের জুস না বানিয়ে গোটা ফল হিসেবে খাওয়াই ভালো। দিনে ১ কাপ (প্রায় ১০০—১৫০ গ্রাম) কাটা পাকা পেঁপে খেতে পারেন। তবে শুধু পাকা পেঁপে খেলে অনেক সময়ে রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়তে পারে। তাই প্রোটিন আর স্বাস্থ্যকর ফ্যাটজাতীয় খাবারের সঙ্গে পাকা পেঁপে খেতে পারেন। যেমন দই বা এক মুঠো বাদামের সঙ্গে পাকা পেঁপে মিশিয়ে খাওয়া যায়। এতে ফলের গুণও পাবেন, আবার সুগার লেভেলও বাড়বে না।

তেল ছাড়াই ভাজা যাবে পাঁপড় ম্যাজিক ট্রিক

ডায়েট বা স্বাস্থ্যের কারণে ভাজাভুজি থেকে দূরে থাকা সহজ কথা নয়। বিশেষ করে বিকেলের আড্ডায় মুচমুচে পাঁপড় বা চিপসের লোভ সামলানো সত্যিই কঠিন। কিন্তু তেল ছাড়া যদি এই সমস্ত স্ন্যাকস একদম দোকানের মতো খাস্তা করে ভেজে নেওয়া যায়? শুনতে অবাক লাগলেও সম্প্রতি এমনই এক দারুণ বিকল্প পদ্ধতি দেখিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলেছেন সেলিব্রিটি শেফ পঙ্কজ ভাদুরিয়ার। তেল ছাড়া পাঁপড় ও চিপস 'ভাজার' এই ঘরোয়া টোটকাটি ইতিমধ্যেই নেটপাড়ায় তুমুল ভাইরাল। ইনস্টাগ্রামে তাঁর শেয়ার করা এই ভিডিওটি ইতিমধ্যেই ৭০ লক্ষেরও (৭ মিলিয়ন) বেশি মানুষ দেখে ফেলেছেন।

ভিডিওটি শেয়ার করে ক্যাপশনে শেফ পঙ্কজ লিখেছেন, "আপনারা যারা চিপস বা পাঁপড় খেতে ভালোবাসেন কিন্তু তেলের ভয়ে এড়িয়ে চলেন, তাদের জন্য তেল ছাড়াই এগুলো 'ভাজার' একটি দুর্দান্ত ঘরোয়া টোটকা রইল।"

ভাইরাল হওয়া ওই ভিডিওটিতে দেখা গিয়েছে, এই রন্ধন বিশেষজ্ঞ একটি টেবিলের ওপর কাঁচের বাটিতে বিভিন্ন ধরণের পাঁপড় ও ফ্রাইয়ামস (এক ধরণের চিপস বা পপকর্ন জাতীয় স্ন্যাকস) সাজিয়ে রেখেছেন। সাধারণত এগুলো কড়াইতে ছাঁকা তেলে ভেজে খাওয়া হয়। তবে শেফ তেলের পরিবর্তে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং স্বাস্থ্যকর একটি পদ্ধতি দেখান।

প্রথম ধাপে, তিনি গ্যাস ওভেনে একটি কড়াই বসান। তবে কড়াইতে এক ফোঁটাও তেল না ঢেলে, তিনি তাতে বেশ খানিকটা নুন বা লবণ দিয়ে দেন। পঙ্কজ ভাদুরিয়ার পরামর্শ অনুযায়ী, গ্যাসটি মিডিয়াম ফ্লেমে বা মাঝারি আঁচে রাখতে হবে। এরপর তিনি কড়াইয়ের নুনটিকে বেশ কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে ভালোমতো গরম করে নেন। নুন গরম হতেই তিনি একে একে ফ্রাইয়ামস এবং পাঁপড়গুলো সেই নুনের মধ্যে ছেড়ে দিতে থাকেন। প্রথমে তিনি একটি সাধারণ পাঁপড় গরম নুনের সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে নেন এবং দেখা যায় তেলের মতোই নুনের গরমে পাঁপড়টি সুন্দর ফুলে উঠছে। এরপর তিনি একই পদ্ধতিতে কড়াইয়ের নুনে অন্যান্য চিপস বা ফ্রাইয়ামসগুলো ভেজে তুলে নেন। সবশেষে একটি আলুর পাঁপড়ও একই উপায়ে ভেজে নিয়ে প্লেটে সাজিয়ে পরিবেশন করেন তিনি। স্বাদ ও স্বাস্থ্যের এমন মেলবন্ধন দেখে নেটিজেনরাও শেফের এই রান্নার কৌশলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন।

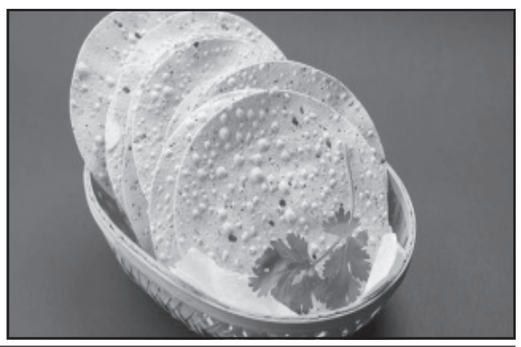

শিকার হো গেয়া !

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

আরে ঐ তো বাঘ দেখা যাচ্ছে, হলুদ ডোরাকাটা দাগ। দূর থেকেই ভালো, কাছে এলেই তো ছবি হয়ে যেতে হবে। আচ্ছা বাঘ কি শুধুই চিড়িয়াখানায় থাকে, বা বনে বাদাড়ে মনের সুখে বিচরণ করতে থাকে। সুন্দরবনের দক্ষিণায়নের সঙ্গে তো মানুষের একপ্রকার নিয়তির লড়াই হয়। বাঘ বন্দির খেলায় মানুষ উন্মুক্ত লীলা খেলায় মেতে ওঠে। পেটের টানে একপ্রকার রুটি রুজির টানে সুন্দরবনের মানুষদের গভীর জঙ্গলে মধু আহরণে যেতে হয়। জলে কুমির ডাঙায় বাঘ, পেট বড় না প্রাণ বড়ও। ষাট ষাট, বালাই ষাট। অগত্যা বাঘের কামড়ের হাত থেকে বাঁচতে বনবিবির শরণাপন্ন হওয়া। জখমের ওপর তন্ত্র মন্ত্র ক্রিয়া শেষে চিকিৎসা বিজ্ঞানের শরণাপন্ন। যদিও ততক্ষণে কেল্লাফতে ! দেওয়ালে ছবি হয়ে গিয়ে, আসছে বছর আবার হবের মতো বাৎসরিক। আচ্ছা বাঘ তো কেবল শিকার পেয়ে গেলেই সন্তুষ্ট থাকে। মূলত, শিকারের লোভেই বাঘ লোকালয়ে এসে কাঁচা রক্ত মাংস নিয়ে যায়। রাতের অন্ধকারে ক্ষুধার্ত বাঘের চোখ যেন শিকারের জন্য জ্বলজ্বল করে উঠে। সাধারণ মানুষও সদা সতর্ক থাকে। কখনো মশাল তো কখনো লাঠি, হাতিয়ার হয়ে ওঠে সাধারণ জনগণের। এক দুর্ধর্ষ মুহূর্ত গড়ে ওঠে শিকারি ও শিকারের এই বাঘ বন্দির খেলায়। প্রাণ ওষ্ঠাগত, সিনেমার ক্লাইম্যাক্সেকে শেষ পর্যন্ত জেতে। যদিও জগৎ সংসারে প্রতিনিয়তই খেলা চলতে থাকে। একটা খেলা শেষ তো নতুন খেলা শুরু। রঙ্গমঞ্চের জীবনে এটাই তো ধ্রুবসত্যি। বাঘের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে কখনো মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয় তো কখনো আবার বাঘ মামা নিজের প্রাণ বাঁচাতে লম্ফ ঝম্প করে। জীবন যুদ্ধে কে শেষ পর্যন্ত জয়ী হয় সিরিয়ালের সাসপেনশনের মতো সেদিকে খেয়াল রাখতেই হয়। জখম মানুষের চিকিৎসা চলে, আহত বাঘ আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। অমরেশ পুরির ভারী গলায়, মোগাম্বো খুশ হুয়ার মতো বাঘ বন্দি হল না মানুষ ছবি হল তা হাজারো প্রশ্ন ! অতঃপর, শিকারি খুদ ইয়া শিকার হো গেয়া !

শ্রাবণ শুরুর আগেই ঘরে আনুন এই ৪টি শুভ জিনিস

লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, শ্রাবণ মাসে নিষ্ঠাভরে দেবাদিদেবের পুজো করলে জীবনের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট দূর হয় এবং সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করা যায়। আর এই কারণেই বহু ভক্ত শ্রাবণ মাস শুরু হওয়ার আগেই কিছু বিশেষ শুভ জিনিস বাড়িতে কিনে আনেন। মনে করা হয়, এই জিনিসগুলি ঘরে রাখলে ভোলেনাথের আশীর্বাদ সর্বদা বজায় থাকে

শিবভক্তদের জন্য বছরের সবচেয়ে প্রিয় এবং পবিত্র মাস 'শ্রাবণ' আসতে আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। আর তাই এখন থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে কাউন্টডাউন। সনাতন ধর্মে শ্রাবণ মাসকে অত্যন্ত পবিত্র বলে মনে করা হয়। এই গোটা মাসটি সম্পূর্ণরূপে দেবতাদেব মহাদেব শিবের আরাধনায় উৎসর্গীকৃত। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, শ্রাবণ মাসে নিষ্ঠাভরে দেবাদিদেবের পুজো করলে জীবনের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট দূর হয় এবং সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করা যায়। আর এই কারণেই বহু ভক্ত শ্রাবণ মাস শুরু হওয়ার আগেই কিছু বিশেষ শুভ জিনিস বাড়িতে কিনে আনেন। মনে করা হয়, এই জিনিসগুলি ঘরে রাখলে ভোলেনাথের আশীর্বাদ সর্বদা বজায় থাকে।

১. রুদ্রাক্ষ শ্রাবণ মাস শুরু হওয়ার আগে বাড়িতে রুদ্রাক্ষ আনা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, রুদ্রাক্ষের সঙ্গে ভগবান শিবের সরাসরি সংযোগ রয়েছে। বাড়িতে রুদ্রাক্ষ স্থাপন করে নিয়মিত তার পুজো করলে ইতিবাচক শক্তির প্রবাহ বাড়ে এবং জীবনের নানা জটিল বাধা-বিপত্তি ধীরে ধীরে কেটে যায়। বহু ভক্ত এই মাসে রুদ্রাক্ষ ধারণও করে থাকেন।

২. রুপোর নন্দী মূর্তি নন্দী হলেন ভগবান শিবের পরম ভক্ত এবং তাঁর প্রধান বাহন। মনে করা হয়, শ্রাবণ মাসের আগে রুপো দিয়ে তৈরি একটি নন্দীর মূর্তি বাড়িতে এনে শিবলিঙ্গের কাছে স্থাপন করলে মহাদেব অত্যন্ত প্রসন্ন হন। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, নন্দীর কানে নিজের মনোস্কামনা জানালে এবং নিষ্ঠাভরে তাঁর পুজো করলে ভক্তের সব ইচ্ছে পূরণ হয়।

৩. তামার পাত্র শ্রাবণ মাসে শিবলিঙ্গে জল ঢালার বা জলাভিষেক করার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তাই এই মাস শুরু হওয়ার আগেই একটি নতুন তামার পাত্র বা ঘটি কিনে বাড়িতে আনা অত্যন্ত মঙ্গলদায়ক। শাস্ত্র মতে, তামার পাত্র থেকে শিবলিঙ্গে জল অর্পণ করলে শুভ ফল পাওয়া যায় এবং মহাদেবের কৃপাদৃষ্টি সর্বদা পরিবারের ওপর বজায় থাকে।

৪. পারদ শিবলিঙ্গ (পারদেশ্বর) যদি সম্ভব হয়, তবে শ্রাবণ মাস শুরুর আগেই বাড়িতে একটি পারদের শিবলিঙ্গ স্থাপন করতে পারেন। জ্যোতিষ ও ধর্মীয় শাস্ত্রে পারদ শিবলিঙ্গের পুজোকে অত্যন্ত ফলদায়ী বলা হয়েছে। বিশ্বাস করা হয়, প্রতিদিন বিধি মেনে এই শিবলিঙ্গের অভিষেক ও পুজো করলে ঘর সুখে-শান্তিতে ভরে ওঠে এবং পরিবারে সমৃদ্ধি ও বৈভব আসে।

রোজের ইঞ্জেকশনের দিন শেষ ভারতে এল সপ্তাহে একবারের ইনসুলিন

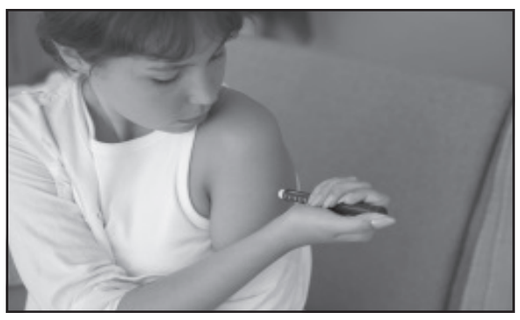

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রোজ রোজ ইনসুলিনের সূচ ফোটানোর ঝক্কি এবার কমতে পারে। ডেনমার্কের ওষুধ সংস্থা নোভো নরডিস্ক ভারতে আনুষ্ঠানিকভাবে বাজারে নিয়ে এসেছে তাদের সপ্তাহে একবার নেওয়ার ইনসুলিন আউইক্লি। বুধবার রয়টার্সের একটি প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ভারতে ক্রমবর্ধমান ডায়াবেটিসের সমস্যা রুখতেই এই ওষুধ বাজারে আনা হয়েছে। প্রাপ্তবয়স্ক টাইপ ১ এবং টাইপ ২, দুই ধরনের ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যই এই ওষুধ ব্যবহারের অনুমোদন মিলেছে বলে জানা যাচ্ছে।

কী এই আউইক্লি, কীভাবে কাজ করে— আউইক্লির মূল উপাদান ইনসুলিন আইকোডেক। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি বেসাল ইনসুলিন, যা রক্তে মিশে সপ্তাহজুড়ে ধীরে ধীরে কাজ করে। সাধারণ বেসাল ইনসুলিন রোজ নিতে হয়, কিন্তু আইকোডেক শরীরের প্রোটিন অ্যালবুমিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ধীরে নিঃসৃত হয়, ফলে একবার নিলেই তা সাত দিন সক্রিয় থাকে। আউইক্লি ফ্লেক্সটাচ নামের একটি প্রি-ফিলড পেনের মাধ্যমে দেওয়া হয়, যেখানে ডোজ ১০ ইউনিট করে বাড়ানো যায়, সর্বোচ্চ ৭০০ ইউনিট পর্যন্ত। যাঁরা প্রথমবার ইনসুলিন নিচ্ছেন, তাঁদের জন্য সাপ্তাহিক শুরুর ডোজ সাধারণত ৭০ ইউনিট। কোনও কারণে সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে নিতে ভুলে গেলে চার দিনের মধ্যে সেই ডোজ নেওয়া যায়, তারপর ফের নিয়মিত সাপ্তাহিক সূচিতে ফেরা যায়। সাত ইনজেকশন এখন একটায়— চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হচ্ছে ইনসুলিন থেরাপির অন্যতম বড় বদল। নোভো নরডিস্কের নামের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল প্রোগ্রামে প্রায় ২,৬৮০ জন টাইপ ২ ডায়াবেটিস রোগীর উপর আউইক্লি পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, দৈনিক বেসাল ইনসুলিনের তুলনায় এটি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সমান বা কোনও কোনও ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর। রোগীকে দৈনিক ইঞ্জেকশনের ঝক্কি নিতে হবে না। সপ্তাহে একবার মাত্র সূচ ফোটালেই হবে। এই সরলীকরণকেই সবচেয়ে বড় সুবিধা হিসেবে তুলে ধরছে সংস্থা। বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, বিশেষত যাঁরা দীর্ঘদিন ইনসুলিন নিতে ভয় পান বা নিয়মিত ইনজেকশন নেওয়ায় গাফিলতি করেন, তাঁদের চিকিৎসায় ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে এই ওষুধ সহায়ক হতে পারে।

টাইপ ১ ও টাইপ ২, দুই ক্ষেত্রেই ছাড় পত্র— আমেরিকার ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা এফডিএ গত মার্চে আউইক্লিকে শুধু টাইপ ২ ডায়াবেটিসের জন্য অনুমোদন দিয়েছিল। কারণ টাইপ ১ ডায়াবেটিসে এর সুরক্ষা নিয়ে তথ্য পর্যাপ্ত নয় বলে মনে করেছিল এফডিএ-র বিশেষজ্ঞ প্যানেল। তবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও সুইৎজারল্যান্ডে আউইক্লি টাইপ ১ ও টাইপ ২, দুই ধরনের ডায়াবেটিসেই ব্যবহারের অনুমতি পেয়েছে। ভারতে লঞ্চের ক্ষেত্রে টাইপ ১ ও টাইপ ২ উভয় রোগীর কথাই বলা হচ্ছে, অর্থাৎ ভারতীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থা এক্ষেত্রে ইউরোপীয় ধাঁচের বিস্তৃত অনুমোদনের পথে হেঁটেছে বলেই মনে হচ্ছে। প্রসঙ্গত, ইনসুলিন আইকোডেককে ভারতে গত বছরই নিয়ন্ত্রক ছাড় পত্র দেওয়া হয়েছিল, বাজারে আসতে লেগে গেল আরও কিছুটা সময়।

বাংলার ডায়াবেটিস-চিত্র কেন এত গুরুত্বপূর্ণ— এই লঞ্চের গুরুত্ব পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিতে আরও বেশি। আইসিএমআর ও মাদ্রাজ ডায়াবেটিস রিসার্চ ফাউন্ডেশনের ২০২৩ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী দেশে প্রায় ১০ কোটি ১০ লক্ষ মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত, যার মধ্যে প্রায় ৯ লক্ষ মানুষ টাইপ ১ ডায়াবেটিসে ভুগছেন, এবং তার একটা বড় অংশই ১৮ বছরের কম বয়সি। ন্যাশনাল আরবান ডায়াবেটিস সার্ভে অনুযায়ী কলকাতায় ডায়াবেটিস আক্রান্তের হার প্রায় ১২ শতাংশ, হাওড়ায় তা ১৩.২ শতাংশ ছুঁয়ে ফেলে, যা রাজ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ। আইআইটি খড়্গপুরের একটি সমীক্ষা বলছে, গ্রামীণ বাংলাতেও ডায়াবেটিসের হার এখন ৩.৫ থেকে ৫.৭ শতাংশের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে, যা কয়েক দশক আগেও ভাবা যেত না। কলকাতার আইপিজিএমইআর এবং এসএসকেএম হাসপাতালের এন্ডোক্রিনোলজি বিভাগও দেশের বৃহৎ আইসিএমআর- ইন্ডিয়ার সমীক্ষায় অংশ নিয়েছিল, অর্থাৎ বাংলার চিকিৎসক ও গবেষকরা দেশের ডায়াবেটিস- চিত্র তৈরিতে সরাসরি যুক্ত। এই পরিসংখ্যানের নিরিখে সপ্তাহে একবারের ইনসুলিন শুধু সুবিধার প্রশ্ন নয়, রাজ্যের বিশাল সংখ্যক রোগীর চিকিৎসা-ধারাবাহিকতার প্রশ্নও বটে।

দাম কত? ভারতে আউইক্লির সরকারি দাম এখনও নোভো নরডিস্ক আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেনি। লঞ্চের আগে ওষুধ আমদানির সঙ্গে যুক্ত কয়েকটি সূত্রের মাধ্যমে যে দাম শোনা যাচ্ছিল, তা পেন প্রতি প্রায় ৩০ হাজার টাকার আশপাশে। তবে এটি অনিয়ন্ত্রিত আমদানির হিসেব, বাজারে আনুষ্ঠানিক লঞ্চের পরের দাম এর চেয়ে ভিন্ন হতে পারে। তাই এই মুহূর্তে চূড়ান্ত দাম নিয়ে নির্দিষ্টভাবে কিছু বলা সমীচীন নয়। দাম ও প্রেসক্রিপশন সংক্রান্ত সব সিদ্ধান্তের জন্য নিজের চিকিৎসকের পরামর্শই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পথ। পার্শপ্রতিক্রিয়া ও সতর্কতা অন্য যে কোনও ইনসুলিনের মতোই আউইক্লির ক্ষেত্রেও হাইপোগ্লাইসেমিয়া বা রক্তে শর্করা অতিরিক্ত কমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এছাড়া ইনজেকশনের জায়গায় প্রতিক্রিয়া, চামড়া মোটা বা গর্ত হয়ে যাওয়া, চুলকানি, র‍্যাশ, হাত-পা ফুলে যাওয়া এবং ওজন বৃদ্ধির মতো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও দেখা যেতে পারে বলে সংস্থার তথ্যে বলা হয়েছে। দৈনিক ইনসুলিন থেকে সাপ্তাহিক আউইক্লিতে বদলের সময় প্রথম কয়েক সপ্তাহ রক্তের শর্করা নিয়মিত পরীক্ষা করা জরুরি বলে চিকিৎসকরা পরামর্শ দিচ্ছেন। পেন সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও সতর্কতা প্রয়োজন, ব্যবহারের আগে পর্যন্ত তা ২ থেকে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ফ্রিজে রাখতে হয়, একবার ব্যবহার শুরু হলে সাধারণ তাপমাত্রায় সর্বোচ্চ ১২ সপ্তাহ পর্যন্ত রাখা যায়, তবে জমিয়ে বরফ করে ফেলা চলবে না।

বিশ্ববাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা— সপ্তাহে একবারের ইনসুলিনের বাজারে নোভো নরডিস্ক একা নেই। আমেরিকার সংস্থা ইলাই লিলিও নিজস্ব সাপ্তাহিক ইনসুলিন এফসিটোরার উপর কাজ করছে, যার ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ফল ইতিমধ্যেই দ্য ল্যানসেট ও নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিনে প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ, আগামী দিনে ভারতের বাজারেও একাধিক সাপ্তাহিক ইনসুলিনের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা যেতে পারে, যা দীর্ঘমেয়াদে দাম ও সরবরাহ দুই দিক থেকেই রোগীদের জন্য ভালো খবর হতে পারে।

কত কাপ চালে, কতটা জল দিলে হবে ঝুরঝুরে ভাত

রান্নাঘরে প্রতিদিনের সবচেয়ে সহজ কাজ মনে হলেও, নিখুঁত ঝুরঝুরে ভাত রান্না করা কিন্তু একটা আর্ট। অনেকেই অভিযোগ করেন, চালের আন্দাজ ঠিক থাকলেও জল বেশি হয়ে ভাত গলে কাদা হয়ে গিয়েছে, কিংবা জল কম হওয়ায় চাল শক্ত রয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে নতুন রাঁধুনিদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা বেশি দেখা যায়। কত কাপ চালে কতটা জল দিলে ভাত একদম ঝুরঝুরে ও পারফেক্ট হবে? রইল রান্নার সেই সহজ পরিমাপ ও কিছু জরুরি টিপস।

ভাত রান্নার প্রধান শর্ত হল চাল এবং জলের সঠিক অনুপাত। আপনি হাঁড়িতে ফ্যান (মাড়) গালিয়ে রান্না করুন কিংবা প্রেসার কুকার বা ইলেকট্রিক রাইস কুকারে অনুপাত জানা থাকলে ভাত কখনই নষ্ট হবে না। যদি আপনি এমনভাবে ভাত রাঁধতে চান যেখানে জল ফেলার প্রয়োজন হবে না এবং চাল পুরো জলটা টেনে নেবে, তবে অনুপাত হবে ১:২। ১ কাপ চালের জন্য ২ কাপ জল। যদি ২ কাপ চাল নেন, তবে জল লাগবে ৪ কাপ। এই পদ্ধতিতে ভাত ফুটে উঠলে গ্যাসের আঁচ একদম কমিয়ে ঢাকা দিয়ে দিতে হবে। জল শুকিয়ে গেলেই তৈরি ঝুরঝুরে ভাত।

প্রেসার কুকারে বাষ্প বাইরে বেরোতে পারে না, তাই এখানে জলের পরিমাণ সামান্য কম লাগে। এর অনুপাত হওয়া উচিত ১:১.২৫ বা সর্বোচ্চ ১:১.৫। ১ কাপ চালের জন্য সোয়া ১ কাপ (১ কাপ ১ টেবিল চামচ) থেকে দেড় কাপ জল। চাল খুব পুরনো হলে দেড় কাপ জল দিন, নতুন চাল হলে সোয়া ১ কাপই যথেষ্ট। সাধারণত মাঝারি আঁচে ২টি সিটি দিলেই পারফেক্ট ভাত তৈরি হয়। বাঙালি বাড়িতে সাধারণত হাঁড়িতে বেশি করে জল দিয়ে ফ্যান গালিয়ে ভাত রাঁধার চল বেশি। এই পদ্ধতিতে জলের কোনও কঠোর পরিমাপ নেই, তবে চালের চেয়ে জলের পরিমাণ অন্তত ৩ থেকে ৪ গুণ বেশি হতে হবে। ১ কাপ চালের জন্য অন্তত ৪ থেকে ৫ কাপ জল দিতে হবে। যেন চালগুলো হাঁড়ির ভেতর ঠিকঠাক ফুটতে পারে।

শুধু জলের পরিমাপই শেষ কথা নয়, ভাতকে হোটেলের মতো ঝরঝরে করতে শেফরা কিছু ঘরোয়া টোটকা ব্যবহার করেন। রান্না করার আগে চাল ভালো করে ধুয়ে অন্তত ২০ থেকে ৩০ মিনিট জলে ভিজিয়ে রাখুন। এতে চালের অতিরিক্ত স্টার্চ বেরিয়ে যায় এবং ভাত লম্বা ও ঝরঝরে হয়।

ভাত যখন ফুটতে শুরু করবে, তখন ফুটন্ত জলে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস অথবা এক চামচ সাদা তেল বা ঘি দিয়ে দিন। লেবুর রসের অ্যাসিড ভাতের দানাগুলোকে একে অপরের গায়ে লেগে যেতে দেয় না, ফলে ভাত ধবধবে সাদাও হয় আর ঝুরঝুরেও থাকে।

ফ্যান গালার পর বা কুকারের গ্যাস কমলে ভাতের হাঁড়ি সঙ্গে সঙ্গে শক্ত করে চেপে ঢাকা দিয়ে রাখবেন না। ঢাকনাটি সামান্য খোলা রাখুন যাতে ভেতরের অতিরিক্ত বাষ্প বা ময়েশ্চার বেরিয়ে যেতে পারে। বাষ্প জমে থাকলে ভাত নরম হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

এখন থেকে চাল মাপার জন্য ঘরে থাকা যেকোনো একটি নির্দিষ্ট কাপ বা বাটি সেট করে নিন এবং সেই অনুযায়ী জল দিন। ব্যস, আপনার রান্না করা ভাতও হবে একদম ঝরঝরে আর পারফেক্ট!

ভারতজুড়ে জঙ্গি নেটওয়ার্ক গড়ার ছক, বেকার ও নিম্নআয়ের যুবকদের নিশানায় আইএসআই এজেন্ট শাহজাদ ভাট্টি

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই (আইএএনএস): পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টার-সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স (আইএসআই)-এর হয়ে কাজ করা শাহজাদ ভাট্টি ভারতে বড়সড় নিয়োগ অভিযান চালিয়ে জঙ্গি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করছে বলে গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে। একসময়ের সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার ভাট্টিকে ভারতীয় যুবকদের মাদক পাচার, সংবেদনশীল তথ্য সংগ্রহ, টার্গেট কিলিং-সহ বিভিন্ন বেআইনি কর্মকাণ্ডে যুক্ত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

গোয়েন্দা সূত্রের দাবি, গত কয়েক মাস ধরে ভাট্টি ধাপে ধাপে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যুবকদের নিয়োগ করছে। নিরাপত্তা সংস্থার নজর এড়াতে সে এক সময়ে একটি নির্দিষ্ট রাজ্যকে লক্ষ্য করে কাজ করে এবং নজরদারি বাড়লেই অন্য রাজ্যে কার্যক্রম সরিয়ে নিয়ে যায়। কয়েক মাস আগে তার তৎপরতার কেন্দ্র ছিল উত্তরপ্রদেশ। পরে গোয়েন্দা সংস্থাগুলি সক্রিয় হওয়ায় সে মহারাষ্ট্রে নেটওয়ার্ক বিস্তার শুরু করে।

এক গোয়েন্দা আধিকারিকের দাবি, ভাট্টির নেতৃত্বাধীন আইএসআই-সমর্থিত নেটওয়ার্ক গোটা দেশে একযোগে নিয়োগ না করে রাজ্যভিত্তিক কৌশল গ্রহণ করেছে, যাতে নিরাপত্তা সংস্থার নজর এড়ানো সহজ হয়।

তদন্তকারীদের মতে, গত ছয় মাসে উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বহু বেকার ও আর্থিকভাবে দুর্বল যুবকের সঙ্গে যোগাযোগ করে ভাট্টির নেটওয়ার্ক। মাত্র ৫,০০০ টাকার মতো অর্থের প্রলোভন দেখিয়েই তাঁদের বিভিন্ন কাজের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

গোয়েন্দাদের দাবি, প্রথমেই কাউকে জঙ্গি কার্যকলাপের কথা জানানো হতো না। কারণ, তা জানালে অধিকাংশই পিছিয়ে যেতে পারতেন। পরিবর্তে সহজে অর্থ উপার্জনের লোভ দেখিয়ে প্রথমে ছোটখাটো কাজ দেওয়া হতো। এর মধ্যে অল্প পরিমাণে মাদক বা অস্ত্র পাচার এবং সংবেদনশীল এলাকার তথ্য সংগ্রহের মতো কাজ ছিল বলে তদন্তে উঠে এসেছে।

এক আধিকারিকের কথায়, প্রথম দফার কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করলে এবং নিরাপত্তা সংস্থার নজরে না এলে ওই যুবকদের বেশি অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে ধাপে ধাপে আরও গুরুতর এবং শেষ পর্যন্ত জঙ্গি-সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডে যুক্ত করার পরিকল্পনা ছিল।তদন্তকারীদের দাবি, উত্তরপ্রদেশ ও হরিয়ানায় ভাট্টির নেটওয়ার্ক মূলত নিম্নআয়ের মানুষদের লক্ষ্য করেছিল। বিরিয়ানি বিক্রেতা, ক্ষুদ্র ঋণদাতা, সবজি বিক্রেতার মতো পেশার মানুষেরাও এই নিয়োগ অভিযানের লক্ষ্যবস্তু ছিলেন বলে অভিযোগ। প্রথমে তাঁদের ছোট আগ্নেয়াস্ত্র বা গাঁজা পাচারের মতো কাজ দেওয়া হতো, যা ছিল তাঁদের বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাইয়ের একটি কৌশল।

গোয়েন্দা সূত্রের দাবি, ভাট্টির পরিকল্পনা সর্বভারতীয়। মহারাষ্ট্রে ইতিমধ্যেই শতাধিক যুবক নিরাপত্তা সংস্থার নজরদারিতে রয়েছেন। মহারাষ্ট্র অ্যান্টি-টেররিজম স্কোয়াড (এটিএস)-এর তদন্তে ইঙ্গিত মিলেছে যে, অনলাইন প্রচার, আর্থিক প্রলোভন এবং অপপ্রচারের মাধ্যমে ভাট্টি ও তার সহযোগীরা বিভিন্ন রাজ্যে নিয়োগ নেটওয়ার্ক বিস্তারের চেষ্টা চালাচ্ছিল।

তদন্তকারী সংস্থার মতে, এই নেটওয়ার্ক ভেঙে দেওয়া নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ, একটি রাজ্যে নজরদারি কড়া হলেই ভাট্টি অন্য রাজ্যে কার্যক্রম স্থানান্তর করে নতুন করে নেটওয়ার্ক গড়ার চেষ্টা করছে। গোয়েন্দাদের আশঙ্কা, একাধিক রাজ্যে বিস্তৃত জঙ্গি মডিউল তৈরি না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ অভিযান চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে সে।

রামমন্দির ও শ্রীরাম নিয়ে কথা বলার অধিকার শুধু হিন্দুদেরই: আচার্য্য প্রমোদ কৃষ্ণম

মোরাদাবাদ, ১১ জুলাই (আইএএনএস): শ্রীরাম জন্মভূমি মন্দির এবং ভগবান শ্রীরামকে নিয়ে মন্তব্য করার অধিকার শুধু হিন্দুদেরই রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আধ্যাত্মিক নেতা আচার্য প্রমোদ কৃষ্ণম। তাঁর দাবি, রামমন্দির নির্মাণে কখনও সমর্থন না দেওয়ায় বিরোধীদের এ বিষয়ে মন্তব্য করার কোনও নৈতিক অধিকার নেই।

শনিবার আইএএনএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আচার্য প্রমোদ কৃষ্ণম বলেন, "শ্রীরাম জন্মভূমি মন্দির এবং ভগবান শ্রীরাম সম্পর্কে কথা বলার অধিকার শুধুমাত্র হিন্দুদেরই রয়েছে। বিরোধীরা কখনও রামমন্দির নির্মাণকে সমর্থন করেনি। তাই এ বিষয়ে মন্তব্য করার তাদের কোনও অধিকার নেই।"

বিরোধী দলগুলিকে নিশানা করে তিনি অভিযোগ করেন, ২০২৭ সালের উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রামমন্দির ইস্যুকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা চলছে।

তাঁর কথায়, "কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি-সহ গোটা বিরোধী শিবির হিন্দুদের বিভ্রান্ত ও বিভক্ত করে ২০২৭ সালের নির্বাচন জিততে চাইছে। তারা মনে করছে, হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ থাকলে তাদের পক্ষে নির্বাচনে জয়ী হওয়া সম্ভব হবে না।"

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের 'আগের সরকারগুলি মন্দিরে হামলার পরিকল্পনা করত' মন্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে আচার্য প্রমোদ কৃষ্ণম বলেন, "নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, সমাজবাদী পার্টি ততই হিন্দুদের বিভক্ত করার চেষ্টা করছে। মন্দিরে হামলা করা সমাজবাদী পার্টির অভ্যাস ছিল। তাই মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন, তা সঠিক।"

সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদবের 'সনাতন ধর্ম ও সমাজতন্ত্র একই' মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, "অখিলেশ যাদবের সমাজতন্ত্রের আদর্শের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। রাম মনোহর লোহিয়ার সঙ্গে অখিলেশ যাদবের সম্পর্ক ঠিক যেমন মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে রাহুল গান্ধীর সম্পর্ক।"

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের 'বন্দে মাতরম সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "'বন্দে মাতরম ভারতের আত্মার কণ্ঠস্বর। এই স্লোগান দিয়েই আমরা স্বাধীনতার লড়াই করেছি। এটি প্রত্যেক ভারতীয়ের গর্ব। যে ভারতকে ভালোবাসে এবং ভারতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে অবশ্যই 'বন্দে মাতরম বলবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এই নির্দেশিকা দেশের ঐক্য ও ভারতীয়ত্বের চেতনাকে আরও শক্তিশালী করবে।"

অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সাজিদ রশিদির বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় আচার্য প্রমোদ কৃষ্ণম বলেন, "ইসলাম নারীদের সম্মান করতে শেখায়। কিন্তু মৌলানা রশিদি সম্ভবত সেই শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত নন। আগে তাঁর প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে জানা উচিত। তা হলে তিনি বুঝতে পারবেন নারীদের কীভাবে সম্মান করতে হয়।"

ওয়াকফ কমিটিতে অমুসলিম সদস্য অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে তিনি বলেন, "ভারতের সংবিধানের অধীনে গঠিত যে কোনও বোর্ড দেশের সম্পদ। সেই বোর্ডে কাজ করার এবং সদস্য হওয়ার অধিকার প্রত্যেক ভারতীয়ের রয়েছে।"

কাজ শুরু

● প্রথম পাতার পর

সূত্রের খবর, প্রথমদিকে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর পক্ষ থেকে আপত্তি জানানো হলেও পরবর্তীতে তা প্রত্যাহার করা হয়। বর্তমানে জোরকদমে বাঁধ মেরামতের কাজ চলছে।প্রশাসনের আশঙ্কা, দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে প্রায় ৩০০ মিটার এলাকাজুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধের কারণে কৈলাসহর মহকুমার বিস্তীর্ণ অংশ জলমগ্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই রাতভর জরুরি ভিত্তিতে বাঁধ শক্তিশালী করার কাজ চালানো হচ্ছে।ঊনকোটি জেলা আদালতের গভর্নমেন্ট প্লিডার সন্দীপ দেবরায় জানান, লাটিয়াপুড়া এলাকায় মনু নদীর পাড়ের বাঁধের পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক হওয়ায় দ্রুতগতিতে মাটি ফেলার কাজ শুরু করা হয়েছে।এদিকে, একদিন আগেই অর্থাৎ ১০ জুলাই শুক্রবার ঊনকোটি জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহাম্মদ বদরুজ্জামান লাটিয়াপুড়া এলাকার এই বাঁধের দুরবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাঁর অভিযোগ, বাঁধ সংস্কারের জন্য স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে একাধিকবার বন্যা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরকে জানানো হলেও কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের মত, এক বছর আগেই যদি বাঁধ সংস্কারের কাজ করা হতো, তাহলে বর্তমান পরিস্থিতি তৈরি হতো না। বর্তমানে সকলের নজর প্রশাসনের মেরামত কার্যক্রম এবং মনু নদীর পরিস্থিতির দিকে।

মৃত্যু অন্তত ১৫

● প্রথম পাতার পর

পাশাপাশি হ্যানয়েও আরেকটি কন্টোল রুম চালু করা হয়েছে।স্থানীয় সংবাদমাধ্যম ভিএনএক্সপ্রেস-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, দুর্ঘটনাগ্রস্ত স্পিডবোটটিতে ৩২ জন ভারতীয় পর্যটক, একজন ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট এবং চারজন নৌকাকর্মী ছিলেন।ফু কুয়ক বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রশাসনের তথ্য উদ্ধৃত করে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শনিবার দুপুর প্রায় ১টা নাগাদ ওশান পার্ল আইল্যান্ড কোম্পানি-র মালিকানাধীন স্পিডবোটটি যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়।দুর্ঘটনার পর আশপাশে থাকা একাধিক পর্যটকবাহী নৌযান দ্রুত উদ্ধারকাজে অংশ নেয়। আন থই বন্দর সীমান্তরক্ষী স্টেশনের তথ্য অনুযায়ী, মৃতদের মধ্যে ১৩ জন পুরুষ এবং দুইজন মহিলা রয়েছেন। আহত ও উদ্ধার হওয়া ২১ জনকে জরুরি চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।উদ্ধার অভিযানে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর দুটি জাহাজ এবং ৩৫ জন কর্মকর্তা ও জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছে। নৌবাহিনী এবং কোস্ট গার্ডের সঙ্গে সমন্বয় রেখে তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে।উল্লেখ্য, মে রুট নাগোয়াই দ্বীপ প্রবালপ্রাচীরের ডাইভিংয়ের জন্য অত্যন্ত জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র। সাধারণত পর্যটকেরা স্পিডবোটে বা নৌকায় ২০ থেকে ৪০ মিনিটের যাত্রায় দ্বীপটিতে পৌঁছে থাকেন।

কংগ্রেসের

● প্রথম পাতার পর

কংগ্রেসের দাবি, কর্মসংস্থানের অভাবে রাজ্যের বহু যুবক-যুবতী কাজের সন্ধানে অন্য রাজ্য ও বিদেশে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। একই সঙ্গে কৃষক, রাবার চাষি ও সবজি চাষিরাও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ পাননি বলে অভিযোগ করেন তিনি।জনগণনা (সেন্সাস) প্রসঙ্গে প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দিয়ে সেন্সাসের কাজ না করিয়ে চুক্তিভিত্তিকভাবে বেকার যুবকদের নিয়োগ করা উচিত। তাঁর মতে, এতে একদিকে যেমন শিক্ষকদের পাঠদান ব্যাহত হবে না, অন্যদিকে বেকারদের জন্য অস্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। অতীতেও এ ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল বলেও তিনি উল্লেখ করেন।তিনি আরও অভিযোগ করেন, ২০২৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখেই "ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ" আয়োজন করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, এটি মূলত রাজনৈতিক প্রচারের অংশ এবং বেকার যুবকদের আশ্বাস দিয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা। তাই অতীতে অনুষ্ঠিত সমস্ত বিজনেস সামিটের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট, বিনিয়োগের পরিমাণ, বাস্তবায়িত প্রকল্প এবং কর্মসংস্থানের তথ্য প্রকাশ করার দাবি জানান তিনি।

সাংবাদিক সম্মেলনের শেষে প্রবীর চক্রবর্তী দুর্নীতি ও আর্থিক অনিয়মের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, রাজ্যের স্বার্থ রক্ষা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে সকল গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে।

অজ্ঞাতপরিচয় যুবক উদ্ধার

সোনামুড়া, ১১ জুলাই: সোনামুড়া থানা এলাকার ময়নামা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত একটি গভীর জঙ্গল থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবককে উদ্ধার করা হয়েছে। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার হওয়া যুবক বর্তমানে সোনামুড়া সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার সকালে এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা জঙ্গলের মধ্যে এক যুবককে অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে বিষয়টি সোনামুড়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে জানান। খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যুবকটিকে উদ্ধার করে সোনামুড়া সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান।হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন পর্যাপ্ত খাবার না পাওয়া এবং জঙ্গলেপড়ে থাকার কারণে যুবকটি চরম শারীরিক দুর্বলতায় ভুগছেন। পাশাপাশি শরীরের কয়েকটি অংশে পোকার সংক্রমণও দেখা দিয়েছে। বর্তমানে হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসার-ইন-চার্জ (এমওআইসি) ডা. পার্থপ্রতিম দাসের তত্ত্বাবধানে তাঁর চিকিৎসা চলছে। চিকিৎসকরা জানান, যুবকটির শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। তবে তিনি নিজের নাম-পরিচয় কিংবা কোথা থেকে এসেছেন, সে সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কিছুই জানাতে পারছেন না। ফলে তাঁর পরিচয় এখনও অজানা রয়ে গেছে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে, কেউ যদি যুবকটিকে চিনতে পারেন অথবা তাঁর পরিবারের সন্ধান দিতে পারেন, তাহলে দ্রুত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। পরিবারের সন্ধান মিললে প্রয়োজনে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং যুবকটির পুনর্বাসনের ক্ষেত্রেও তা সহায়ক হবে বলে জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ।

চাকরি নিয়মিতকরণ-সহ ১০ দফা দাবিতে ডিজিপি দপ্তরে ডেপুটেশন এসপিও পরিবারের

আগরতলা, ১১ জুলাই: দীর্ঘদিন ধরে স্বল্প ভাতা, সীমিত সুযোগ-সুবিধা এবং অনিশ্চিত কর্মজীবনের অভিযোগ তুলে এবার আন্দোলনের পথে নামলেন স্পেশাল পুলিশ অফিসার (এসপিও)-দের পরিবারের সদস্যরা। শুক্রবার অল ত্রিপুরা এসপিও পরিবারের কল্যাণ সংস্থার ব্যানারে পুলিশের মহা নির্দেশক (ডিজিপি) দপ্তরে ১০ দফা দাবিতে একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয়।সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের এসপিওরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে এলেও তাঁদের চাকরি এখনও নিয়মিত করা হয়নি। পাশাপাশি অন্যান্য পুলিশ কর্মীদের তুলনায় বেতন-ভাতা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রেও তারা বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ তোলেন আন্দোলনকারীরা। শুক্রবার ডিজিপি অনুপস্থিত থাকায় সংগঠনের প্রতিনিধিরা তাঁদের দাবিসংবলিত স্মারকলিপি ডিআইজি (হেডকোয়ার্টার্স)-এর হাতে তুলে দেন। স্মারকলিপিতে এসপিওদের চাকরি নিয়মিতকরণ, পুলিশের সমতুল্য বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান-সহ মোট ১০ দফা দাবি উত্থাপন করা হয়।সংগঠনের সদস্যদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব পালন

করলেও এসপিওদের ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চিত। তাই অবিলম্বে তাঁদের ন্যায্য দাবি পূরণে সরকারকে ইতিবাচক উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান তাঁরা।ডেপুটেশন শেষে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, দ্রুত দাবিগুলি পূরণে কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়া হলে আগামী দিনে বৃহত্তর গণআন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

দপ্তরের প্রস্তুতি, গৃহীত পদক্ষেপ এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীকে অবহিত করেন। বৈঠকে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকগণ ভার্চুয়াল মাধ্যমে অংশ নিয়ে জেলার প্রস্তুতি ও বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরেন। সভায় আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেন।

পর্যালোচনা বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বর্ষাকালে যেসব এলাকা বারবার জলাবদ্ধতা ও বন্যার ঝুঁকি প্রবণ এলাকা চিহ্নিত করে পরিকল্পিত উন্নয়নমূলক উদ্যোগ গ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, দুর্যোগ দেখা দেওয়ার পর তা মোকাবিলা করার চেয়ে আগাম প্রস্তুতি গ্রহণই সবচেয়ে কার্যকর, ফলপ্রসূ এবং ব্যয়-সাশ্রয়ী। ২০২৪ সালে ত্রিপুরার ভয়াবহ বন্যা মোকাবিলার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার বর্ষা শুরুর আগেই প্রতিটি দপ্তর, জেলা প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে হবে। গতবার সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রাজ্য সফলভাবে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছিল। সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এবার আরও পরিকল্পিত, সমন্বিত ও দায়িত্বশীলভাবে কাজ করতে হবে, যাতে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সাধারণ মানুষকে সম্ভাব্য দুর্যোগ সম্পর্কে আগাম সতর্ক করতে এবং প্রচারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ সম্পর্কে অবহিত করতে জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেন। উদ্ধারকার্যে ব্যবহৃত সরঞ্জাম ও প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র সর্বদা প্রস্তুত ও ব্যবহারের উপযোগী রাখতে হবে। আশ্রয়কেন্দ্রে খাদ্য, বিশুদ্ধ পানীয় জল, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্যবিধি, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিটি জেলায় পর্যাপ্ত খাদ্যসামগ্রী, জ্বালানি, জরুরি সরঞ্জাম এবং প্রয়োজনীয় উপকরণের মজুত রয়েছে কিনা, তা নিয়মিত পর্যালোচনা করার নির্দেশ দেন তিনি।

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী আরক্ষা আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, দুর্যোগের সময় আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থানরত মানুষের নিরাপত্তার পাশাপাশি তাদের ফেলে আসা বাড়িঘর ও সম্পত্তির নিরাপত্তাও সমানভাবে নিশ্চিত করতে হবে। অসাধু চক্র যেন পরিস্থিতির সুযোগ নিতে না পারে, সেজন্য নিয়মিত টহলদারি, নজরদারি এবং প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এক্ষেত্রে শিশু, প্রবীণ, অসুস্থ ব্যক্তি এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের নিরাপত্তা ও প্রয়োজনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী গবাদিপ্রাণীর নিরাপত্তা, আশ্রয় এবং খাদ্যের বিষয়টিও সমান গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে ড্রেন ও নিকাশি ব্যবস্থার নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা, নদী ও নদীবাঁধের সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চব্বিশ ঘণ্টা সচল রাখা এবং হ্যালোজেন ট্যাবলেট, ব্লিচিং পাউডার, প্যারাসিটামল, অ্যান্টিবায়োটিক, সাপের বিষের প্রতিষেধকসহ জরুরি ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রীর পর্যাপ্ত মজুত নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন। আগরতলা শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনে একটি শক্তিশালী ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শহরের নদী, খাল, পুকুর, ড্রেনেজ ও নিকাশি ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন, সংস্কার এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে স্থায়ী সমাধান নিশ্চিত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরকে সমন্বিতভাবে কাজ করে একটি সময়োপযোগী ও কার্যকর কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করার নির্দেশ দেন তিনি।

সভায় মুখ্য সচিব জে. কে. সিনহা বলেন, সাম্প্রতিক বৃষ্টিজনিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় জেলা প্রশাসন অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছে। তিনি বলেন, অতীতের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সকল দপ্তরের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় বজায় রেখে কাজ করতে হবে। তিনি স্যাটেলাইট ফোন সর্বদা সচল রাখা, নদীবাঁধের ওপর নিয়মিত নজরদারি বৃদ্ধি, দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনীকে নিয়মিত প্রশিক্ষিত রাখা এবং প্রতিটি দপ্তরকে সর্বক্ষণ প্রস্তুত রাখার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

সভায় এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি. কে. চক্রবর্তী, স্বাস্থ্য ও পূর্ত দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, অর্থ দপ্তরের সচিব [illegible], আগরতলা পুরনিগমের কমিশনার সাজু বাহিদ এ., অতিরিক্ত ডিজিপি জি এস রাও, মুখ্যমন্ত্রীর অতিরিক্ত সচিব [illegible], দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দপ্তরের আধিকারিকসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের সচিব ও উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, মাননীয় চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট, আগরতলা কর্তৃক Misc. Case No. ২২২৬/২০২৬, তারিখ ২২/০৪/২০২৬-এর আদেশ মোতাবেক দীর্ঘদিন ধরে আগরতলা ট্রাফিক ইউনিটের হেফাজতে থাকা নিম্নবর্ণিত দ্বিচক্রযানের প্রকৃত মালিকগণকে যথাযথ মালিকানার প্রমাণস্বরূপ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আগরতলা ট্রাফিক ইউনিট (বিবেকানন্দ ময়দান সংলগ্ন)-এ উপস্থিত হয়ে মালিকানা প্রমাণের ভিত্তিতে নিজ নিজ দ্বিচক্রযান গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে যোগাযোগ না করলে সরকারি বিধি-বিধান অনুযায়ী উক্ত দ্বিচক্রযানসমূহ নিলামের মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

SD/- (Kanta Jangir, IPS)
Superintendent of Police, Traffic
Agartala, Tripura

Sl. No.	R/C No.	Owners Name	Sl. No.	R/C No.	Owners Name
1.	TR07C4666	Suparna Rani Natta	2.	TR01B8598	Shri. Sushanta Saha
3.	TR01J4519	Sadhan Debbarma	4.	TR038802	Mr.Dilip Bhowmik
5.	TR01H9520	Sri Amrit Debbarma	6.	TR01C9951	Swapan Datta
7.	TR07C5719	Bikash Deb	8.	TR08E7215	Ajit Tripura
9.	TR01B8866	Bikash Ch: Debnath	10.	TR03C5190	Mr. Debasish Chakraborty
11.	TR01U5338	Mr. Nirode Debnath	12.	TR01E9287	Sri Sumanta Biswas
13.	TR03A7707	Mr. Sukumar Kalai	14.	TR01AC5026	Thomas Debbarma
15.	TR037010	Rajesh Saha	16.	WB20N7658	Partha Pratim Chakraborty
17.	TRM6564	Nihar Chakraborty	18.	TR01F5855	Chayla Begam
19.	TR01AC6825	Isaka Kalai	20.	TR05D9039	Surendra Reang
21.	TR03K6138	Babul Ghosh			

ICA/D/541/26

দেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়।

শনিবার সকালে হিরাছড়া এডিসি ভিলেজের ৩ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় রাস্তা থেকে প্রায় ৭০০ মিটার ভেতরে জঙ্গলে এক শ্রমিক গাছের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় একটি দেহ দেখতে পান। খবর পেয়ে ইরানি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে। পরে সেটি নিখোঁজ ওই ছাত্রী বলে শনাক্ত করা হয়।পরিবারের দাবি, এটি আত্মহত্যার ঘটনা নয়; বরং পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। তাঁদের অভিযোগ, মৃতদেহের পায়ে রক্তের চিহ্ন ছিল, যা ঘটনার রহস্য আরও ঘনীভূত করেছে। তবে এই অভিযোগের বিষয়ে পুলিশ এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি।এদিকে, স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শুক্রবার সে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়নি।ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান ডিসিএম মতি দেববর্মা। দেহ উদ্ধারের পর স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভ প্রকাশ করে অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে পথ অবরোধ করেন। পরে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং তদন্তের ভিত্তিতেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

সংস্কৃতির বিভিন্ন নৃত্য ও লোকসংগীত পরিবেশন করা হয়। ভারত ও নিউজিল্যান্ডের জাতীয় পতাকা হাতে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী ভারতীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনেকেই মোবাইল ফোনে সেই স্মরণীয় মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লাক্সনকে তাঁদের নাম ও '১০০' নম্বর লেখা স্মারক জার্সি উপহার দেওয়া হয়, যা অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ হয়ে ওঠে। এই অনুষ্ঠান ভারত ও নিউজিল্যান্ডের জনগণের মধ্যে দৃঢ় সম্পর্কের প্রতীক হিসেবেও উঠে আসে।

চলাচল বন্ধ

● প্রথম পাতার পর

বন্ধ রাখবেন।এদিকে হঠাৎ করে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ যাত্রীরা। কোনও আগাম ঘোষণা ছাড়াই সড়ক পরিবহন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কর্মস্থল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে বের হওয়া মানুষ সমস্যার মুখে পড়েন।

স্থানীয়দের অভিযোগ, রাজ্যের বিভিন্ন মোটর স্ট্যান্ডে শ্রমিকদের মধ্যে প্রায়ই এ ধরনের বিবাদ ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে। কিন্তু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের কার্যকর ভূমিকা দেখা যাচ্ছে না। দ্রুত হস্তক্ষেপ করে সমস্যার সমাধান করার দাবি জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ।

তথ্য দিচ্ছেন

● প্রথম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রী জানান, গতকাল তিনি জানতে পারেন চাকুরী থেকে বরখাস্ত হওয়া কয়েকজন আমলা তাঁদের দায়িত্ব ও গোপনীয়তার নিয়ম লঙ্ঘন করে বিরোধীদের হাতে সরকারি নথি ও তথ্য তুলে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এই ধরনের তথ্য ব্যবহার করেই সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের প্রচার চালানো হচ্ছে। তিনি বলেন, কোনও কর্মকর্তা যদি নিয়মবহির্ভূতভাবে কাজ করেন বা সরকারি বিধি লঙ্ঘন করেন, তাহলে আইন ও বিধি অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বারুইপুরে গণপিটুনিতে নিহত যুবকের পরিবারকে ২৫ লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ১১ জুলাই (আইএএনএস): দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে ১২ বছরের এক কিশোরীর মৃত্যুর ঘটনায় ভুল সন্দেহের জেরে গণপিটুনিতে নিহত ২৬ বছরের যুবক ইন্দ্রজিৎ তন্তীর পরিবারের জন্য ২৫ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তার ঘোষণা করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার তিনি নিজে বারুইপুরে গিয়ে নিহতের পরিবারের হাতে ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দেন।

গত ৫ জুলাই সকালে এলাকার একটি পুকুর থেকে ১২ বছরের এক কিশোরীর দেহ উদ্ধার হয়। সেই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ, ওই অশান্তির মধ্যেই কিশোরীর মৃত্যুর সঙ্গে মিথ্যা অভিযোগে জড়িয়ে ইন্দ্রজিৎ তন্তীকে গণপিটুনি দিয়ে হত্যা করা হয়। পরে পুলিশের তদন্তে স্পষ্ট হয়, ওই ঘটনায় তাঁর কোনও ভূমিকা ছিল না।

এর আগেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন, কিশোরীর ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ইন্দ্রজিৎ তন্তীর কোনও যোগ নেই এবং তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিলেন।

শনিবার সূর্যপুর এলাকায় একটি নতুন পুলিশ ফাঁড়ির উদ্বোধনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নিহত যুবকের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি পরিবারের হাতে ২৫ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দেন। পাশাপাশি ঘোষণা করেন, ইন্দ্রজিৎ তন্তীর দাদাকে রাজ্য পুলিশের সিভিক ভলান্টিয়ার পদে চাকরি দেওয়া হবে।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার নিহত কিশোরীর পরিবার এবং গণপিটুনিতে নিহত যুবকের উভয় পরিবারের পাশেই রয়েছে।

তিনি বলেন, "দুই ঘটনায় জড়িত কোনও অপরাধীকেই ছাড় দেওয়া হবে না। তদন্তে সহযোগিতা করার জন্য কিশোরীর পরিবারের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তাঁদের অভিযোগের ভিত্তিতে চারজনের বিরুদ্ধে মামলা হয় এবং চারজনকেই গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযুক্তদের মধ্যে একজন উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে পালিয়ে গিয়েছিল। পরে সেখান থেকেই তাকে গ্রেফতার করা হয়। এই তদন্তে পুলিশ ভালো কাজ করেছে।"

তবে এই মামলায় গ্রেফতার হওয়া চার অভিযুক্তের একজন প্রবাস মণ্ডলের সাম্প্রতিক এনকাউন্টার মৃত্যুর বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "এই ঘটনার তদন্ত এখন সিআইডি করছে। তাই এই বিষয়ে এই মুহূর্তে কোনও মন্তব্য করব না।"

দেরিতে বিয়ে নিয়ে মন্তব্যে বিতর্ক, মৌলানা সাজিদ রশিদির বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড়

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই (আইএএনএস): দেরিতে বিয়ে করা নারীদের নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যকে কেন্দ্র করে সমালোচনার মুখে পড়েছেন অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মৌলানা সাজিদ রশিদি। তাঁর মন্তব্যের পর বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা, মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিসহ একাধিক মহল তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে।

অভিযোগ, শুক্রবার এক জনসমক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মৌলানা সাজিদ রশিদি বলেন, "দেরিতে বিয়ে হওয়ার কারণেই ধর্ষণের ঘটনা বাড়ছে। আপনার মেয়েদের নিরাপদ রাখতে চাইলে অল্প বয়সেই তাঁদের বিয়ে দিয়ে দিন।"

এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসার পরই তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। উত্তরপ্রদেশ রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ববিতা চৌহান বলেন, মৌলানা রশিদির এই মন্তব্য তাঁর "সংকীর্ণ মানসিকতার" পরিচয় বহন করে।

তিনি আইএএনএস-কে বলেন, "আজ ভারতের নারীরা বিশ্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের নাম উজ্জ্বল করছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও নারী ক্ষমতায়নের কথা বলেন এবং নারী-পুরুষের সমান সুযোগের ওপর জোর দেন। দেশের অর্ধেক জনসংখ্যাই নারী। আমরা যদি এখনও পিছিয়ে থাকি, তবে তার কারণ এই ধরনের মানসিকতা।"

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের (ভিএইচপি) মুখপাত্র বিনোদ বনসলও এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেন। তাঁর বক্তব্য, "এই ধরনের মন্তব্য সাম্প্রদায়িক ও সংকীর্ণ মানসিকতার পরিচয় দেয়। ভারতে সব নারীর সমান অধিকার রয়েছে। মৌলানা রশিদির অবিলম্বে দেশের নারীদের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত।"

তিনি জাতীয় মহিলা কমিশনের (এনসিডব্লিউ)-কেও এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান।

বিজেপি নেতা রাম কদম অভিযোগ করেন, "কিছু মৌলানা শুধুমাত্র সংবাদ শিরোনামে আসার জন্য এ ধরনের মন্তব্য করেন।" তাঁর মতে, কোনও মেয়ে কখন বিয়ে করবেন, তা সম্পূর্ণ তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। তিনি রশিদির মন্তব্যকে "ভিত্তিহীন" বলেও অভিহিত করেন।

বিজেপি নেতা প্রতুল শাহদেও আরও কড়া ভাষায় প্রতিক্রিয়া জানিয়ে প্রশ্ন তোলেন, "তিনি কি ধর্ষণকে ন্যায্যতা দেওয়ার চেষ্টা করছেন?" তাঁর দাবি, "যাঁদের মানসিকতা এত বিকৃত, তাঁদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনা উচিত। এই মন্তব্য নারীবিরোধী মানসিকতার পরিচয় দেয় এবং আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি।"একই সুরে হনুমান গড়ির পুরোহিত দেবেশ আচার্যও বলেন, "এই মন্তব্য মৌলানার চিন্তাভাবনার পরিচয় দেয়। কোনও কিশোরীকে নিয়ে এমন দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। ধর্ম নির্বিশেষে সকলেরই এ ধরনের মানসিকতা থেকে বিরত থাকা উচিত।"

ধর্মনগর এফসিআই গোডাউন ঘিরে দুর্নীতির অভিযোগ, সরকারি চাল পাচারের আশঙ্কা

ধর্মনগর, ১০ জুলাই: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর এফসিআই গোডাউনকে ঘিরে সরকারি খাদ্যশস্যের অপব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণের জন্য আসা সরকারি চালের একটি অংশ বেআইনিভাবে খোলা বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে।

স্থানীয় সূত্রের দাবি, রেলের মাধ্যমে ধর্মনগর এফসিআই গোডাউনে আসা প্রতিটি চালের ওয়াগনে প্রায় ২৭ হাজার বস্তা চাল থাকে। অভিযোগ করা হচ্ছে, অনেক সময় পরিবহনের সময় কিছু চালের বস্তা ছিঁড়ে যায় এবং চাল ছড়িয়ে পড়ে। পরে সেই ছড়িয়ে পড়া চাল সংগ্রহ করে নতুন বস্তায় ভরে বাজারে বিক্রি করা হয় বলে অভিযোগ।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি সক্রিয় দালালচক্র কাজ করছে বলেও দাবি উঠেছে। অভিযোগ অনুযায়ী, ছেঁড়া বস্তা থেকে চাল সরিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি খালি বস্তাগুলিও গুদামে জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের প্রশ্ন, সরকারি খাদ্যশস্য যদি এভাবে অন্যত্র চলে যায়, তাহলে রেশন গ্রাহকরা পর্যাপ্ত চাল পাচ্ছেন কি না, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। তারা এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন।

যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে এখনও পর্যন্ত খাদ্য দপ্তর বা এফসিআই কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তদন্তের দিকেই এখন নজর সাধারণ মানুষের।

গণবন্টন ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও জনমুখী করতে বদ্ধপরিকর রাজ্য সরকার: সুশান্ত চৌধুরী

আগরতলা, ১১ জুলাই: ত্রিপুরা সরকার গণবন্টন ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক, স্বচ্ছ, কার্যকর এবং জনমুখী করে তুলতে ধারাবাহিক সংস্কার ও উন্নত পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের খাদ্য, গণবন্টন ও ভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

শনিবার ত্রিপুরা সচিবালয়ে আসাম সরকারের খাদ্য, গণবন্টন ও ভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রী কৌশিক রায় সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এলে এ কথা বলেন তিনি।

সাক্ষাৎকালে দুই মন্ত্রীর মধ্যে খাদ্য ও গণবন্টন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় আরও দক্ষ, স্বচ্ছ ও জনবান্ধব পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার উপায় নিয়েও মতবিনিময় করেন তাঁরা। বৈঠকে খাদ্য ও ভোক্তা বিষয়ক পরিষেবায় উভয় রাজ্যের অভিজ্ঞতা ও সেরা উদ্যোগগুলিও ভাগ করে নেওয়া হয়।

আলোচনায় ত্রিপুরায় জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচির বাস্তবায়ন, গণবন্টন ব্যবস্থার সার্বিক কার্যক্রম, পরিষেবার মানোন্নয়ন, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েও আলোচনা হয়।

বৈঠক শেষে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, রাজ্য সরকার জনস্বার্থে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং নাগরিকদের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে খাদ্য ও গণবন্টন ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক, কার্যকর ও জনগণকেন্দ্রিক করে তুলতে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাবে।

তিনি বলেন, জনস্বার্থে সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন এবং খাদ্য ও গণবন্টন ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক, কার্যকর ও জনগণকেন্দ্রিক করে তুলতে আমাদের প্রচেষ্টা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মোরগ কিনে টাকা না দেওয়ার অভিযোগে যুবক আটক, পুলিশের হাতে তুলে দিলেন এলাকাবাসী

আগরতলা, ১১ জুলাই : আগরতলার এয়ারপোর্ট থানাধীন নবগ্রাম চৌমুহনী এলাকায় মোরগ কিনে টাকা না দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগে এক যুবককে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

অভিযোগ অনুযায়ী, প্রায় ছয় থেকে সাত মাস আগে গভীর রাতে রাজনগরের গান্ধীগ্রাম এলাকার বাসিন্দা সঞ্জয় শীল তিন থেকে চারজনকে সঙ্গে নিয়ে নবগ্রামের বাসিন্দা নারায়ণ চক্রবর্তীর বাড়িতে আসেন। সেখান থেকে প্রায় ৯ হাজার টাকারও বেশি মূল্যের মোরগ কিনে গাড়িতে তুলে নিয়ে যান। অভিযোগ, আধা ঘণ্টার মধ্যে টাকা পরিশোধের আশ্বাস দিলেও এরপর আর সেই টাকা দেওয়া হয়নি।

মোরগের মালিক নারায়ণ চক্রবর্তীর দাবি, একাধিকবার ফোনে যোগাযোগ করেও কোনো সুরাহা মেলেনি। পরে তিনি এয়ারপোর্ট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তবে দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ তাঁর। শনিবার সকালে এলাকাবাসীর সহযোগিতায় অভিযুক্ত যুবককে আটক করেন নারায়ণ চক্রবর্তী ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। পরে তাঁকে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

নারায়ণ চক্রবর্তী জানান, ঋণ নিয়ে তিনি একটি মুরগির খামার শুরু করেছিলেন। আর্থিক সংকটের কারণে মুরগির খাবারের খরচ জোগাড় করাও কঠিন হয়ে পড়ায় বাধ্য হয়ে মোরগগুলো বিক্রি করেন। কিন্তু বিক্রির টাকা না পাওয়ায় তাঁর পরিবার আরও গভীর আর্থিক সংকটে পড়েছে।

স্থানীয় সূত্রের দাবি, অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে অতীতেও একই ধরনের একাধিক অভিযোগ রয়েছে। তবে এই অভিযোগগুলোর স্বাধীনভাবে সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

অভিযুক্তকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার পর এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ কী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া পড়ে থাকা এই পরিবারের পাওনা অর্থ উদ্ধার হয় কি না, এখন সেদিকেই নজর রয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের।

সাব্রুম বাসস্ট্যান্ডে ছাড়পত্রের অর্থ আদায় নিয়ে বিতর্ক, ক্ষোভ চালক-মালিকদের একাংশের

সাব্রুম, ১১ জুলাই: ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে তোলাবাজির বিরুদ্ধে কড়া অবস্থানের কথা বারবার জানিয়ে আসছেন। এরই মধ্যে দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুম বাসস্ট্যান্ডে ছাড়পত্রের অর্থ আদায়কে কেন্দ্র করে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বাস ও জিপ চালক-মালিকদের একাংশের অভিযোগ, সংগঠনের কিছু দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করছেন, যার ফলে চালক, মালিক এবং কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সাব্রুম বাসস্ট্যান্ড দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিক সংগঠনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছে। ২০১৮ সালের পর সাউথ ত্রিপুরা বাস-জিপ চালক সংঘ ওই দায়িত্ব গ্রহণ করে। অভিযোগ, সংগঠনের তৎকালীন নেতৃত্বের সময় ছাড়পত্র বাবদ সংগৃহীত অর্থ শ্রমিকদের কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হতো। পাশাপাশি বাসস্ট্যান্ডে কর্মরত তিনজন কেরানির বেতনও ওই তহবিল থেকেই প্রদান করা হতো।

তবে চালক ও মালিকদের একাংশের দাবি, পরবর্তীকালে সংগঠনের নেতৃত্বে পরিবর্তনের পর পরিস্থিতির বদল ঘটে। তাঁদের অভিযোগ, বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত এক নেতা সংগঠনের অন্য নেতৃত্বদের সঙ্গে আলোচনা না করেই বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন এবং শ্রমিকদের স্বার্থ উপেক্ষা করে কাজ করছেন। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নেতার কোনো প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি।

অভিযোগ অনুযায়ী, প্রায় দুই মাস আগে সাব্রুম বাসস্ট্যান্ডে ছাড়পত্রের ফি ৩০ টাকা থেকে কমিয়ে ১০ টাকা করা হয়। একই সময়ে মনুবাজারে একটি নতুন কমিটি গঠন করে সেখানে ৩০ টাকা করে ছাড়পত্র সংগ্রহ শুরু হয়। এতে সাব্রুম থেকে ছাড়পত্র নেওয়ার পরও মনুবাজারে গিয়ে আবার অতিরিক্ত অর্থ দিতে হচ্ছে বলে দাবি করেছেন চালক ও মালিকদের একাংশ।

তাঁদের অভিযোগ, এই নতুন ব্যবস্থা চালুর ফলে গাড়িচালকদের কাছ থেকে আগের তুলনায় বেশি অর্থ আদায় করা হচ্ছে এবং এর জন্য সংগঠনের রাজ্য কমিটির কোনো অনুমোদন নেওয়া হয়নি। বিষয়টি নিয়ে আপত্তি জানালে কয়েকজন মালিক ও চালককে ভয়ভীতি দেখানোর অভিযোগও উঠেছে। তবে এসব অভিযোগের সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

এদিকে, সাব্রুম বাসস্ট্যান্ডে ছাড়পত্র বাবদ আয় কমে যাওয়ায় সেখানে কর্মরত তিনজন কেরানি নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন না বলেও অভিযোগ উঠেছে। পাশাপাশি চালক ও শ্রমিকদের কল্যাণে বিভিন্ন খাতে ব্যয় করার মতো অর্থের সংকট তৈরি হয়েছে বলে সংগঠনের একাংশ দাবি করেছে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাসচালক ও গাড়ির মালিকদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। তাঁরা বিষয়টির নিরপেক্ষ তদন্ত এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

বেহাল রাস্তার দুর্ভোগে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী, ২০ বছরেও মেলেনি স্থায়ী সমাধান

চড়িলাম, ১১ জুলাই : দীর্ঘ দুই দশক ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকা রাস্তা সংস্কারের দাবিতে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন চড়িলাম ব্লকের চেছুড়িমাই গ্রাম পঞ্চায়েতের বালুয়াছড়ি এলাকার বাসিন্দারা। শনিবার সকালে এলাকার বহু মানুষ রাস্তায় নেমে নিজেদের ক্ষোভের কথা তুলে ধরেন। তাঁদের অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে রাস্তার করুণ দশা চললেও প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে স্থায়ী সংস্কারের কোনও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, প্রায় ২০ বছর ধরে বালুয়াছড়ি এলাকার এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি অবহেলিত অবস্থায় রয়েছে। রাস্তার বিভিন্ন অংশে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে, কোথাও কোথাও মাটি উঠে গিয়ে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। প্রতিদিন এই রাস্তা ব্যবহার করতে গিয়ে সাধারণ মানুষকে চরম সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

এলাকাবাসী জানান, বর্ষার সময় দুর্ভোগ আরও কয়েক গুণ বেড়ে যায়। সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তা কাদা ও জলমগ্ন হয়ে পড়ে। অনেক সময় পথচারীদের জুতো-স্যান্ডেল হাতে নিয়ে কাদার মধ্য দিয়ে চলাচল করতে হয়। স্কুলগামী ছাত্রছাত্রী, প্রবীণ নাগরিক, মহিলা এবং অসুস্থ রোগীদের সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়তে হয় বলে জানান তাঁরা।

স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, রাস্তার বেহাল দশার কারণে শুধু যাতায়াতেই নয়, সামাজিক জীবনেও প্রভাব পড়ছে। গ্রামের রাস্তার অবস্থা খারাপ হওয়ায় অনেক আত্মীয়-স্বজনও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গ্রামে আসতে অনীহা প্রকাশ করেন। ফলে বিয়ে, সামাজিক অনুষ্ঠান বা অন্যান্য পারিবারিক আয়োজন করতেও সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বাসিন্দাদের।

বাসিন্দাদের বক্তব্য, রাস্তা সংস্কারের জন্য একাধিকবার সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও জনপ্রতিনিধিদের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। কিন্তু প্রতিশ্রুতি ছাড়া এখনও পর্যন্ত বাস্তবে কোনও কাজ শুরু হয়নি। অথচ এই রাস্তা দিয়েই প্রতিদিন এলাকার বহু মানুষ বাজার, স্কুল, কর্মস্থল ও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজে যাতায়াত করেন।

স্থানীয়দের দাবি, আর আশ্বাস নয়, এবার দ্রুত বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া হোক। বালুয়াছড়ি এলাকার রাস্তাটি অবিলম্বে পূর্ণাঙ্গ সংস্কার করে সাধারণ মানুষের চলাচলের উপযোগী করার জন্য প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। এলাকাবাসীর আশা, দীর্ঘ ২০ বছরের এই দুর্ভোগের বিষয়টি প্রশাসন গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে এবং দ্রুত রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করে মানুষের সমস্যা দূর করবে।

কোর্ট ম্যারেজের নামে সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইল বামুটিয়ার এক পরিবার

আগরতলা, ১১ জুলাই: কোর্ট ম্যারেজের নাম করে প্রতারণার মাধ্যমে পৈতৃক সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী, জেলা প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হয়েছে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বামুটিয়া বিধানসভার কালিবাজার এলাকার এক পরিবার। অভিযোগকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

অভিযোগকারী পরিমল দাস ও তাঁর পরিবারের দাবি, ২০১২ সালে সামাজিক রীতিনীতি মেনে তাঁদের মেয়ে লিপিকা দাসের বিয়ে হয় খোয়াই জেলার বাসিন্দা অন্তু দাসের সঙ্গে। বিয়ের কিছুদিন পর অন্তু দাস কোর্ট ম্যারেজের আইনি প্রক্রিয়ার কথা বলে পরিমল দাসের কাছ থেকে কয়েকটি স্ট্যাম্প পেপার ও অন্যান্য নথিতে স্বাক্ষর করিয়ে নেন।

পরিবারের অভিযোগ, তাঁরা নিরক্ষর ও আইনি প্রক্রিয়া সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়ায় নথির বিষয়বস্তু না বুঝেই জামাইয়ের কথায় বিশ্বাস করে স্বাক্ষর করেছিলেন। পরে তাঁরা জানতে পারেন, ওই নথির মাধ্যমে তাঁদের পৈতৃক বাড়ি ও জমি অন্তু দাসের নামে রেজিস্ট্রি হয়ে গেছে বলে দাবি করেন পরিবারের সদস্যরা।

পরিবারের আরও অভিযোগ, বিয়ের পর অন্তু দাস লিপিকা দাসকে বাংলাদেশে নিয়ে যান। সেখানে গিয়ে তিনি জানতে পারেন, তাঁর স্বামীর ভারতের বৈধ নাগরিকত্ব সংক্রান্ত নথি নেই। এছাড়া, পরিবারের অভিযোগ অনুযায়ী, অন্তু দাস বাংলাদেশে বিভিন্ন অবৈধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত এবং সীমান্ত পারাপারে অবৈধ অনুপ্রবেশে সহায়তা করতেন। তবে এই অভিযোগগুলির স্বাধীনভাবে সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোনো বক্তব্যও পাওয়া যায়নি।

পরিবারের দাবি, বাংলাদেশে থাকাকালীন লিপিকা দাস শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হন। পরে পরিবারের উদ্যোগে তাঁকে গর্ভবতী অবস্থায় ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়। এরপর থেকেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

অভিযোগ অনুযায়ী, কিছুদিন পর অন্তু দাস আদালতের নথি নিয়ে এসে বাড়ির দখল নিতে চাইলে পরিবারের সদস্যরা বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। তখনই তাঁরা জানতে পারেন, কোর্ট ম্যারেজের নামে স্বাক্ষর করানো নথির মাধ্যমে সম্পত্তি তাঁর নামে রেজিস্ট্রি হয়েছে বলে দাবি করেন।

পরিবারের আরও অভিযোগ, এর আগেও কোমলপুর এলাকায় অন্তু দাসের বিরুদ্ধে একই ধরনের প্রতারণার অভিযোগ উঠেছিল। বর্তমানে তিনি পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির দখল নেওয়ার চেষ্টা করছেন বলেও দাবি করেছেন তাঁরা। এছাড়া, স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, অভিযুক্ত ব্যক্তি মাঝেমধ্যেই এলাকায় এসে পরিবারকে প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছেন এবং তাঁর সঙ্গে কিছু ভূমি দালাল বা জমি মাফিয়ার যোগসূত্র রয়েছে। তবে এই অভিযোগগুলিও স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

আর্থিকভাবে দুর্বল হওয়ায় দীর্ঘ আইনি লড়াই চালানো তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। তাই তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী, জেলা প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা উদঘাটন, পৈতৃক সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

তেলিয়ামুড়া বাজারে মদের কাউন্টার ঘিরে উত্তেজনা, চার যুবক আটক; পুলিশের বিশেষ অভিযান

আগরতলা, ১১ জুলাই : তেলিয়ামুড়া বাজারে একটি মদের কাউন্টারকে কেন্দ্র করে শুক্রবার গভীর রাতে ব্যাপক উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। রাত আনুমানিক ১২টা নাগাদ একদল মদ্যপ যুবক বাজার এলাকায় উশৃঙ্খল আচরণ শুরু করলে পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

জানা গেছে, ওই যুবকদের মধ্যে কয়েকজনের বাড়ি রাজধানী আগরতলায়। মদ্যপ অবস্থায় তারা উচ্চস্বরে চিৎকার-চেঁচামেচি, অশোভন আচরণ এবং বাজার এলাকায় অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করলে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও কয়েকজন যুবক এর প্রতিবাদ জানান। এর জেরে প্রথমে বাগ্বিতণ্ডা এবং পরে উভয় পক্ষের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে দুই পক্ষেরই কয়েকজন আহত হন বলে জানা গেছে।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে মৃদু লাঠিচার্জ করতে হয়। পরে ঘটনাস্থল থেকে চারজন উশৃঙ্খল যুবককে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পাশাপাশি টিআর০১সিজি০৪৪৫ নম্বরের একটি মারুতি ইকো গাড়িও জব্দ করে পুলিশ।

থানার নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, আটক চারজনের মধ্যে দু''জনের বাড়ি আগরতলার মজলিশপুর এলাকায় এবং অপর দু''জন তেলিয়ামুড়ার স্থানীয় বাসিন্দা। ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং এর সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

এদিকে, শুক্রবার রাতের ঘটনার পর শনিবার দুপুরে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ বাজার এলাকার বিভিন্ন মদের কাউন্টারে বিশেষ অভিযান চালায়। অভিযোগ, কয়েকটি কাউন্টারে বৈধভাবে মদ বিক্রির পাশাপাশি নিয়মিত অবৈধ আড্ডার আসর বসে। এসব আড্ডাকে কেন্দ্র করে প্রায়ই মদ্যপ অবস্থায় উশৃঙ্খলতা, মারামারি এবং জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার ঘটনা ঘটছে। এতে শহরের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বাসিন্দাদের।

শনিবারের অভিযানে কাউকে আটক করা না গেলেও পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অনেকেই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। বিভিন্ন কাউন্টারে তল্লাশি চালিয়ে সংশ্লিষ্টদের কড়া সতর্কবার্তা দেয় পুলিশ। ভবিষ্যতে এ ধরনের কর্মকাণ্ড বরদাস্ত করা হবে না বলেও জানানো হয়।

এ প্রসঙ্গে তেলিয়ামুড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জয়ন্ত কুমার জানান, শহরের আইন-শৃঙ্খলা, শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে আগামী দিনেও এ ধরনের বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে। মদ্যপ অবস্থায় জনশৃঙ্খলা নষ্ট করা, অবৈধ আড্ডা পরিচালনা কিংবা আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করলে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও তিনি সতর্ক করেন।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে তেলিয়ামুড়া বাজার এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশের ধারাবাহিক অভিযানে সাধারণ মানুষের একাংশ স্বস্তি প্রকাশ করলেও, বাজার এলাকায় অবৈধ আড্ডা ও উশৃঙ্খলতা স্থায়ীভাবে বন্ধ করতে নিয়মিত নজরদারি জোরদারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

উইমেন্স কলেজের এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে আম্বেদকর পল্লিতে বনমহোৎসব পালন

আগরতলা, ১১ জুলাই,: উইমেন্স কলেজের এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে এবং ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সহযোগিতায় শনিবার আম্বেদকর পল্লিতে বনমহোৎসব কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এই কর্মসূচিতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রী সুকান্ত সরকার। সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উইমেন্স কলেজের প্রাক্তন এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার শ্রী মৃণাল চক্রবর্তী।

বনমহোৎসব উপলক্ষে এনএসএস-এর স্বেচ্ছাসেবীরা এলাকায় বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপণ করেন। এই কর্মসূচিতে এলাকার অভিভাবক এবং গ্রামের শিশুরাও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি সুকান্ত সরকার বলেন, বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে গাছই সমস্ত প্রাণীর বেঁচে থাকার অন্যতম প্রধান উৎস। শুধুমাত্র গাছ লাগালেই দায়িত্ব শেষ হয় না, গাছকে সঠিকভাবে পরিচর্যা করে বড় করে তোলার জন্য সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন।

সম্মানীয় অতিথি মৃণাল চক্রবর্তী পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃক্ষরোপণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, খরা মোকাবিলা এবং ভূমিক্ষয় রোধে বৃক্ষরোপণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পুরো কর্মসূচির দায়িত্বে ছিলেন এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার রমা ভট্টাচার্য। পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব তুলে ধরে এই উদ্যোগ গ্রহণ করায় উপস্থিত সকলে এনএসএস ইউনিটের প্রশংসা করেন।

সংস্কারের কিছুদিনের মধ্যেই বেহাল তেল কাজলা ঝুলন্ত সেতু, আতঙ্কে ৬ পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা

আগরতলা, ১১ জুলাই : মেলাঘর এলাকার তেল কাজলা ঝুলন্ত সেতুর বেহাল অবস্থা নিয়ে চরম উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযোগ, খুব বেশি দিন আগে সেতুটির সংস্কার কাজ সম্পন্ন হলেও অল্প সময়ের মধ্যেই বিভিন্ন স্থানে বড় বড় গর্ত ও ছিদ্র দেখা দিয়েছে। ফলে সেতু দিয়ে চলাচল এখন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। স্থানীয়দের দাবি, সংস্কার কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার ও কাজের গুণগত মানের অভাবের কারণেই এত দ্রুত সেতুটি আবারও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেতুর বর্তমান অবস্থা দেখে সংস্কার কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন বাসিন্দারা।

এই ঝুলন্ত সেতুই প্রায় ছয়টি পঞ্চায়েতের হাজার হাজার মানুষের যাতায়াতের একমাত্র ভরসা। প্রতিদিন স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, কর্মজীবী মানুষ এবং সাধারণ পথচারীরা এই সেতু ব্যবহার করেন। শুধু পথচারীই নন, প্রতিদিন শত শত মোটরসাইকেলও এই ঝুঁকিপূর্ণ সেতুর ওপর দিয়ে চলাচল করছে।

এলাকাবাসীর আশঙ্কা, সেতুর দ্রুত সংস্কার না হলে যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সমস্যাটি সামনে এলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্থায়ী ও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

স্থানীয় বাসিন্দারা অবিলম্বে সেতুটির গুণগত মান নিশ্চিত করে স্থায়ী সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন। তাদের মতে, সরকারি অর্থ ব্যয়ে সংস্কার কাজের পরও যদি অল্প সময়ের মধ্যে একই সমস্যা ফিরে আসে, তবে সেই কাজের মান ও তদারকি নিয়ে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক।

এখন সাধারণ মানুষের দাবি, সম্ভাব্য দুর্ঘটনা এড়াতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর দ্রুত সেতুটি পরিদর্শন করে স্থায়ী ও মানসম্মত সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করুক, যাতে ৬টি পঞ্চায়েতের হাজার হাজার মানুষের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করা যায়।

খোয়াইয়ের শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতন হোস্টেলে খাবার ও পরিষেবা নিয়ে অভিযোগ, তদন্তের দাবি আবাসিকদের

আগরতলা, ১১ জুলাই : খোয়াইয়ের শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতন বিদ্যালয়ের জনজাতি হোস্টেলের আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের জন্য নির্ধারিত খাদ্য ও অন্যান্য পরিষেবা নিয়ে একাধিক অভিযোগ সামনে এসেছে। দীর্ঘদিন ধরে হোস্টেলের ছাত্রছাত্রীরা নানা সমস্যার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে বলে দাবি উঠেছে।

আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, হোস্টেলে নিয়মিত ও মানসম্মত খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে না। হোস্টেলে প্রদর্শিত খাদ্যতালিকা অনুযায়ী খাবার দেওয়া হয় না এবং পরিবেশিত খাবারের মানও সন্তোষজনক নয় বলে অভিযোগ তাদের।

এছাড়াও হোস্টেলের পরিচ্ছন্নতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন আবাসিকরা। হোস্টেল সুপার প্রফুল্ল দেববর্মার বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রীদের খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি যথাযথ নজরদারি না করার অভিযোগ উঠেছে। বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক জানান, বর্তমানে শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতনে প্রায় ১৪০ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছে। এর মধ্যে প্রায় ৩৬ জন প্রত্যন্ত এলাকা থেকে এসে হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করছে।

এদিকে, অভিযোগের বিষয়ে জানতে সাংবাদিকরা বিদ্যালয়ে গেলে প্রধান শিক্ষক বিক্রমজিৎ দেববর্মা জানান, তিনি এই ধরনের অভিযোগ সম্পর্কে অবগত নন।

স্থানীয় সূত্রে আরও অভিযোগ, হোস্টেলের জন্য প্রয়োজনীয় মুদি সামগ্রী সরবরাহের কাজে বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক অনন্ত রায়ের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। যদিও এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কারও পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

অভিযোগকারীদের দাবি, হোস্টেলে থাকা জনজাতি ছাত্রছাত্রীরা তাদের প্রাপ্য পুষ্টিকর খাদ্য ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই বিষয়টি নিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত করে প্রকৃত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা এবং অনিয়মের প্রমাণ মিললে দোষীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন তারা।

শনি পুজোর চাঁদা আদায়কে কেন্দ্র করে

● আটের পাতার পর

পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

স্থানীয়দের দাবি, এই পরিস্থিতিতে বিশালগড় বাইপাস দিয়ে চলাচলকারী সাধারণ মানুষ ও যানবাহনের চালকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। পূজোর নামে জোরপূর্বক অর্থ আদায়ের ঘটনায় প্রশাসনের হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন তারা।

এলাকাবাসীর আরও অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে বারবার অভিযোগ জানানো হলেও পুলিশ কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে না। এলাকায় পর্যাপ্ত পুলিশি নজরদারির অভাব থাকায় এক শ্রেণির দুষ্কৃতীরা সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চাঁদাবাজি চালিয়ে যাচ্ছে বলে দাবি তাদের।

বড়মুড়ায় জাতীয় সড়কে উপড়ে

● আটের পাতার পর

ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার ও রাস্তা পরিষ্কারের কাজে নেমে পড়েন। প্রশাসনের তৎপরতায় গাছ সরানোর কাজ শুরু হয় এবং যান চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা করা হয়। তবে কী কারণে এত বড় গাছটি উপড়ে পড়ল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

বিদ্যুৎ মন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি কংগ্রেসের

● আটের পাতার পর

তিনি আরও অভিযোগ করেন, বিদ্যুৎমন্ত্রী রেগুলেটরি কমিশনের সিদ্ধান্তের কথা বলে সরকারের ব্যর্থতা আড়াল করার চেষ্টা করছেন। আশীষ কুমার সাহা বলেন, 'যদি বিদ্যুৎ দপ্তর সঠিকভাবে পরিচালনা করতে মন্ত্রী ব্যর্থ হন, তাহলে তাঁর নৈতিক দায়িত্ব পদত্যাগ করা।'

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির দাবি, বিদ্যুৎ সমস্যা নিয়ে সাংবাদিক ও সাধারণ মানুষের প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে ব্যর্থ হচ্ছে সরকার। বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান মাসুলের কারণে প্রান্তিক ও নিম্নআয়ের মানুষের জীবনযাত্রা আরও কঠিন হয়ে পড়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

কর্মসূচি থেকে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অবিলম্বে স্মার্ট মিটার প্রকল্প বাতিল, বিদ্যুৎ পরিষেবার মানোন্নয়ন এবং বিদ্যুৎ নিগমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়। বক্তারা সতর্ক করে বলেন, দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে রাজ্যজুড়ে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

আগরতলা প্রেস ক্লাব ফুটবল প্রিমিয়ার

● আটের পাতার পর

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার, ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অমিত চৌধুরী, আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক রমাকান্ত দে-সহ ক্লাবের অন্যান্য সদস্য ও বিশিষ্ট অতিথিরা।

এবারের প্রিমিয়ার লিগে মোট চারটি দল অংশগ্রহণ করছে। উদ্বোধনী ম্যাচকে ঘিরে খেলোয়াড়দের পাশাপাশি দর্শকদের মধ্যেও ছিল ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা। মাঠজুড়ে ছিল উৎসবের আবহ, যা ফুটবলপ্রেমীদের উপস্থিতিতে আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

আয়োজকদের আশা, এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সাংবাদিকদের মধ্যে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি এবং খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পাবে। একই সঙ্গে এমন আয়োজন ভবিষ্যতেও ধারাবাহিকভাবে অনুষ্ঠিত হবে বলেও তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ক্রীড়াঙ্গন

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় প্রেসক্লাবের ফুটবল প্রিমিয়ার লিগ সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।।সাংবাদিকদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত আগরতলা প্রেস ক্লাব ফুটবল প্রিমিয়ার লিগ-২০২৬ শনিবার আগরতলার ক্ষুদিরাম স্কুল মাঠে উৎসবমুখর পরিবেশে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। নক-আউট ভিত্তিক এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে চারটি দল এপিসি ফাইটার, এপিসি টাইগার, এপিসি ওয়ারিয়র এবং এপিসি লায়ন।প্রথম সেমিফাইনালে এপিসি ওয়ারিয়র ২-১ গোলে এপিসি লায়নকে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে। ওয়ারিয়রের হয়ে অমিত দেববর্মা ও সুমিত সিংহ একটি করে গোল করেন। লায়নের একমাত্র গোলটি আসে আত্মঘাতী গোলের সুবাদে। ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন জাকির হোসেন।দ্বিতীয় সেমিফাইনালে এপিসি টাইগার ১-০ গোলে এপিসি ফাইটারকে হারিয়ে ফাইনালে স্থান নিশ্চিত করে। ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন প্রণব শীল। তিনিই ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন।রোমাঞ্চকর ফাইনালে এপিসি ওয়ারিয়র ৬-২ গোলে এপিসি টাইগারকে পরাজিত করে শিরোপা জয় করে। ফাইনালে দুর্দান্ত নৈপুণ্য দেখিয়ে অমিত দেববর্মা একাই চারটি গোল করেন এবং ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়ের সম্মান অর্জন করেন।তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে এপিসি লায়ন ৪-০ গোলে এপিসি ফাইটারকে পরাজিত করে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। কিংকর শীল দুটি গোল করেন। এছাড়া অভিজিৎ মজুমদার ও অলোক চৌধুরী একটি করে গোল করেন। কিংকর শীল ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন।প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার বিমল কুমার রায় চৌধুরী, ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অমিত চৌধুরী, আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার, সহ-সভাপতি চিত্রা রায় এবং সম্পাদক রমাকান্ত দে।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় আগরতলা প্রেস ক্লাবের সারা বছরব্যাপী ক্রীড়া উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।ফাইনাল খেলা শেষে আয়োজিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি (আইসিএ) দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য, আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার, সহ-সভাপতি চিত্রা রায় এবং সম্পাদক রমাকান্ত দে চ্যাম্পিয়ন, রানার্স-আপ ও তৃতীয় স্থানাধিকারী দলের হাতে ট্রফি ও নগদ অর্থ তুলে দেন।প্রতিযোগিতায় অমিত দেববর্মা সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার অর্জন করেন। অপরদিকে স্বপন মিয়া টুর্নামেন্টের সেরা গোলরক্ষক নির্বাচিত হন।উল্লেখ্য, টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী চার দলের অধিনায়ক ছিলেন সুপ্রভাত দেবনাথ (এপিসি ফাইটার), অভিষেক দেববর্মা (এপিসি টাইগার), সুমিত সিংহ (এপিসি ওয়ারিয়র) এবং মেঘধন দেব (এপিসি লায়ন)। টুর্নামেন্ট এ সহযোগিতা করেছে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলার্স, পিয়ারলেস হাসপাতাল, ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অব প্যারামেডিকেল সায়েন্স। স্পোর্টস সাব কমিটির কনভেনার অভিষেক দে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

টিএফএ-র লংতরাই সি-ডিভিশন ফুটবল টুর্নামেন্টের সফল সমাপ্তি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ই জুলাই।। বিপুল উৎসাহ এবং উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আজ শনিবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে সমাপ্ত হলো লংতরাই সি-ডিভিশন ফুটবল টুর্নামেন্ট। এবারের টুর্নামেন্টে পয়েন্টের ভিত্তিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে জম্পুইজলা এফসি (চঙ্খ)। অন্যদিকে, আজ টুর্নামেন্টের শেষ ম্যাচে ইকফাই এফসি এবং সিমনা তামাকারী দলের মধ্যকার লড়াইটি ১-১ গোলে ড্র হয়। এই ড্রয়ের সুবাদে পয়েন্ট তালিকায় এগিয়ে থেকে ইকফাই এফসি রানার্স আপের শিরোপা নিজেদের নামে করে নেয়। আজকের এই সমাপনী তথা ফাইনাল ম্যাচে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ম্যাচ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের শোভা বাড়ান রাজ্য বিধানসভার মাননীয় সদস্য সুশান্ত দেব মহোদয়।টুর্নামেন্টের সফল সমাপ্তি ঘোষণা করে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের লীগ কমিটির সেক্রেটারি তপন সাহা অংশগ্রহণকারী সমস্ত দলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন। একই সাথে এই আসরকে সফল করে তোলার জন্য তিনি ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের পেট্রন, সভাপতি, সহ-সভাপতি, সচিব ও গভর্নিং বডির সমস্ত সদস্যদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এছাড়াও রেফারি এসোসিয়েশনের সক্রিয় সহযোগিতা, গ্রাউন্ড স্টাফদের অক্লান্ত পরিশ্রম, সংবাদমাধ্যমের বন্ধুদের অকুণ্ঠ সমর্থন এবং প্রতিদিন মাঠে আসা ক্রীড়ামোদী দর্শকদের উপস্থিতির জন্য তিনি সকলকে কমিটির পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

সি ডিভিশন ফুটবল : ড্র করেও গোল পার্থক্যে রানার্সআপ ইকফাই এফ.সি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত সি ডিভিশন সুপার লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টের ষষ্ঠ তথা শেষ ম্যাচটি ড্রয়ে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। রোমাঞ্চকর এই শেষ ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল সিমনা তামাকারী ফুটবল ক্লাব বনাম ইকফাই ফুটবল ক্লাব। খেলার শুরু থেকেই দুই দলই আক্রমণ-প্রতিআক্রমণের মাধ্যমে মাঠ উত্তপ্ত করে রাখে। ম্যাচের ৩৪ মিনিটের মাথায় ইকফাই ফুটবল ক্লাবের হয়ে প্রথম গোলটি করে দলকে এগিয়ে দেন তারকা খেলোয়াড় এল. ডার্লং। তবে ১-০ গোলে পিছিয়ে পড়েও হাল ছাড়েনি সিমনা তামাকারী ক্লাব। ম্যাচের একেবারে শেষ মুহূর্তে, অর্থাৎ ৮০ মিনিটে নেলসন ত্রিপুরার দুর্দান্ত এক গোলের সৌজন্যে সমতায় ফেরে সিমনা তামাকারী। টানটান উত্তেজনার এই ম্যাচটি শেষ পর্যন্ত ১-১ গোলের সমতায় শেষ হয়। ম্যাচ জুড়ে খেলোয়াড়দের আক্রমণাত্মক মনোভাবের কারণে রেফারিকে বেশ কয়েকবার কার্ড পকেট থেকে বের করতে হয়েছে। ফাউল ও নিয়মভঙ্গের দায়ে সিমনা তামাকারী ক্লাবের দুই ফুটবলার ডিম সং ত্রিপুরা ও অপর এক খেলোয়াড় সহ ইকফাই ফুটবল ক্লাবের এল্ডারকে হলুদ কার্ড দেখান রেফারি। আজকের এই ড্রয়ের ফলে লিগ টেবিলে সিমনা তামাকারী ফুটবল ক্লাব এবং ইকফাই ফুটবল ক্লাবের মোট পয়েন্ট সমান দাঁড়িয়েছে। তবে পয়েন্ট এক হলেও ভাগ্য নির্ধারণ হয়েছে গোল ব্যবধানে। টুর্নামেন্টে গোল পার্থক্যের নিরিখে সিমনা তামাকারীকে পেছনে ফেলে রানার্সআপ খেতাব নিজেদের নামে নিশ্চিত করেছে ইকফাই ফুটবল ক্লাব।

লর্ডসে ইতিহাস, ক্রিকেটের মক্কায় প্রথম বার মহিলাদের টেস্ট, প্রথম দিনে হরমনপ্রীতদের ইনিংস শেষ ২৮৫ রানে, শতরান হাতছাড়া স্মৃতির

মহিলাদের ক্রিকেটে যে জনপ্রিয়তা বাড়ছে, তা আর এখন অজানা নয়। গত বছর ভারতের বিশ্বকাপ প্রমাণ করে দিয়েছে যে মেয়েদের ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা ক্রমশ ঊর্ধগামী। তবু এত দিন ধরে একটি খচখচানি ছিল মহিলা ক্রিকেটের। কোনও দিন লর্ডসে মহিলাদের টেস্ট ম্যাচ হয়নি। সেই আক্ষেপ মিটে গেল শুক্রবার। প্রথম বার মহিলাদের টেস্ট আয়োজিত হল ক্রিকেটের মক্কায়। প্রথম দিন প্রথমে ব্যাট করে ভারত অলআউট হয়ে গেল ২৮৫ রানে। জবাবে দিনের শেষে ইংল্যান্ড ২১/১।

১৪২ বছর আগে লর্ডসে প্রথম বার পুরুষদের টেস্ট আয়োজন করা হয়েছিল। তার পর বহু ম্যাচ হয়েছে। কিন্তু মহিলাদের টেস্ট আয়োজন করার ভাবনাচিন্তা করা হয়নি। ইংল্যান্ড দেশের মাটিতে খেললেও অন্য মাঠে খেলা আয়োজন করা হত। ৫০ বছর আগে লর্ডসে মহিলাদের এক দিনের ম্যাচ আয়োজন করা হয়েছিল।

অবশেষে টেস্ট আয়োজন করা হল।ইংল্যান্ডে ভারতের ছেলেদের দলও এখন রয়েছে। তারা একটিও ম্যাচ এখনও জিততে পারেনি। কিন্তু টেস্টে প্রথম দিনে মেয়েদের কিছুটা হলেও লড়াই দিতে দেখা গেল। দিনের শেষে ভারত যে খারাপ জায়গায় আছে তা বলা যাবে না। ইংল্যান্ডে দলের বেশির ভাগ ক্রিকেটারই খেলার অভিজ্ঞতা নেই। তার উপর লাল বলের ক্রিকেট। তুলনায় অনেক ধীরস্থির মনোভাব দেখা গিয়েছে ব্যাটারদের মধ্যে।ঐতিহাসিক টেস্ট খেলতে নেমে ভারতের শুরুটা অবশ্য ভাল হয়নি। সাত ওভারের মধ্যেই ফিরে যান শেফালি বর্মা (০) এবং যস্তিকা ভাটিয়া (১২)। তৃতীয় উইকেটে জেমাইমা রদ্রিগেজের (৩৫) সঙ্গে জুটি বেধে ৬৪ রান তোলেন স্মৃতি মন্ধানা। দলের রানও ১০০ পেরিয়ে যায়। টেস্ট নয়, বরং দুই ক্রিকেটারই বেশ আগ্রাসী খেলছিলেন। লরেন ফাইলারকে বেশি আক্রমণ করেন স্মৃতি। পরে সোফি একলেস্টোনকে ছয় মারেন মিড উইকেটের উপর দিয়ে।জেমাইমা ফেরার পর মন্ধানার সঙ্গে যোগ দেন হরমনপ্রীত। দু'জনে চতুর্থ উইকেটে ৮৯ রান তোলে। সেই সময়ে ইংল্যান্ডের উপরে দাপট দেখায় ভারত। তবে শতরানের আগেই ফেরেন মন্ধানা। হরমনপ্রীত ফেরেন চা-বিরতির ঠিক আগে।এর পর দলের হাল ধরেন দীপ্তি শর্মা। স্নেহ রানার সঙ্গে তাঁর ৪৫ রানের জুটি ভারতকে ২৫০ রানের গন্ডি পার করে দেয়। এক সময় ভারতের স্কোর ছিল ১৯০/৩। সেখান থেকে ভারতের বাকি সাতটি উইকেট ৪৫ রানের মধ্যে ফেলে দেয় ইংল্যান্ড। দীপ্তি ৫৭ রান করেন।ইংল্যান্ডের একমাত্র উইকেটটি নিয়েছেন ক্রান্তি গৌড়। তিনি ফিরিয়েছেন ট্যামি বিউমন্টকে (২)।

'সুপার সাব' মেরিনোর গোলে ১৬ বছর পর বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে স্পেন

বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠে গেল স্পেন। বিশ্বকাপে যেমন ভাবে খেলে এসেছে তারা, সেই দাপট বজায় রেখেই কোয়ার্টার ফাইনালে বেলজিয়ামকে ২-১ গোলে হারাল। আরও এক বার দেশকে জেতালেন 'সুপার সাব' মিকেল মেরিনো। সংযুক্তি সময়ে গোল করে দলকে জেতালেন তিনি। অবশ্য দোষ প্রাপ্য বেলজিয়ামের গোলকিপার সেন লেমেন্সের। পরিবর্ত গোলকিপার হিসাবে বিশ্বকাপে প্রথম বার খেলতে নেমেছিলেন। প্রথম ম্যাচটিই দুঃস্বপ্ন হয়ে রইল তাঁর কাছে।

স্পেন জেতায় বিশ্বকাপের সেমিফাইনালেই দেখা যেতে চলেছে 'ফাইনাল'। ফ্রান্স এবং স্পেন দুই দেশই যে এ বার বিশ্বকাপ জয়ের দাবিদার, তা প্রতিযোগিতা শুরুর আগে থেকেই বলছিলেন বিশেষজ্ঞেরা। তবে ইউরোপের দুই শক্তিধর দেশের দেখা ফাইনালে নয়, হচ্ছে সেমিফাইনালেই। মঙ্গলবার রাত ১২.৩০টা থেকে শুরু ম্যাচ।

আর কত ম্যাচে স্পেনকে বাঁচাবেন মিকেল মেরিনো? তিনি পরিবর্ত হিসাবে নামলে স্পেনের গোল যেন বাঁধা। এ দিন মাঠে নামার দু'মিনিটের মধ্যে গোল করলেন তিনি। পর্তুগালের বিরুদ্ধে সংযুক্তি সময়ে মেরিনোর গোলেই জিতেছিল স্পেন। কোয়ার্টার ফাইনালেও একই জিনিস দেখা গেল। এ বারও তাঁর গোল এল সংযুক্তি সময়ে। প্রায় গোটা ম্যাচ খেলেও এ দিন কিছুই করতে পারেননি মিকেল ওয়ারজাবাল। প্রশ্ন উঠছিল, কেন নামানো হচ্ছে না মেরিনোকে। খেলা শেষ হওয়ার কিছু ক্ষণ আগে মেরিনোকে নামান স্পেনের কোচ লুই দে লা ফুয়েন্তে। নামার দু'মিনিটের মধ্যে গোল করেন মেরিনো। সেই গোলে বিপক্ষ গোলকিপারের দোষ থাকলেও, সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় থেকে গোল করার জন্য মেরিনোরও প্রশংসা প্রাপ্য।

৭১ মিনিটের মাথায় মাঠ ছাড়তে হয় বেলজিয়ামের প্রধান গোলকিপার থিবো কুর্তেয়াকে। এমনিতেই তিনি বিশ্বের অন্যতম সেরা গোলকিপার। এ দিনও গোটা ম্যাচে অসাধারণ কিছু সেভ করেছিলেন। একটি সেভ করতে গিয়েই উরুর পেশিতে টান লাগে তাঁর। খেলা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও পারেননি। তুলে নিতে হয় তাঁকে। ডাগআউটে ফেরার পথে কুর্তেয়ার চোখে জল দেখা যায়। তখনই কি তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এটাই তাঁর শেষ ম্যাচ হতে চলেছে? কুর্তেয়ার বদলে গোলকিপিং করতে নামেন লেমেন্স, যিনি ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে খেলেন। প্রথম বার বিশ্বকাপে খেলতে নেমেই তিনি যে ভুলটি করলেন তা হয়তো কোনও দিনও ভুলতে পারবেন না। বক্সের কিছুটা বাইরে থেকে রদ্রির শট অনায়াসে ধরে ফেলার কথা ছিল। তা করতে গিয়েই লেমেন্সের বুকে লেগে বল বেরিয়ে যায়। সামনেই ছিলেন মেরিনো। তিনি গোল করেন। ওই একটি ভুলেই বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেল বেলজিয়াম।

বিশ্বকাপের আগের ম্যাচগুলিতে লেমিনে ইয়ামালকে খুব একটা ছন্দে দেখা যায়নি। আগের ম্যাচে তাঁকে প্রায় পকেটে পুরে রেখেছিল পর্তুগাল। তবে বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে পাওয়া গেল আসল ইয়ামালকে। যে খেলার জন্য তিনি বার্সেলোনায় প্রসিদ্ধ এবং দুনিয়ার অন্যতম সেরা প্রতিভা, সেটাই দেখা গেল ইয়ামালের খেলায়। বেলজিয়ামের রক্ষণকে গোটা ম্যাচে ব্যস্ত রাখলেন তিনি। বার বার ডান দিক থেকে কাট করে ভেতরে ঢুকলেন, জায়গা বদল করে কখনও মাঝে, কখনও বাঁ দিকে গেলেন, সুযোগ পেলেই গোলে শট নেওয়ার চেষ্টা করলেন, সতীর্থদের ভাল বল বাড়ালেন। ভাগ্য সহায় থাকলে এ দিনই ইয়ামালের গোল পেয়ে যাওয়ার কথা। কপাল খারাপ থাকায় তা হল না। শেষ দিকে দুটি সহজ সুযোগ নষ্ট করেন।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এতটাই গতিতে খেলা হল যে চোখের পলক ফেলা গেল না। কখনও স্পেন আক্রমণ করেছে, কখনও পাল্টা দিয়েছে বেলজিয়াম। ম্যাচের বেশ কিছুটা সময় স্পেন একটানা আক্রমণ করে গিয়েছে। বেলজিয়াম চুপচাপ বসে থাকেনি। রক্ষণের পাশাপাশি বল পেলেই আক্রমণে উঠেছে। প্রতি আক্রমণে গোল তুলে নেওয়ার চেষ্টা করেছে। নকআউটে অনেক দলের খেলায় যেন ঘর সামলে আক্রমণে ওঠার কৌশল দেখা যায়, এ দিন স্পেন বা বেলজিয়াম কারও খেলাতেই তা ছিল না। ফলে ঘুমপাড়ানি ফুটবল দেখতে হয়নি।

পর্তুগালের বিরুদ্ধে প্রথম একাদশে রাখেননি ফ্যাবিয়ান রুইজকে। এ দিন ফুয়েন্তে শুরু থেকেই নামিয়ে দেন তাঁকে। লক্ষ্য ছিল আক্রমণে লোক বাড়ানো। পেদ্রিকে রাখা হয়নি। স্পেন না জিতলে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে শোরগোল দেখা দিত। কারণ পেদ্রি বিশ্বকাপে ভাল ফর্মে রয়েছেন। কিন্তু রুইজ বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁকে হিসাবের বাইরে রাখা যাবে না। প্যারিস সঁ জরমেঁর চালিকাশক্তি তিনি। কিন্তু স্পেন দলে এতই বিকল্প যে প্রতি ম্যাচে সুযোগ পান না। এ দিন সুযোগ পেয়েই গোল করে নিজের প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন রুইজ। বাঁ প্রান্তে আলেক্স বায়েনার ভার লাঘব করেছেন তিনি। পেদ্রি সাধারণত প্রতিপক্ষের থেকে বল কেড়ে নেওয়া এবং আক্রমণে সাহায্য করেন। কিন্তু রুইজ নিখুঁত ছিলেন তাঁর পজিশনে। যা কাজে লেগেছে পরে।বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠে ফ্রান্সকে হুঁশিয়ারি লামিনে ইয়ামালের। তাঁর দাবি, কিলিয়ান এমবাপেদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। বরং ফ্রান্সেরই উচিত তাঁদের সমীহ করা। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক জয়গুলির কথা উল্লেখ করে ইয়ামালের দাবি, প্রতিযোগিতার দুই সেরা দলের লড়াই হবে।

বেলজিয়ামকে হারিয়ে ফ্রান্সের মুখোমুখি স্পেন। ইয়ামাল মনে করছেন সেমিফাইনালে চাপে থাকবে দিদিয়ের দেশঁর দলই। ১৮ বছরের স্ট্রাইকার বলেছেন, "আমরা সত্যিই খুব উত্তেজিত। বিশ্বকাপ শুরুর সময়েই আমরা এই ম্যাচটা খেলার আশায় ছিলাম। স্পেন-ফ্রান্স ম্যাচের প্রত্যাশা ছিল। আমার মতে, প্রতিযোগিতার সেরা দুটো দল মুখোমুখি হতে চলেছে।"

বিশ্বকাপে বেশ ভাল খেলছে ফ্রান্স। এমন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে স্পেন কি খেলার ধরন বদল করবে? ইয়ামাল মনে করেন না, এমন কিছুর প্রয়োজন রয়েছে। তিনি বলেছেন, "এমন একটা দলের বিরুদ্ধে খেলা পড়েছে, যারা নিশ্চিত ভাবে আমাদের উপর চাপ তৈরির চেষ্টা করবে। তবে গোটা ম্যাচ চাপে রাখতে পারবে না। আমরা আমাদের মতোই খেলব। ফ্রান্স যদি কোনও দলকে সমীহ করে, সেটা আমরাই। কারণ আমরাই ওদের আগের প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে দিয়েছিলাম।" ২০২৪ সালের ইউরোর সেমিফাইনালে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তাঁদের ২-১ ব্যবধানে জয়ের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন ইয়ামাল। যখন তাঁর বয়স ছিল ১৬। ইয়ামালের দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে দু'দলের ম্যাচের ফলাফলগুলিই ফ্রান্সকে বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে চাপে রাখবে।

বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত একটি গোল করেছেন ইয়ামাল। তবে সবচেয়ে বেশি ১৭টি গোলের সুযোগ তৈরি করেছেন। শেষ দু'টি ম্যাচে গোলে ন'টি শট মেরেছেন বার্সেলোনার স্ট্রাইকার। ইয়ামাল অবশ্য ব্যক্তিগত সাফল্যকে গুরুত্ব দিতে চাইছেন না। তিনি বলেছেন, "এটা হতাশার কোনও কারণ নয়। আমি তো ইউরো কাপেও একটা গোল করেছিলাম। দল যত ক্ষণ এগিয়ে চলেছে, তত ক্ষণ ভাবার বা হতাশার কোনও কারণ নেই। দলই আমার কাছে আগে। আশা করছি, আমরা আরও একটা ভাল জয় পাব।"ফ্রান্সে এমবাপের মতো ফুটবলার রয়েছেন। কতটা কঠিন হতে পারে সেমিফাইনাল? ইয়ামাল বলেছেন, "আমরা আত্মবিশ্বাসী। ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। আরে, শেষ দুটো ম্যাচে আমরাই জিতেছি। ওদেরই বরং আমাদের ভয় পাওয়া উচিত। সেমিফাইনালে উঠে আমরা খুশি। আমরা বেশ ভাল খেলছি। অন্য দলগুলো আমাদের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে। আমরা এখানে এসেছি ট্রফি জিততে। সেটাই আসল।" আগামী ১৪ জুলাই ডালাসে ফ্রান্সের মুখোমুখি হবে স্পেন। এই ম্যাচ ঘিরে এখন থেকেই উত্তেজিত ফুটবলপ্রেমীরা।

গোলের সংখ্যাই হোক বা পেনাল্টি মিস বিশ্বকাপে একে অপরকে তাড়া করছেন এমবাপে এবং মেসি

লিয়োনেল মেসি এবং কিলিয়ান এমবাপে।এ বারের বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে এই দু'জনকে নিয়েই। শুধু পরের পর ম্যাচে গোল করাই নয়, নিজেদের দলকে তাঁরা যে ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তাতে ফাইনালে আবার আর্জেন্টিনা ও ফ্রান্স মুখোমুখি হলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।দুই তারকা ফুটবলারের প্রতিযোগিতা একই রকম কায়দায় এগোচ্ছে। ব্যাপারটা একটু চমকপ্রদ। তবে এটাই ঘটনা যে, মেসি গোল করলে এমবাপেও গোল করছেন। মেসি মিসকরলে এমবাপেও করছেন। ঠিক যেন ক্রিস্টোফার নোলানের 'দ্য প্রেস্টিজ' সিনেমার মতো। মেসি এবং এমবাপে হলেন ফুটবলের রবার্ট আঙ্গিয়ার এবং আলফ্রেড বোর্ডেন। দু'জনেই ক্রমাগত একে অপরকে পেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। কখনও মেসি ছুঁয়ে ফেলছেন এমবাপেকে। আবার কখনও উল্টোটাও হচ্ছে।মঙ্গলবার আটলান্টায় মিশরের বিরুদ্ধে মেসি পেনাল্টি নিয়েছিলেন এবং নষ্ট করেছিলেন। ঠিক দু'দিন বাদে বস্টনে এমবাপে মরক্কোর বিরুদ্ধে পেনাল্টি নষ্ট করেছেন। প্রত্যেক সমর্থক এই দুই তারকা ফুটবলারের থেকে গোল আশা করেছিলেন। যদিও মেসি গ্রুপ পর্বে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে পেনাল্টি নষ্ট করেছিলেন। মিশরের মোস্তফা সুবীর এবং মরক্কোর ইয়াসিন বোনো শুধু দু'টি গোলই বাঁচাননি, তাঁরা প্রমাণ করিয়েছেন যে মেসি এবং এমবাপেও মানুষ। তবে দু'জনের দেশ মিশর এবং মরক্কো বিশ্বকাপে টিকে থাকতে পারেনি।মিশরের বিরুদ্ধে গোল নষ্ট করলেও পরে মেসি ঠিক গোল করেছিলেন। স্টেডিয়ামের বড় পর্দায় যাতে তাঁর নাম দেখা গিয়েছিল আবার। বস্টনে ঠিক একই কাজ করেছেন এমবাপে। প্যারিস সঁ জরমেঁর দুই প্রাক্তন ফুটবলার ১৯ জুলাই ফাইনালে মুখোমুখি হওয়ার দিকে এগোচ্ছেন। ঠিক যেমনটা হয়েছিল চার বছর আগে, কাতারের দোহায়। সেই ম্যাচে এমবাপে হ্যাটট্রিক করলেও ট্রফি জিতেছিলেন মেসি।কিছু দিন আগে এমবাপে বলেছিলেন, "লিয়ো সব সময় গোল করে। আগেও করেছে। পরেও করবে। যদি আমি লিয়োর গোল করার দিকে মনোযোগ দিই, তা হলে আমাকে আরও বেশি পরিশ্রম করতে হবে। তাই মেসির দিকে একেবারে নজর দিচ্ছি না। আমি নিজের দলকে জেতানোর কথা ভাবছি।"যদি এমবাপে একটু গভীরে নজর দিতেন তা হলে বুঝতেন, মেসির সঙ্গে তাঁর যাত্রাপথের পুরোটায় মিল নেই।বিশ্বকাপে মেসির পারফরম্যান্স কষ্ট করে অর্জন করতে হয়েছে। অন্য দিকে, এমবাপের যাত্রাপথ প্রায় মসৃণ। নকআউট পর্ব শুরু হওয়ার পর থেকে দু'টি ম্যাচেই কষ্ট করে জিততে হয়েছে আর্জেন্টিনাকে। ফ্রান্সের ক্ষেত্রে হয়েছে ঠিক তার উল্টোটা।বিশ্বকাপের শুরুর দিকে জুন মাসের এক মঙ্গলবারে ফিরে যাওয়া যাক। মেসি, আর্লিং হালান্ড এবং এমবাপের বিশ্বকাপ শুরু হয়েছিল একই দিনে। মাঠে নামার আগেই এমবাপে এবং হালান্ডের পারফরম্যান্স দেখে ফেলেছিলেন মেসি। আলজেরিয়ার বিরুদ্ধে সেই ম্যাচে তিনি হ্যাটট্রিক করেন। তবে আইসা মান্দিকে ফাউল করার জন্য সেই ম্যাচে তাঁকে লাল কার্ড দেখানোই যেত। পরে আলজেরিয়া ফিফায় অভিযোগ করে। কিন্তু মেসি ভাগ্যবান। তিনি বেঁচে যান। ম্যাচের পর কেঁদেও ছিলেন।

মেসি বলেছিলেন, "আমার জীবনে বেশ কিছু কঠিন দিন গিয়েছে। তার সঙ্গে ফুটবলের সম্পর্ক নেই। তাই জন্যেই চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এসেছিল।" পরে জানা যায়, মেসির বাবার গভীর অসুস্থতায় ভুগছিলেন। শেষ ৩২-এর ম্যাচে কাবো ভার্দের বিরুদ্ধে মেসি যখন বক্স থেকে দুর্দান্ত গোল করে আর্জেন্টিনাকে এগিয়ে দেন, মনে হয়েছিল তাদের ম্যাচ জেতা সময়ের অপেক্ষা। তা হয়নি। কাবো ভার্দে দু'বার গোল শোধ করে দিয়েছিল। ম্যাচ নিয়ে গিয়েছিল অতিরিক্ত সময়ে। সিডনি লোপেজ কাবরাল ১০৩ মিনিটে গোল করার পর আর্জেন্টিনা সত্যিই কেঁপে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত দিনি বোর্জেসের আত্মঘাতী গোলে আর্জেন্টিনা জেতে।

পরের রাউন্ডে মিশরও আর্জেন্টিনাকে খাদের কিনারায় ঠেলে দিয়েছিল। মেসিরা শুরুতেই পিছিয়ে পড়েছিলেন। মেসির পেনাল্টি থেকে খেলায় সমতা ফিরতে পারত। কিন্তু তিনি পেনাল্টি নষ্ট করায় চিন্তা আরও বাড়ে। আগের ম্যাচের মতো ভালো শটও মারতে পারছিলেন না। ম্যাচ শেষ হওয়ার ১২ মিনিট আগে পর্যন্ত আর্জেন্টিনা ০-২ গোলে পিছিয়ে ছিল। মেসির ক্রস থেকে সমতা ফেরান ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো। দ্বিতীয় গোল করেন মেসি। সংযুক্ত সময় গোল করে আর্জেন্টিনাকে জেতান এনজো ফের্নান্দেজ।

ফ্রান্স বেশ সহজেই সেমিফাইনালে উঠে গিয়েছে। কোনও ম্যাচই অতিরিক্ত সময়ে গড়ায়নি। তিনটি নকআউট ম্যাচের একটিতেও গোল খায়নি ফ্রান্স। এমবাপের কাছে লড়াইটা অবশ্য অত সহজ ছিল না। প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে গোল করতে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। প্রতিপক্ষ ফুটবলারদের চোরাগোপ্তা মার খেয়েছেন। প্যারাগুয়ের রাজনৈতিক নেতৃত্বের থেকে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য শুনতে হয়েছে। তবে মাঠের মধ্যে এমবাপেকে দেখে মনে হয়েছে, তাঁর মতো শান্ত ফুটবলার আর নেই। হয়তো নিজের প্রতিভা সম্পর্কে অবগত থাকা এবং তাঁকে ছাড়াও যে ফ্রান্সকে জেতানোর জন্য অন্যান্য ফুটবলার রয়েছে, সেটা জানা থাকায় এমবাপে শান্ত থাকতে পারেন। বৃহস্পতিবার রাতে বস্টনে বার্লঁদ্যর জয়ী উসমান দেম্বেলে ভাল খেলেছিলেন। এ ছাড়া মাইকেল ওলিসের সঙ্গেও এমবাপের বোঝাপড়া ভাল। আর্জেন্টিনার চেয়ে ফ্রান্স অনেক বেশি সুযোগ তৈরি করতে পারে। মরক্কোর বিরুদ্ধে তারা ২২টি শট নিয়েছিল। তাই এমবাপে পেনাল্টি নষ্ট করার সময়ও ফ্রান্স কেঁপে যায়নি।

মরক্কো ম্যাচের শেষ দিকে এমবাপে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং পরিবর্ত খেলোয়াড় নামানোর ইঙ্গিত করতে থাকেন। সে সময় উত্তেজনার মুহূর্ত তৈরি হয়েছিল। পরে জানা যায় বিষয়টি অতটা গুরুতর নয়। গোড়ালিতে সামান্য সমস্যার জন্য তিনি উঠে গিয়েছিলেন। ম্যাচের পর এমবাপের উৎসব থেকে বোঝাই যায়নি তাঁর চোট রয়েছে। সতীর্থদের সঙ্গে একগাল হাসি নিয়ে নাচানাচি করেছেন।

মেসি এবং এমবাপের অভিজ্ঞতা এই বিশ্বকাপে একই রকম। আবার আলাদাও। দু'জনের চলার পথ দু'রকম। কিন্তু ফলাফলের ক্ষেত্রে রয়েছে সাদৃশ্য। দু'জনেই চান দ্বিতীয় বিশ্বকাপ। অপেক্ষা আর কয়েক দিনের।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

উন্নয়নের নিরিখে উত্তর পূর্ব জোনে একটা বিশেষ স্থান দখল করবে ত্রিপুরা: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১১ জুলাই: উন্নয়নের নিরিখে আগামীতে উত্তর পূর্ব জোনে একটা বিশেষ স্থান দখল করবে আগরতলা তথা ত্রিপুরা। একই সঙ্গে ধর্মীয় স্থানগুলির দেখভাল ও উন্নয়ন করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে বর্তমান সরকার। আজ আগরতলার সেন্ট্রাল রোডস্থিত শিববাড়ি চত্বরে শিববাড়ি জলাশয়ের উন্নয়ন ও সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পের সূচনা করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদি দায়িত্ব গ্রহণের পর ধর্মীয় স্থানগুলির উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি সারা ভারতবর্ষে একটা আস্তিকের পরিবেশ তৈরি করেছেন। একইভাবে ২০১৮ সালের পর আমাদের ত্রিপুরাতেও সেই দিশায় কাজ করছে সরকার। আমরাও ধর্মীয় স্থানগুলির উন্নয়নে নজর দিয়েছি। ২০২৪ সালের ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২০২১ সালে বারাণসীতে কাশি বিশ্বনাথ করিডোরের সূচনা করা হয়। প্রসাদ প্রকল্পে ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের পরিকাঠামো উন্নয়নের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরের আধুনিকীকরণ করা হয়। জম্মু ও কাশ্মীরে মা সারদা দেবীর মন্দিরের সৌন্দর্যায়ন করা হয়। যা পূর্বতন সরকারের সময় করা হয় নি।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ধর্মীয় স্থানগুলির দেখভাল ও উন্নয়ন করা খুবই প্রয়োজন। ধর্মীয় আস্থার প্রতি সম্মান জানিয়ে শিববাড়ি জলাশয়ের উন্নয়ন ও সৌন্দর্যায়ন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একইভাবে চতুর্দশ দেবতা মন্দিরের উন্নয়নেও বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। কমলাসাগরেও কসবেশ্বরী মন্দিরের উন্নয়ন করা হচ্ছে। এভাবে অনেক জায়গায় পুকুর সৌন্দর্যায়ন করা হচ্ছে। আগামীদিনেও এধরনের উদ্যোগ নেওয়া হবে। এতে একটা পবিত্রতার ভাব চলে আসছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, এখন বহু মানুষ বাইরে থেকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আসেন। পর্যটকও প্রচুর সংখ্যায় আসছেন। ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়ন দেখে তারা মুগ্ধ হয়ে পড়ছেন। এবারের দুদিনের ইনভেস্টর সামিটে শুধু ভারতবর্ষ না বিদেশ থেকেও প্রচুর মানুষ অংশগ্রহণ করেছেন। আমাদের আশা ছিল অন্তত ৫০০ জনের মতো প্রতিনিধি আসবেন। সেই জায়গায় প্রায় ১২০০ এর মতো এসেছেন। এধরনের সফল আয়োজনের জন্য প্রধানমন্ত্রী নিজেও খুশি হয়েছেন। আমাদের টার্গেট ছিল এই সামিটে ১ লক্ষ কোটি টাকার মতো বিনিয়োগ আসবে। সেখানে প্রায় ১ লক্ষ ২১ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ মৌ হয়েছে। আগরতলা তথা ত্রিপুরা যেভাবে উন্নয়ন করছে তাতে আগামীতে উত্তর পূর্ব জোনে একটা বিশেষ স্থান দখল করবে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারম্যান রত্না দত্ত, নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব মিলিন্দ রামটেকে, ত্রিপুরা জল বোর্ডের সিইও মিহির কান্তি গোপ, পুর নিগমের কমিশনার সাজু ওয়াহিদ এ সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

বিভিন্ন দাবিতে খোয়াইয়ে এসএফআই-এর দুই ঘণ্টার গণঅবস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই ।। বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রী সংশ্লিষ্ট দাবি-দাওয়া সামনে রেখে শনিবার খোয়াইয়ের সুভাষ পার্কে দুই ঘণ্টার গণঅবস্থান কর্মসূচি পালন করল ভারতের ছাত্র ফেডারেশন (এসএফআই)-এর তেলিয়ামুড়া ও খোয়াই বিভাগীয় কমিটি।

খোয়াই সুভাষ পার্কে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের সামনে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে ছাত্রনেতা ও কর্মীরা শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

গণঅবস্থান থেকে সরকারি স্কুলগুলিতে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষার বেসরকারীকরণের বিরোধিতা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা দ্রুত সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

এসএফআই নেতৃবৃন্দ বলেন, ছাত্রসমাজের স্বার্থে উত্থাপিত দাবিগুলি অবিলম্বে পূরণ করতে হবে। অন্যথায় আগামী দিনে আরও বৃহত্তর ও তীব্র আন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হবে সংগঠন।

এই গণঅবস্থান কর্মসূচিতে সংগঠনের বহু নেতা-কর্মী ও ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন।

যন্তর মন্তরে ছাত্র আন্দোলনে সংহতি জ্ঞাপন প্রকাশ রাজ, থমাস, জিতেন্দ্র চৌধুরীর

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই: বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁস ও পরীক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতার প্রতিবাদে যন্তর-মন্তরে চলমান আন্দোলনে শনিবার সংহতি জানাতে উপস্থিত হন বিশিষ্ট অভিনেতা প্রকাশ রাজ, কেরলের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী থমাস আইজ্যাক এবং ত্রিপুরা বিধানসভার বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তিন বিশিষ্ট ব্যক্তি আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং দেশের পরীক্ষাব্যবস্থার ক্রমাগত অবনতি ও লক্ষাধিক শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁরা একটি স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য পরীক্ষাপদ্ধতির দাবি জানান এবং এ বিষয়ে কেন্দ্র সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

এদিন তাঁরা শিক্ষা সংস্কারক সোনম ওয়াংচুক-এর অনির্দিষ্টকালের অনশন কর্মসূচির প্রতিও সমর্থন জানান।

পাশাপাশি আগামী ২০ জুলাই যন্তর-মন্তর থেকে সংসদ ভবন পর্যন্ত আয়োজিত শান্তিপূর্ণ পদযাত্রায় অংশগ্রহণের ঘোষণাও করেন। তাঁদের বক্তব্য, পরীক্ষায় বারবার অনিয়ম ও ব্যর্থতার শিকার হওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের ন্যায়বিচার, শিক্ষাব্যবস্থায় জবাবদিহিতা এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান-এর পদত্যাগের দাবিতে এই আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করা হবে।

ককরোচ জনতা পার্টি প্রকাশ রাজ, ড. টমাস আইজ্যাক এবং জিতেন্দ্র চৌধুরীকে ছাত্রদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছে। দলের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করা হয়েছে, বারবার পরীক্ষায় ব্যর্থতা ও প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় দায় নির্ধারণ এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। এদিন মঞ্চে ত্রিপুরা থেকে সিপিএম নেতা নরেশ জমাতিয়া এবং নেত্রী কৃষ্ণা রক্ষিত উপস্থিত ছিলেন।

মনুশ্রীর চিকিৎসায় পাশে ডিওয়াইএফআই

আগরতলা, ১১ জুলাই: উন্নত চিকিৎসার জন্য আগামীকাল দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছে হাপানিয়া এলাকার ছোট্ট শিশু মনুশ্রী। তার চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন বিপুল পরিমাণ অর্থ। এই কঠিন সময়ে মনুশ্রীর পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া (ডিওয়াইএফআই)। মনুশ্রীর চিকিৎসার জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে সহযোগিতার আবেদন জানানো হলে ডিওয়াইএফআই-এর কর্মী-সমর্থকরা সাড়া দেন। সংগঠনের সদস্যরা অনলাইন মাধ্যমে নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী আর্থিক সহায়তা করেন। পাশাপাশি সংগঠনের পক্ষ থেকে নগদ অর্থও সংগ্রহ করা হয়।

শনিবার সংগৃহীত সেই আর্থিক সহায়তা মনুশ্রীর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআই রাজ্য কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য গৌতম ঘোষ, ডুকলি বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক শুভংকর মজুমদার, রাজ্য কমিটির সদস্য বিজয় বিশ্বাস এবং হাপানিয়া অঞ্চল কমিটির সম্পাদক আশীষ চক্রবর্তী।

সহায়তা প্রদানকালে ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য গৌতম ঘোষ মনুশ্রীর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন। তিনি বলেন, শিশুটির চিকিৎসার এই কঠিন সময়ে সমাজের সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ও সহৃদয় মানুষকে এগিয়ে এসে সামর্থ্য অনুযায়ী সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত।

মনুশ্রীর সুস্থতার জন্য সম্মিলিত উদ্যোগ ও মানুষের সহযোগিতাই পরিবারের লড়াইকে আরও শক্তিশালী করবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

শনি পুজোর চাঁদা আদায়কে কেন্দ্র করে উত্তেজনা

আগরতলা, ১১জুলাই : বিশালগড় বাইপাস এলাকায় শনি মন্দিরের পূজোকে কেন্দ্র করে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, জামিনে মুক্তি পাওয়া ছিনতাই মামলার কয়েকজন অভিযুক্ত এবার পূজোর নামে জোরপূর্বক চাঁদা আদায়ে নেমেছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে সাধারণ মানুষকে হেনস্তা করা হচ্ছে। এমনকি মহিলা ও তরুণীদেরও ভয়ভীতি দেখানো এবং অশান্তি সৃষ্টি করার অভিযোগ উঠেছে। এর জেরে এলাকায় আতঙ্কের

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মনশ্রীর চিকিৎসার সহায়তায় সমাজসেবী হুসেন মনসুরি

আগরতলা, ১১ জুলাই: দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে ত্রিপুরায় পৌঁছালেন বিশিষ্ট সমাজসেবী হুসেন মনসুরি। এক মানবিক উদ্যোগকে সামনে রেখে তাঁর এই সফর। বিরল রোগে আক্রান্ত ছোট্ট মানশ্রীর পাশে দাঁড়ানো এবং তার চিকিৎসার জন্য চলমান সহায়তা কর্মসূচিতে অংশ নেওয়াই তাঁর সফরের মূল উদ্দেশ্য।

হুসেন মনসুরির ত্রিপুরায় আগমনে রাজ্যজুড়ে ব্যাপক উৎসাহ দেখা দিয়েছে। স্থানীয় মানুষ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের বহু শুভাকাঙ্ক্ষী ইতিমধ্যেই মানশ্রীর চিকিৎসার জন্য আর্থিক ও নৈতিক সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। মানবিক এই উদ্যোগে মনসুরির উপস্থিতি আরও গতি আনবে এবং সাধারণ মানুষকে এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করবে বলে মনে করছেন অনেকে।

জানা গেছে, হুসেন মনসুরি নিজে মানশ্রী ও তার পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। পাশাপাশি তার চিকিৎসায় সহায়তা এবং রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচিতেও অংশ নেবেন তিনি। তাঁর এই উদ্যোগ মানশ্রীর চিকিৎসার জন্য চলমান সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নতুন আশার সঞ্চার করবে বলে আশাবাদী সমর্থকরা। ইতিমধ্যেই মানশ্রীর সুস্থতার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রার্থনা ও সহানুভূতির বার্তা আসছে। এই পরিস্থিতিতে হুসেন মনসুরির ত্রিপুরা সফর মানবিকতা ও সহমর্মিতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা হচ্ছে। সংকটের সময়ে মানুষের সম্মিলিত সদিচ্ছা যে বড় শক্তি হয়ে উঠতে পারে, তাঁর এই উদ্যোগ তা আরও একবার প্রমাণ করছে।

ধনপুরে ফের সক্রিয় সিপিআইএম, কাঠালিয়া অঞ্চল কমিটির সাংগঠনিক তৎপরতা নজরকাড়া

কাঠালিয়া, ১১ জুলাই: সাম্প্রতিক সময়ে ধনপুর বিধানসভা এলাকায় সিপিআইএম কাঠালিয়া অঞ্চল কমিটির সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সক্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮ সালের পর দীর্ঘ সময় অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় থাকার পর বর্তমানে দলীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নে সংগঠনের তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

স্থানীয় রাজনৈতিক মহলের মতে, কাঠালিয়া অঞ্চল কমিটি বর্তমানে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সাংগঠনিক কর্মসূচি পালন করছে। আন্তর্জাতিক, জাতীয় স্তরের নেতাদের জন্মবার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী এবং বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস দলীয় কার্যালয়ে নিয়মিত পালন করা হচ্ছে।

পাশাপাশি বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জনগণের বিভিন্ন মৌলিক সমস্যা ও স্থানীয় ইস্যুকে সামনে রেখে অঞ্চল, পঞ্চায়েত এমনকি পাড়া ভিত্তিক মিছিল, সভা ও প্রচার কর্মসূচি শুরু করেছে সিপিআইএম। এসব কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলে দলীয় নেতাকর্মীদের দাবি।

সিপিআইএম কাঠালিয়া অঞ্চল কমিটির আওতায় রয়েছে উত্তর মহেশপুর, দক্ষিণ মহেশপুর, কাঠালিয়া এবং নির্দয়পুরএই চারটি পঞ্চায়েত এলাকা। এই এলাকাগুলিতে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় সাড়ে তিন হাজার পরিবারের বসবাস রয়েছে। যদিও সব এলাকায় কর্মী সংকট রয়েছে, তবুও বিভিন্ন গণসংগঠনের কর্মীদের একত্রিত করে কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে।

অন্যদিকে, ধনপুর বিধানসভা এলাকার অন্যান্য অঞ্চল কমিটির সাংগঠনিক অবস্থার ক্ষেত্রে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে বলে দলীয় সূত্রে দাবি করা হয়েছে। এডিসি এলাকার চারটি ভিলেজ নিয়ে গঠিত সিপিআইএম থলিবাড়ি অঞ্চল কমিটিতে প্রায় তিন হাজার পরিবারের বসবাস থাকলেও আগের তুলনায় সাংগঠনিক শক্তি কমেছে বলে জানা গেছে। সমর্থক থাকলেও তাঁদের প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যুক্ত করতে সমস্যা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর।

এছাড়া সিপিআইএম নিদয়া অঞ্চল কমিটির আওতায় ভবানীপুর, কালিকৃষ্ণনগর এবং নিদয়াএই তিনটি পঞ্চায়েত এলাকা রয়েছে। এলাকায় নেতৃত্ব থাকলেও সাংগঠনিক সক্রিয়তার ঘাটতি এখনও রয়েছে বলে দলীয় মহলের মত।

ধনপুর ও মোহনভোগ অঞ্চল কমিটিতেও কর্মী-সমর্থক থাকলেও নিজেদের এলাকায় ধারাবাহিক আন্দোলন ও কর্মসূচিতে সক্রিয়তা তুলনামূলকভাবে কম বলে জানা গেছে।

তবে ধনপুর বিধানসভা এলাকার অন্যান্য অঞ্চল কমিটির তুলনায় কাঠালিয়া অঞ্চল কমিটি বর্তমানে সাংগঠনিকভাবে এগিয়ে রয়েছে বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ মনে করছেন।

শনিবার কাঠালিয়া সিপিআইএম অঞ্চল কমিটির কার্যালয়ে ত্রিপুরা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের ৪৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন এবং নেতৃবৃন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন ত্রিপুরা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের জোনাল কনভেনার সুকুমার দেবনাথ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আবু তাহের, ত্রিপুরা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের কাঠালিয়া শাখার সম্পাদক বিধান দে, সিআইটিইউ সোনামুড়া মহকুমা নেতৃত্ব ভজন সরকার, সিপিআইএম কাঠালিয়া অঞ্চল সম্পাদক কৌশিক চন্দ, প্রবীণ পার্টি কর্মী ননী পাল ও নকুল মল্লসহ অন্যান্যরা।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, আগামী দিনে জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়কে সামনে রেখে আরও বেশি মানুষকে সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করার লক্ষ্যে কর্মসূচি অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা রয়েছে।

বড়মুড়ায় জাতীয় সড়কে উপড়ে পড়ল বিশাল গাছ, স্তব্ধ যান চলাচল; আহত মহিলা

আগরতলা, ১১ জুলাই : বড়মুড়ায় বনকুমারি মন্দির সংলগ্ন আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কে বিশাল আকারের একটি গাছ উপড়ে পড়ায় দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। আচমকা গাছটি ভেঙে পড়ায় সড়কের উপর আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি একটি বৈদ্যুতিক খুঁটিও উপড়ে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কয়েকটি গাড়ি ও বাইক।

জানা গেছে, আজ আচমকা বিশাল গাছটি রাস্তার উপর ভেঙে পড়ে। সেই সময় কাছাকাছি থাকা যানবাহনগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘটনায় এক মহিলা আহত হন বলে জানা গেছে। তাঁকে স্থানীয়দের সহায়তায় উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। গাছ পড়ে যাওয়ার ফলে আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়ে পড়ে। রাস্তার দুই পাশে বহু যানবাহন আটকে পড়ে। যাত্রী ও চালকদের চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হয়। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে চম্পকনগর ফাঁড়ি থানার পুলিশ। পাশাপাশি অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মী এবং বনদপ্তরের কর্মীরাও

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাদক সেবনের অভিযোগে যুবক গ্রেফতার, এনডিপিএস মামলায় জেল হেফাজত

আগরতলা, ১১ জুলাই: মাদক সেবন ও মাদকদ্রব্য রাখার অভিযোগে ত্রিপুরার এক যুবককে গ্রেফতার করেছে বাজারিছড়া থানার পুলিশ। শনিবার অভিযুক্তকে জেলা মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালতে (সিজেএম) হাজির করা হলে আদালত তাকে নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্সেস (এনডিপিএস) আইনের ধারায় বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার গোপন সূত্রে খবর আসে যে, কাটলতলি আউটপোস্টের অন্তর্গত মারুগাঁও এলাকায় এক ব্যক্তি মাদকদ্রব্য নিয়ে ঘোরাফেরা করছে। খবরের ভিত্তিতে বাজারিছড়া থানা ও কাটলতলি আউটপোস্টের যৌথ পুলিশ দল অভিযান চালায়।

পাথারকান্দি মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) অনির্বাণ শর্মার নেতৃত্বে পুলিশ ওই এলাকায় ফাঁদ পেতে অভিযান চালায়। বাজারিছড়া থানার নবনিযুক্ত ওসি খানিন্দ্র নাথ জানান, অভিযানের সময় সুকান্ত নাথ (৩৩) নামে এক যুবককে হাতেনাতে আটক করা হয়। পুলিশের দাবি, ওই সময় সে সন্দেহভাজন হেরোইন ইনজেকশনের মাধ্যমে গ্রহণ করছিল। পুলিশ জানিয়েছে, তল্লাশির সময় অভিযুক্তের কাছ থেকে ২০ গ্রাম সন্দেহভাজন হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছে। মাদকগুলি ৪০টি ছোট কৌটায় রাখা ছিল বলে পুলিশ দাবি করেছে। এছাড়াও দুটি খালি কৌটা এবং একটি সিরিঞ্জ উদ্ধার করা হয়েছে।

ধৃত যুবক ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর এলাকার বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। তাকে থানায় নিয়ে গিয়ে রাতভর জিজ্ঞাসাবাদের পর এনডিপিএস আইনে মামলা দায়ের করা হয়।

শনিবার তাকে জেলা সিজেএম আদালতে পেশ করা হলে আদালত বিচারবিভাগীয় হেফাজতের নির্দেশ দেয়। উদ্ধার হওয়া মাদকের উৎস এবং এর সঙ্গে কোনো চক্র জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

বিদ্যুৎ মন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি কংগ্রেসের ধর্মনগরে তিন ঘণ্টার গণ-অবস্থান

ধর্মনগর, ১১ জুলাই: বিদ্যুৎ পরিষেবার বেসরকারিকরণের প্রস্তাব, স্মার্ট মিটার প্রকল্প এবং বিদ্যুৎ নিগমে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে শনিবার ধর্মনগরের নেতাজি মূর্তির পাদদেশে তিন ঘণ্টার গণ-অবস্থান ও প্রতিরোধ কর্মসূচি পালন করল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। কর্মসূচি থেকে রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথের পদত্যাগের দাবি জানান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা।

এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন আশীষ কুমার সাহা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ওবিসি কংগ্রেসের নেতা মনোরঞ্জন নাথ, প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি দিবাচন্দ্র রাঙ্খল, জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তরুণ সাহা, বিশিষ্ট আইনজীবী অজিত দাস, দিগ্বিজয় চক্রবর্তীসহ জেলা, ব্লক ও প্রদেশ স্তরের একাধিক কংগ্রেস নেতা-কর্মী।

গণ-অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আশীষ কুমার সাহা অভিযোগ করেন, বিদ্যুৎ পরিষেবার নামে সাধারণ মানুষের ওপর অযৌক্তিক বিদ্যুৎ বিল ও অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাঁর দাবি, বিদ্যুৎ নিগমের সীমাহীন দুর্নীতি এবং পরিষেবার অবনতির কারণে সাধারণ মানুষ চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এসএমএ আক্রান্ত মনোশ্রীর পাশে আনন্দ মার্গ স্কুল, চিকিৎসার জন্য ৫০ হাজার টাকার সহায়তা

বিশালগড়, ১১ জুলাই, প্রতিনিধি: মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করল বিশালগড় আনন্দ মার্গ স্কুল। দুরারোগ্য এসএমএ রোগে আক্রান্ত ২৩ মাসের শিশু মনোশ্রীর চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিল স্কুল কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী এবং আনন্দ মার্গ পরিবারের সদস্যরা। শনিবার বিশালগড় আনন্দ মার্গ স্কুলের একটি প্রতিনিধি দল হাপানিয়া এলাকায় মনোশ্রীর বাড়িতে গিয়ে তার বাবা ধ্রুব চৌধুরীর হাতে ৫০ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা তুলে দেন। এই উদ্যোগের মাধ্যমে একটি অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর মানবিক বার্তা দিয়েছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

সহায়তা প্রদানকালে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা মনোশ্রীর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন। তাঁরা বলেন, সংকটের সময় সমাজের প্রত্যেক মানুষের উচিত অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়ানো। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতার মাধ্যমে মনোশ্রীর চিকিৎসার পথ আরও সহজ হবে বলেও তাঁরা আশা প্রকাশ করেন।

অনুদান গ্রহণ করে মনোশ্রীর বাবা ধ্রুব চৌধুরী আবেগাপ্লুত হয়ে আনন্দ মার্গ স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী এবং সকল শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, এই কঠিন সময়ে মানুষের ভালোবাসা ও সহযোগিতা তাঁদের লড়াই চালিয়ে যাওয়ার শক্তি জোগাচ্ছে।

একটি শিশুর চিকিৎসার জন্য আনন্দ মার্গ স্কুলের এই উদ্যোগ সমাজে মানবিকতার এক অনন্য উদাহরণ হিসেবে উঠে এসেছে। ছোট্ট মনোশ্রীর সুস্থতার জন্য এখন প্রয়োজন আরও বেশি মানুষের সহযোগিতা ও শুভকামনা।

আগরতলা প্রেস ক্লাব ফুটবল প্রিমিয়ার লিগ-২০২৬-এর উদ্বোধন, ক্রীড়াপ্রেমীদের উৎসাহ তুঙ্গে

আগরতলা, ১১ জুলাই : আগরতলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে শনিবার অনুষ্ঠিত হলো 'আগরতলা প্রেস ক্লাব ফুটবল প্রিমিয়ার লিগ-২০২৬'। ফুটবল মহোৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিবিপি হাসপাতালে দুই দিনব্যাপী স্পেশাল সার্জিক্যাল ক্যাম্পে ৩৬ জনের সফল অস্ত্রোপচার

আগরতলা, ১১ জুলাই : মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার আন্তরিক উদ্যোগ ও দিকনির্দেশনায় আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ (এজিএমসি) এন্ড জিবিপি হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরে অস্ত্রোপচারের অপেক্ষায় থাকা রোগীদের দ্রুত চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে দুই দিনব্যাপী স্পেশাল সার্জিক্যাল ক্যাম্প সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

দি অ্যাসোসিয়েশন অফ সার্জনস অফ ইন্ডিয়া (এএসআই), ত্রিপুরা স্টেট চ্যাপ্টার, ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ অ্যানেস্থেসিওলজিস্টস (আইএসএ), ত্রিপুরা স্টেট চ্যাপ্টার এবং আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এন্ড জিবিপি হাসপাতালের জেনারেল সার্জারি বিভাগ ও অ্যানেস্থেসিওলজি বিভাগের যৌথ উদ্যোগে ১০—১১ জুলাই ২০২৬ এই বিশেষ সার্জিক্যাল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়।

ক্যাম্পের প্রথম দিন (১০ জুলাই) নির্ধারিত ৩৫ জন রোগীর মধ্যে ২৯ জনের সফল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়। দ্বিতীয় দিন (১১ জুলাই) আরও ৭ জন রোগীর সফল অস্ত্রোপচার করা হয়। এর মধ্যে ল্যাপারোস্কোপিক কোলেসিস্টেকটমি, ওপেন কোলেসিস্টেকটমি, ব্রেস্ট সার্জারি, পালোনিডাল সাইনাস, লাইপোমা এবং অন্ত্রের পারফোরেশনসহ বিভিন্ন জটিল অস্ত্রোপচার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফলে দুই দিনে মোট ৩৬ জন রোগীর সফল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছে।

রাজ্যের একমাত্র তৃতীয় স্তরের সরকারি হাসপাতালে ক্রমবর্ধমান রোগীর চাপ এবং দীর্ঘদিনের অপেক্ষমান অস্ত্রোপচারের তালিকা কমানোর উদ্দেশ্যে এই বিশেষ সার্জিক্যাল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। এর মাধ্যমে বহু রোগী নির্ধারিত সময়ের আগেই অস্ত্রোপচারের সুযোগ পেয়েছেন এবং তাঁদের চিকিৎসা দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

এই সাফল্যের পেছনে সার্জারি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, অ্যানেস্থেসিওলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, সার্জারি ও অ্যানেস্থেসিয়া বিভাগের চিকিৎসকবৃন্দ, অপারেশন থিয়েটারের নার্সিং অফিসার, ওটি টেকনোলজিস্ট, সুলভ কর্মী, জিডিএ এবং সংশ্লিষ্ট সকল স্বাস্থ্যকর্মীর আন্তরিক ও সমন্বিত প্রচেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। রোগীদের স্বার্থে ভবিষ্যতেও দীর্ঘ অপেক্ষমান অস্ত্রোপচারের তালিকা কমিয়ে আনতে এ ধরনের বিশেষ সার্জিক্যাল ক্যাম্প নিয়মিত আয়োজন করা হবে। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এন্ড জিবিপি হাসপাতালের মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas